রূপসী বোম্বেটে

পূর্ব্ব কথা

(১)

অষ্ট্রেলিয়ায় যত স্বর্ণ-খনি আছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশে তত সোনার খনি নাই। 'জিগ্‌স' স্বর্ণ-খনি এক সময় সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল; এই খনির 'ষ্টেসন' অর্থাৎ কারখানাটিও অতি বৃহৎ। বহু-সংখ্যক শ্রমজীবি এই কারখানায় কাজ করিত। কর্ম্মচারীগণের সংখ্যাও অল্প ছিল না।

শরৎ কালের এক দিন অপরাহ্ণে শ্রান্ত তপন বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি দেবীকে সুলোহিত রশ্মিজালে রঞ্জিত করিয়া সুদূরবর্ত্তী গিরি-অন্তরালে অস্ত-গমনোন্মুখ; শ্রমজীবীরা তখন দৈনন্দিন কাজ বন্ধ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিয়াছিল; 'জিগ্‌স' ষ্টেসনের চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল সমীরণ-প্রবাহে প্রান্তর প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষের হরিৎ পত্ররাশি শর শর শব্দে কম্পিত হইতেছিল। এই সময় জিগ্‌স খনির একটি কারখানা-ঘরে দুইজন লোক নিম্ন স্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল। তাহাদের এক জনের নাম জেমস্ পিয়ারসন, অন্যের নাম কারফ্যাক্স মর্টন; পিয়ারসন খনির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মর্টন খনির ম্যানেজার।

মর্টন বলিল, "দেখ পিয়ারসন, আমাদের সকল কার্য্য পরিণত

করিতে আর বিলম্ব করা হইবে না। আমাদের দলস্থ সকলে
ইচ্ছা, যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করা হউক।"

পিয়ারসন বলিল, "তোমাদের সকলেরই যদি ইহাতে মত থা
তবে আমার আর অমত কি? তবে আমার বিবেচনায় আ
মাস তিনেক বিলম্ব করিলে ভাল হইত। খনির যে স্তরটায়
কাজ চলিতেছে তাহাতে যথেষ্ট সোনা উঠিতেছে; সেই স্তরটা
করিতে পারিলে পরবর্ত্তী স্তরে সোনা অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য হই
তখন আমাদের ফন্দী খাটিবে ভাল। এখন খনিতে স্বর্ণাভা
কথা প্রকাশ করিলে কর্ত্রী হয় ত সে কথা বিশ্বাস করিবেন ন
বিশেষতঃ, যদি কোনও ইন্‌স্পেক্টার খনি পরীক্ষা করিতে আ
তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন হইতে বি
হইবে না।"

মর্টন বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, মিসেস্ কার্টার কোনও
ইন্‌স্পেক্টারকে খনি পরীক্ষা করিতে পাঠাইবেন না। তিনি খনির
কাজ কিছুই বুঝেন না, আমাদের মুখেই খান; আর তাঁর মেয়ে
আমেলিয়া ত নিতান্ত বালিকা, আমাদের কোনও কথায় তাহা
অবিশ্বাস হইবে না। এমন সুযোগ কি সর্ব্বদা পাওয়া যা
খনিটা যদি আমাদের হাতে আসে, আমরা ছয় জনে যদি তাহা
মালেকান স্বত্ব আত্মসাৎ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সক
লেই বড় মানুষ হইতে পারিব। আমি আলেস্কা হইতে চিলি পর্য্যন্ত
সকল দেশের অনেক সোনার খনি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লাভ
জনক খনি কোথাও আর একটিও দেখি নাই, এত সোনা
[illegible]নও খনিতে নাই। এ খনি স্বর্ণস্তরে পরিপূর্ণ।"

পিয়ারসন বলিল, "তুমি বাহিরের কোনও লোককে খনি

মধ্যে নামিতে দিও না। খনির ভিতরের অবস্থা যেন কেহ জানিতে না পারে।"

মর্টন বলিল, "সেজন্য তোমার চিন্তা নাই। খনির অবস্থা জানাইয়া আমি কর্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিব?"

পিয়ারসন বলিল, "আমি কালই রাষ্ট্র করিব, এ খনিতে আর সোনা নাই; খনির কাজে খরচ বিস্তর, কিন্তু যে পরিমাণ সোনা উঠিতেছে তাহাতে খরচা পোষাইতেছে না। তুমি মিসেস্ কার্টারকে তাঁহার সদর ষ্টেসন হইতে এখানে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম কর। তবে যদি তিনি ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য কাহারও কাছে টাকা কর্জ্জ করেন, আর সেই টাকায় নূতন উৎসাহে খনির কাজ চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে কিরূপ দাঁড়াইবে বলিতে পারি না।"

মর্টন বলিল,"তাহাতেই বা ভয় কি? আমি জানি মিঃ কার্টার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, জিগ্ স খনির মত খনি এ অঞ্চলে দ্বিতীয় নাই; সুতরাং তিনি সহজে ইহা হাত-ছাড়া করিতে চাহিবেন না। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব কোন উপায়ে টাকা কর্জ্জ করিয়াও নূতন নূতন যন্ত্রের সাহায্যে ইহার কাজ চালানো উচিত। কারণ কোন গভীরতর স্তরে প্রচুর স্বর্ণ থাকাই সম্ভব, তাহা খনন করা অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। আমার কথা তিনি অবিশ্বাস করিবেন না। খনির কাজে আমি কিরূপ অভিজ্ঞ, তাহা তিনি জানেন। তিনি অর্থাভাবে 'জিগ্ স' বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লইবেন; নূতন নূতন যন্ত্র আসিবে, খনির কাজও আরম্ভ হইবে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কেবল তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, হাতেরও যাইবে, পাতেরও যাইবে। আমি তাঁহাকে যে ভাবে চালাইব, তিনি সেই ভাবেই চলিবেন।"

পিয়ারসন বলিল, "যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুস-

পন্ন হইলেই মঙ্গল। বিধবার সর্ব্বনাশ না করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

কথা শেষ হইলে উভয়ে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

পর দিন সন্ধ্যাকালে জিগ্‌স খনির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস্ কার্টার ট্রেণ হইতে জিগ্‌স ষ্টেসনে নামিলেন।

খনির ম্যানেজার মর্টন ষ্টেসনে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল; সে মিসেস্ কার্টারকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি আসিয়াছেন! আশা করি পথে আপনার কোনও কষ্ট হয় নাই।"

মিসেস্ কার্টার বলিলেন, "না, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে। মিঃ মর্টন, যে জনরব শুনিতেছি তাহা কি সত্য? জিগ্‌স খনিতে আর সোনা নাই?"

মর্টন বলিল, "দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—এ জনরব সত্য। অধিক আর বলিব কি, এই ব্যাপারে আমাদের সকলেরই মস্তকে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছে! আজ আপনার স্বামী জীবিত থাকিলে এ সঙ্কটে একটা কিছু উপায় করিতে পারিতেন। জিগ্‌স খনির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।"

মিসেস্ কার্টার বলিলেন, "কি উপায় করিতেন? আমি ত কোনও উপায়ই দেখিতেছি না। আমার স্বামীর বিশ্বাস ছিল, এই খনিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে এত স্বর্ণ অন্য কোনও খনিতে নাই। এখন এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভের কোনও উপায় আছে কি না শীঘ্র আমাকে বল। আমি জানি আমার স্বামী এই খনির কাজ কোন ক্রমেই বন্ধ হইতে দিতেন না; যেমন করিয়া হউক, ইহার কাজ চালাইতেন।"

মর্টন বলিল, "কিন্তু সে ত কম টাকার কাজ নয়। জিগ্‌স খনির সুনাম নষ্ট হইয়াছে, উহার বদ্‌নাম ডাকিয়াছে। তবে এখন যদি নূতন নূতন কল আমদানী করিয়া খনির ভিতর দীর্ঘকাল কাজ চালানো যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুফল লাভ হইতেও পারে। কিন্তু সে যে বহুৎ টাকার কাজ! মিঃ কার্টার জীবিত থাকিলে যেমন করিয়া হউক উপযুক্ত টাকার সংস্থান করিতেন।"—মর্টন এমন ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—যেন দুঃখে কষ্টে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

মিসেস্ কার্টার ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক, কাজকর্ম্ম বুঝি না; এ সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য কি বল, তোমার পরামর্শটা শুনি।"

এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মর্টন বারান্দার নীচে আসিয়া বলিল, "পরামর্শ আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু আপনি কি তদনুসারে কাজ করিতে পারিবেন? সম্পত্তি বন্ধক না রাখিলে তত টাকা কে কর্জ্জ দিবে?"

মিসেস্ কার্টার সোৎসুক দৃষ্টিতে মর্টনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সম্পত্তি বন্ধকের কথা বলিতেছ?"

মর্টন একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার স্বামী জীবিত থাকিলে জিগ্‌স খনিই কিছু দিনের জন্য বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতেন, এবং সেই টাকায় এই দায় হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করিতেন, ; সম্ভবতঃ তাঁহার চেষ্টা সফল হইত।"

মিসেস্ কার্টার হতাশ ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার ত আর কোনও মূল্যবান সম্পত্তি নাই; জিগ্‌সই আমার প্রধান সম্বল। এই শেষ সম্বল হাত-ছাড়া করিব?"

মর্টন বলিল, "অন্য উপায় আর কি আছে ?"

মিসেস্ কার্টার হোটেলের বারান্দায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমি ভাবিয়া দেখিব। কাল তোমার সঙ্গে সকল কথা হইবে।"

মর্টন—"নমস্কার" বলিয়া হোটেলের বারান্দা হইতে মিসেস্ কার্টারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

পথে আসিয়া মর্টনের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। সে মনে মনে বলিল, "মেলবোর্ণে পুস্তক-প্রকাশকের কাজ করিয়া বিশ বৎসর কাল কত গ্রন্থকারের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, পঁচিশ হাজারের চুক্তি করিয়া লক্ষ রহি ছাপাইয়া বিক্রয় করিয়াছি; কত গরীব লেখককে দিয়া কেতাব লিখাইয়া লইয়া তাহাদিগকে এক পেনিও দিই নাই; এমন বুদ্ধিমান হইয়া একটা নির্ব্বোধ বিধবাকে ঠকাইতে পারিব না ?"

(২)

উক্ত ঘটনার ছয় মাস পরে এক দিন জিগ্‌স খনির ডাইরেক্টর পিয়ারসন ম্যানেজার মিঃ মর্টনকে সঙ্গে লইয়া মিসেস্ কার্টারের সহিত তাঁহার বাঙ্গালায় দেখা করিতে চলিল। মিসেস্ কার্টার মর্টনের পরামর্শে জিগ্‌স ষ্টেসন একজন উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক দিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য উত্তমর্ণটা উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃত উত্তমর্ণ পিয়ারসন, মর্টন, মর্গান প্রভৃতি—মিসেস্ কার্টারের বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণ। মিসেস্ কার্টার তাঁহার এই একমাত্র খনি বন্ধক দিয়া 'বিনাগঙ্গ' নামক একটি পশুপালন-ক্ষেত্রে এই বাঙ্গালায় কন্যার সহিত বাস করিতেছিলেন।—এই বাঙ্গালা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূসম্পত্তি ভিন্ন তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের অন্য কোনও অবলম্বন ছিল না।

পিয়ারসন মিসেস্ কার্টারের বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল তিনি তাঁহার কন্যা আমেলিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন।

পিয়ারসন মিসেস্ কার্টারকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে দুই একটি কথা আছে।"

আমেলিয়া এই কথা শুনিয়া উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া মিসেস্ কার্টার বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিলে ক্ষতি নাই মা! মিঃ পিয়ারসন, কি বলিতে আসিয়াছ—বল। বোধ হয় জিগ্ স্ খনি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবে!"

পিয়ারসন বলিল, "হাঁ, কিন্তু একটি বড় দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য আপনি প্রস্তুত হউন।"

মিসেস্ কার্টার বলিলেন, "আবার দুঃসংবাদ! মর্টন একবার দুঃসংবাদ দিয়া আমাকে প্রায় পথে বসাইয়াছে, তুমি এবার কি দুঃসংবাদ আনিয়াছ পিয়ারসন? টাকাগুলি সব জলে ফেলিয়াছ বুঝি?"

পিয়ারসন বলিল, "আপনার অনুমান সত্য। আপনি আপনার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বৃথা ব্যয় করিলাম! কিছুতেই কিছু হইল না, জিগ্ স্ খনি খুঁড়িয়া এত চেষ্টাতেও এক তোলা সোনা পাওয়া যাইতেছে না।—এই খনিতেই আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল।"

মিসেস্ কার্টার এই দুঃসংবাদে ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর হতাশ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এখন উপায়?"

পিয়ারসন, বলিল, "সে টাকাতে হয় নাই, আরও কিছু টাকা দেনা হইয়াছে। পাওনাদারেরা তাহাদের প্রাপ্য টাকার জন্য বড়ই

পীড়াপীড়ি করিতেছে, শীঘ্র তাহাদের টাকাগুলি পরিশোধ না করিলেই নয়।"

মিসেস্ কার্টার বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিয়াছি। আমার শেষ সম্বল 'বিনাগঙ্গ' ষ্টেসনটিও ছাড়িয়া দিতে হইবে! শেষে তোমরা আমাকে গাছের তলায় বসাইলে!"

মিসেস্ কার্টার আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। নিজের জন্ত তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না; কিন্তু তাঁহার যুবতী কন্যা আমেলিয়ার কি গতি হইবে? আমেলিয়ার বয়স তখন উনিশ বৎসর; যুবতী সুন্দরী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী, কিন্তু সংসারে তাঁহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না; আমেলিয়া কোথায় আশ্রয় পাইবেন? মিসেস্ কার্টারের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে নীচে পড়িলেন।

পিয়ারসন ও তাহার সহকারী মর্টন মিসেস্ কার্টারকে তুলিবার জন্ত তাড়াতাড়ী তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল; কিন্তু আমেলিয়া বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর তাঁহার জননীর সংজ্ঞাহীন দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তাঁহাকে একটি শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহার মস্তকে ও ললাটে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

মর্টন অস্ফুট স্বরে বলিল, "জীবনে অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু এবার এই বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার বড়ই অনুতাপ হইতেছে।"

পিয়ারসন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সরোষে বলিল, "চুপ করিয়া থাক। আমরা যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহা শেষ করিতেই হইবে; এখন অনুতাপ করিয়া কোনও ফল নাই। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান এত প্রবল

হইয়া থাকিলে পূর্ব্বে সে কথা বলা উচিত ছিল ; তখন আমাদের ষড়যন্ত্রে যোগ না দিলেই পারিতে !"

কন্যার প্রাণপণ শুশ্রূষায় মিসেস্ কার্টারের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তিনি নয়ন উন্মিলিত করিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

আমেলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, "মা, মা, তুমি এত হতাশ হইও না ; পরমেশ্বর আমাদের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। চল আমরা ইংলণ্ডে চলিয়া যাই, সেখানে আমাদের কোনও একটা উপায় হইবে।"

কন্যার কথা মিসেস্ কার্টারের কর্ণে প্রবেশ করিল না, তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রে স্বপ্ন-বিজড়িত ভাব, সে দৃষ্টি স্বাভাবিক নহে। সেই অস্বাভাবিক দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া আমেলিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। মিসেস্ কার্টার অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "জন, প্রিয়তম, আমাকে ক্ষমা কর। অনেক দিন তুমি আমাকে ছাড়িয়া একাকী রহিয়াছ, আর তোমাকে একাকী থাকিতে হইবে না আমি আসিতেছি। তোমার বড় সাধের সম্পত্তি জিগ্‌স আমি বন্ধক দিয়াছি ; তুমি আমাকে বলিয়াছিলে জিগ্‌স যেন কখন হস্তান্তর না করি—কিন্তু আমি বিপদে পড়িয়া বুদ্ধি হারাইয়াছিলাম, তোমার উপদেশ গ্রাহ্য করি নাই ; তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমাকে তোমার কাছে টানিয়া লও।"

মিসেস্ কার্টার হঠাৎ নীরব হইলেন, তাঁহার মোহ অপসারিত হইল ; তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমেলিয়া, মা আমার, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার কর্ম্মচারীরা ঘোর বিশ্বাসঘাতক, তাহারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিতেছে ; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই সকল তস্করকে

তিনি যথাযোগ্য দণ্ড দিতে পারেন নাই। পিয়ারসন ও মর্টন কয়েক জন সহকারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তোমাকে পথে বসাইয়াছে। আমার দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তুমি কোথায় আশ্রয় পাইবে, তোমার কি উপায় হইবে, এই চিন্তাতে মরণেও শান্তি পাইব না।”

মিসেস্ কার্টার আবার নীরব হইলেন; অন্তিম হিক্কায় তাঁহার দেহ কম্পিত হইল। তাহার পর সব নিস্তব্ধ। প্রাণ-বিহঙ্গ তাঁহার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিল।

জননী কথা কহিতে কহিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন আমেলিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন না; তিনি তাড়াতাড়ী উঠিয়া তাঁহার মস্তকে হাত দিলেন, এবং মায়ের মূর্চ্ছা হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃথা চেষ্টা! তাঁহার বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখিলেন, বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে!—তখন আমেলিয়া বুঝিতে পারিলেন, মা জন্মের মত তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন!

আমেলিয়া মাতার মৃত দেহের নিকট হইতে উঠিয়া স্খলিত পদে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, এবং পিয়ারসন ও মর্টন যে কক্ষে বসিয়াছিল, সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। আমেলিয়ার নয়নে অশ্রু ছিল না, আকর্ণবিশ্রান্ত বিস্ফারিত নেত্র হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ঘৃণা ও ক্রোধে তাঁহার সুন্দর মুখ লোহিতাভ হইয়াছিল, তাঁহার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, এবং সুগঠিত সমুন্নত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পিয়ারসন ও মর্টন আমেলিয়ার রণচণ্ডীর ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদের মুখে কথা ফুটিল না।

আমেলিয়া প্রায় এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া

সুস্পষ্ট ঘৃণার সহিত উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি ভাবে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। আমার মা খনির কাজকর্ম্ম বুঝিতেন না, তিনি তোমাদের কুপরামর্শে ভুলিয়া জিগ্‌স খনি বন্ধক দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তোমরা সেই খনি বন্ধক দিয়া যে টাকা পাইয়াছ তাহা আত্মসাৎ করিয়াছ। আমার বাবার যে কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহা গ্রাস করিয়াও তোমাদের ক্ষুধা মেটে নাই, শেষে এই ভাবে আমার মায়েরও সর্ব্বনাশ করিলে! তোমাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দানের পূর্ব্বেই বাবার মৃত্যু হইয়াছিল। তোমাদের শয়তানীতেই আজ আমি পথের কাঙ্গাল। যদি আইনের সাহায্যে তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা সম্ভব হয়, তবে আমি সে চেষ্টার ক্রটী করিব না; কিন্তু তোমরা বড় ধূর্ত্ত, বোধ হয় আইন বাঁচাইয়া কাজ করিয়াছ, রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া হয় ত তোমাদিগকে শাস্তি দিতে পারিব না। না পারি ক্ষতি নাই, রাজদণ্ড যে কার্য্যে অক্ষম, আমার শক্তি সে কার্য্যে অসমর্থ হইবে না।

"তোমরা আমার টাকা চুরি করিয়াছ, আমার তালুক মুলুক, খনি, জমী-জমা আত্মসাৎ করিয়াছ সেজন্য আমি কাতর নহি; কিন্তু আমার স্নেহময়ী জননী তোমাদের অত্যাচারে—তোমাদের পৈশাচিক ব্যবহারে ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তোমরা নারীহত্যা করিয়াছ; তোমরা আমার মাতৃহন্তা! তোমাদের এ অপরাধ আমি ক্ষমা করিব না। আমি আমার জননীর মৃত দেহ স্পর্শ করিয়া সপথ করিয়াছি—যে পর্য্যন্ত তোমাদের দলের প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত—মৃত্যু-যন্ত্রণা তুল্য যন্ত্রণা-গ্রস্ত না করি, যে পর্য্যন্ত তোমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমার মত পথে না বস,

সে পর্য্যন্ত আমি প্রতিহিংসা সাধনে নিবৃত্ত হইব না। তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধনই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। মনে করিও না—ইহা শোকাতুরা অসহায়া যুবতীর নিস্ফল দম্ভ, ক্রুদ্ধা নারীর প্রলাপ মাত্র। আমি যাহা বলিলাম, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবই। এখন তোমরা আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর মুহূর্ত্ত কাল এখানে বিলম্ব করিলে আমি তোমাদিগকে কুকুর লেলাইয়া দিব। তোমরা এক সপ্তাহ মধ্যে আমাদের বাড়ী ঘর দখল করিতে পার; দুই চারি দিনের মধ্যে আমি আমার এই শেষ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

পিয়ারসন ও মর্টন নত মস্তকে এই তীব্র তিরস্কার শ্রবণ করিল, আমেলিয়ার কথা শেষ হইলে তাহারা উঠিয়া ধীরে ধীরে লগুড়াহত কুকুরের মত সেই স্থান ত্যাগ করিল।

কর্ম্মচারীরা প্রস্থান করিলে আমেলিয়া মাতার মৃত দেহের পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন।

যথা সময়ে জননীর মৃত দেহ সমাহিত করিয়া আমেলিয়া তাঁহার বৈষয়িক কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিলেন, হিসাব-পত্র দেখিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা তাঁহার মাতার সর্ব্বস্ব নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছে।

আমেলিয়া কয়েক দিন পরে মেলবোর্ণ নগরে উপস্থিত হইয়া একজন এটর্ণিকে সেই সকল হিসাবপত্র দেখাইলেন। এটর্ণি তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মিস্ কার্টার, আপনার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরাই যে আপনাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা আইন বাঁচাইয়া কাজ করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিয়া কোনও ফল হইবে না।"

আমেলিয়া আবেগ ভরে বলিলেন, "আইনে অন্যায়ের প্রতিকার নাই? প্রবঞ্চনার দণ্ড নাই? না থাক্, আমি স্বয়ং ইহার প্রতিকার করিব।"

ক্রুদ্ধা যুবতী এটর্ণির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাজপথের বিপুল জনস্রোতে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, কেহ তাহা দেখিল না,—কেহ তাহার সন্ধানও লইল না। সংসারে যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, যাহার মাথা রাখিবারও স্থান নাই, সে জীবিত আছে কি মরিয়াছে, কে তাহার অনুসন্ধান করিবে?

(৩)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর ছয় বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

ছয় বৎসর পরে গ্রীষ্মকালের এক দিন মধ্যাহ্নে দক্ষিণ মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ-সন্নিকটে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ নঙ্গর করিয়া সমুদ্র-তরঙ্গে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। জাহাজখানির বর্ণ বকপক্ষের ন্যায় শুভ্র; শুভ্র বেশধারী নাবিকেরা জাহাজের ডেকের উপর স্ব স্ব কার্য্যে রত ছিল। সমুদ্রবক্ষঃ-প্রবাহিত মুক্ত সমীরণ ডেকের উপর হিল্লোলিত হইতেছিল।

ডেকের এক প্রান্তে সুশীতল ছায়ায় একখানি বেতের চেয়ারে একটি যুবতী বসিয়াছিলেন; যুবতী সৌন্দর্য্যের সজীব প্রতিমা, এমন রূপসী রমণী লক্ষ জনের মধ্যে একজনও দেখা যায় কি না সন্দেহ। যুবতীর পাশে একটি বেত্র নির্ম্মিত ক্ষুদ্র টেবিলের উপর এক গ্লাস লেবুর সরবৎ, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ খণ্ড ভাসিতেছিল।—যুবতীর ক্রোড়ে একখানি পুস্তক, তিনি অবনত মস্তকে পুস্তক খানি পাঠ করিতেছিলেন।

শুভ্র ফ্ল্যানেলের পরিচ্ছদে সজ্জিত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক যুবতীর অদূরস্থিত আর একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিলে যুবতী তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

দুই চারিটি কথার পর যুবতী সেই প্রৌঢ় ভদ্র লোকটিকে বলিলেন, "হাঁ মামা, এখন আমার সমাজে মিশিবার সময় হইয়াছে। আমার মা যখন তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন—সেই সময় আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি তাহাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ করিব। সে আজ ছয় বৎসরের কথা; এই ছয় বৎসরের এক দিনও আমি সেই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হই নাই। রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া আইনের সাহায্যে এই প্রবঞ্চনার প্রতিকার হইবে না জানিয়া আমি স্বহস্তে তাহাদের প্রতিফল দানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। তাহার পর বোম্বেটে-গিরি আরম্ভ করিয়া এই দীর্ঘকালে আমি প্রচুর অর্থ-সম্পদ লাভ করিয়াছি। আমার প্রচণ্ড প্রতাপে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে সকল দেশের জাহাজ কম্পমান! সমুদ্র-পথে আমার অব্যাহত গতি, সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রে আমি যাহা ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু যাহাদের সর্ব্বনাশের জন্য এই জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, সমুদ্রে বাস করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দান করা অসম্ভব; সুতরাং আমাকে স্থলে অবতরণ করিতে হইবে।"

পাঠক বুঝিয়াছেন এই যুবতী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা আমেলিয়া কার্টার; তিনি যাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন তাহার নাম জ্যাক গ্রেভিস্। জ্যাক সম্বন্ধে আমেলিয়ার মাতুল। জ্যাক পূর্ব্বে চুরী বাটপাড়ী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, শেষে সে তাহার ভাগিনেয়ীর দলভুক্ত হয়। এখন জ্যাক আমেলিয়ার দক্ষিণ হস্ত, সে-ই এই

বোম্বেটে জাহাজের অধ্যক্ষ। কিন্তু জ্যাক ভাগিনেয়ীর অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিল; সে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিত; আমেলিয়া কার্টারের কোনও কথার প্রতিবাদ করিবারও তাহার শক্তি ছিল না।

আমেলিয়ার কথা শুনিয়া জ্যাক বলিল, "আমরা সমুদ্রে আছি, নিশ্চিন্ত আছি, এখানে সকলেই আমাদের ভয়ে কম্পমান; কিন্তু তীরে নামিলে কি আমাদের ভয়ের যথেষ্ট কারণ নাই? সমগ্র সভ্য রাজ্যের পুলিশ আমাদের উপর খড়্গহস্ত, এ কথা ত তোমার অজ্ঞাত নহে।"

আমেলিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় অনর্থক মামা, আমার জাহাজের কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে আমরা নিরাপদ। কিন্তু জাহাজে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা নাই। মনুষ্য-চরিত্রে আমি অনভিজ্ঞা নহি, আমি বাছিয়া বাছিয়া লোক লইয়াছি। আমার জাহাজের কাপ্তেন ভগহান বহুদর্শী কাপ্তেন; বিনা দোষে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাই সে পলাইয়া আসিয়া আমার আশ্রয় লইয়াছে। যে সমাজ অকারণে তাহাকে উৎপীড়িত করিয়াছে—আমাকে ছাড়িয়া সে কখনও সেই অকৃতজ্ঞ সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না; সমাজকে সে শত্রু মনে করে, সে প্রাণপণে আমাকে সাহায্য করিবে। আমার জাহাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী জানে আমি তাহাদের রাজ্ঞী, তাহারা আমার আদেশ বিনা-প্রতিবাদে নতশিরে পালন করে। তথাপি তুমি জাহাজের সকল কর্ম্মচারীকে জানাইবে, আমি যখন যে আদেশ করিব, তাহা যতই অসঙ্গত হউক, তাহাদিগকে তাহা পালন করিতেই হইবে; কি উদ্দেশ্যে আমি কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব, তাহা যেন কেহ জানিতে না চাহে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে—আমার আদেশই তাহাদের

আইন, আমার আদেশের উপর কোনও আপীল নাই। যদি কেহ আমার আদেশ লঙ্ঘন করে—তাহা হইলে আমি তাহাকে অতি কঠোর শাস্তি দিব।"

আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল; আমেলিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি জাহাজের একটি সুসজ্জিত কেবিনে প্রবেশ করিয়া বৈদ্যুতিক গোলকে অঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষটি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।

এই সেলুনের সুবিস্তীর্ণ মেঝে কারুকার্য্য-খচিত স্থুল গালিচায় আবৃত; সেলুনের কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীর গাত্রে শ্রেণীবদ্ধ আলমারি, প্রত্যেক আলমারি নানা প্রকার গ্রন্থে পূর্ণ। অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার; তাহাতে লৌহ, পিত্তল ও কাচ নির্ম্মিত নানা প্রকার যন্ত্র সন্নিবিষ্ট ছিল; এতদ্ভিন্ন নানা আকারের শিশি ও বোতলে নানা প্রকার ঔষধ। মস্তকের উপর অসংখ্য তারের জাল, কোনও তার অঙ্গুলীর ন্যায় স্থুল, কোনও তার কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। এই কক্ষের সাজসজ্জা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত, আমেলিয়া বোম্বেটে-গিরিতেই এত কাল অতিবাহিত করেন নাই।

আমেলিয়া তাঁহার সেলুনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "গত ছয় বৎসর কাল অক্লান্ত চেষ্টার পর আমি প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।—সর্ব্বাগ্রে পিয়ারসনের সর্ব্বনাশ করিব, তাহার পর বর্টন। ছয় জনের একজনকেও ছাড়িব না।—আমার এই বৈরনির্য্যাতন কার্য্যে হে স্বর্গের দেবতা, তুমি যদি সহায় না হও, তবে শয়তান, তুমি আমার সহায় হও।"

(৪)

সালভেরিটা আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, স্পেনের উপনিবেশ। মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের ন্যায় এই রাজ্যেও সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক দিন ধরিয়া অশান্তি ও প্রজা-বিপ্লবের পর এখানে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।—আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় এই শিশু সাধারণ-তন্ত্রের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র।

জেমস্ পিয়ারসন নামক একজন বৈদেশিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। জেমস্ পিয়ারসন বহু অর্থ লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থ-বল ও বুদ্ধি-বল অসাধারণ ছিল; অর্থ-বলে অল্পদিনেই তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, বুদ্ধিবলে তিনি প্রজা সভায় অখণ্ড প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যখন এই রাজ্যে পদার্পণ করেন, তখন অশান্তি ও প্রজাবিপ্লবে অধিবাসীগণের ধন-প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল; প্রজা সাধারণের সহিত ভূস্বামীগণের নিত্য বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল। বুদ্ধিমান পিয়ারসন রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য ভূস্বামীগণের দলে যোগদান করিলেন, এবং ছয় মাসের অবিশ্রান্ত চেষ্টার রাজ্যে শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক ভূস্বামীগণের মুখপাত্র হইয়া উঠিলেন। বিদেশী পিয়ারসনের খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে এই ক্ষুদ্র রাজ্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি সালভেরিটা সাধারণ-তন্ত্রের মুকুটহীন রাজা হইয়া উঠিলেন। জনসাধারণ ও ভূস্বামীগণ সকলেই নতশিরে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন।

জেমস্ পিয়ারসন কোন্ দেশ হইতে সালভেরিটা রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না; এবং যখন তিনি উক্ত রাজ্য

রণ-তন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন,—তখন তাঁহার অতীত জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে কেহ অনুসন্ধানও করিল না। তাঁহার উদারতা, মহত্ব, সমদর্শিতা ও শাসন শক্তির নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহাদের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দিতা ছিল,—তাঁহারাও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

সভাপতি পিয়ারসন যে দিন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন—সেই দিনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রতিবৎসর সেই তারিখে সালভেরিটা-রাজধানীতে একটি রাজনৈতিক উৎসবের আয়োজন হইত। এরূপ মহোৎসব সে রাজ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। সম্ভ্রান্ত নরনারীগণ মহা উৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিতেন। উৎসবারম্ভের তিন মাস পূর্ব্ব হইতে উৎকৃষ্ট গাউন ও পরিচ্ছদাদির জন্য প্যারিসে ও লণ্ডনে 'অর্ডার' প্রেরিত হইত। নাচের মজলিসে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বসনভূষণে সজ্জিত হইবার আশায় সম্ভ্রান্ত সমাজ জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেন।

ডাক্তার হক্সটন রাইমার নামক একজন ভবঘুরে এই উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে সালভেরিটা রাজধানীতে উপস্থিত হয়। সুচিকিৎসক হইলেও সে ডাক্তারী ছাড়িয়া জুয়াচুরী বাটপাড়ী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার তাহার অদ্ভুত শক্তি ছিল ;—এবং সে এমন কৌশলে চুরী করিত যে, কেহ তাহা ধরিতে পারিত না। সালভেরিটার রাষ্ট্রীয় উৎসবে একটা বড় রকম দাঁও মারিবার আশাতেই সে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে কোনও কৌশলে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র সংগৃহীত করিয়া উৎসবের দিন সায়ংকালে রাজপ্রাসাদে নাচের মজলিসে প্রবেশ করিল।

নাচের মজলিস লতা-পত্রে ও নানাপ্রকার সুগন্ধি কুসুমে সুসজ্জিত হইয়াছিল ; প্রত্যেক বাতায়ন জাতীয় পতাকায় ও পুষ্পমাল্যে

শোভিত, পতাকার পার্শ্বে সর্ব্বজন-সমাদৃত প্রেসিডেন্টের চারুচিত্র সন্নিবিষ্ট। যে শিল্পী মজলিস সাজাইয়া ছিল, তাহার রুচি-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নিমন্ত্রিত নরনারীগণের বিশ্রামের জন্য বহু অর্থব্যয়ে চিরহরিৎ গুল্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ দ্বারা কুঞ্জ রচিত হইয়াছিল। যেন প্রকৃতি দেবী স্বহস্তে এই সকল কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—এমনই সুন্দর নির্ম্মাণ-কৌশল! এই সকল কুঞ্জের মধ্যে বিভিন্ন গুল্মের অন্তরালে সুদৃশ্য কাষ্ঠাসন সংরক্ষিত ছিল; শ্রান্ত প্রেমিক-যুগল নৃত্যের অবসানে সেখানে বসিয়া যাহাতে মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া নিভৃতে গল্প করিতে পারে—তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

নৃত্যের দিন সন্ধ্যার পর রাইমার অন্যের অলক্ষ্যে 'বলরুমে' প্রবেশ করিল। স্পেনীয় ভাষায় তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এবং সে স্পেন দেশীয় লোকের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে সেই বেশে দেখিলে কেহই বলিতে পারিত না যে, সে স্পেন দেশের লোক নহে।

বলরুমে প্রবেশ করিয়া রাইমার একটি স্তম্ভের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিমন্ত্রিত নরনারীগণকে দেখিতে লাগিল।

রাইমার প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ তাহাকে চিনিত না, সুতরাং কেহই তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না; সে-ও কাহারও সহিত আলাপ করিল না। এই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রান্তিবোধ করিলে রাইমার বলরুমের অভ্যন্তরস্থ দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ব্ব-বর্ণিত বিরাম-কুঞ্জে প্রবেশ করিল, এবং একটি গুল্মের অন্তরালে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সেই স্থানে বসিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে

একটি সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া সে মোহিত হইয়া আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। সে মুগ্ধ নেত্রে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবতী সেখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাইমার যে গুল্মের অন্তরালে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। যুবতী চারিদিকে চাহিয়া অষ্ট্রীচ্ পাখীর পালকের একখানি পাখা খুলিয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। পাখাখানি অতি সুন্দর, তাহার শিল্পনৈপুণ্যও অতি বিচিত্র। পাখার হ্যাণ্ডেলটি গজদন্ত নির্ম্মিত; গজদন্তের হ্যাণ্ডেল হীরামুক্তা খচিত।

রাইমার দেখিল যুবতী পাখাখানি নাড়িতে নাড়িতে তাহার হ্যাণ্ডেলের নিম্নপ্রান্তে সন্নিবিষ্ট একটি স্প্রিং টিপিলেন, আর হ্যাণ্ডেলটির প্রান্তস্থিত একখানি ক্ষুদ্র গোলাকার ডালা খুলিয়া গেল! তখন যুবতী এক ছড়া বহুমূল্য হীরক হার তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; অনন্তর অন্য একটি স্প্রিং টিপিবামাত্র সেই হ্যাণ্ডেলের ডালা বন্ধ হইয়া গেল। তখন যুবতী পাখাখানি পূর্ব্ববৎ নাড়িতে নাড়িতে বলরুমের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গুল্মান্তরালে বসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া রাইমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে মনে মনে বলিল, "সুন্দরী, তুমি বড় বুদ্ধিমতী, কিন্তু আমার চোখে ধূলা দিতে পার নাই। তোমার ঐ পাখাখানার উপর আমাকে নজর রাখিতে হইবে। এই গজদন্তের হ্যাণ্ডেলের মধ্যে লক্ষমুদ্রা মূল্যের হীরক-হার লুকানো আছে, কে ইহা অনুমান করিবে? বোধ হয় যুবতী হার ছড়াটি হারাইবার ভয়ে ওখানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হা, হা, বেচারা জানে না—উহার উপর রাইমারের নজর পড়িয়াছে।—কিন্তু কে এ যুবতী? সন্ধান লইতে হইতেছে।"

রাইমার উঠিয়া ধীরে ধীরে বলরুমের দিকে অগ্রসর হইল।

বলরুমে প্রবেশ করিয়া রাইমার পুনর্ব্বার সেই. স্তম্ভের পাশে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি সেই যুবতীর দিকে ; রাইমার বুঝিতে পারিল, যুবতী কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা বা ভগিনী হইবে ; সাধারণ গৃহস্থের গৃহে এমন রূপ দেখা যায় না, এমন বেশভূষাও সম্ভব নহে। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত যুবকগণ দলে দলে যুবতীর চারি পাশে লুব্ধ মধুপের ন্যায় গুঞ্জন করিতে লাগিল। প্রত্যেকের আশা—যুবতী তাহাকে লইয়া নাচিবেন, তাহার জীবন ধন্য হইবে।

নাচ চলিতে লাগিল, যুবতী কোনও যুবকের সহিত নাচিতে সম্মত হইলেন না, একপাশে দাঁড়াইয়া নাচ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে একদফা নাচ হইয়া গেল ; জলযোগের ঘণ্টা পড়িল। পরিশ্রান্ত নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ পানাহারের জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

পানাহারের পর আবার ঘণ্টা পড়িল। পানাহারের পর সকলে বলরুমে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু হঠাৎ একটা গণ্ডগোল বাধিল, পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একজন উচ্চপদস্থ প্রৌঢ় রাজ-কর্ম্মচারী বলরুমে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়া ও মহোদয়গণ ! আমাকে দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে, আমাদের মহাসম্মানিত ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয়ের পত্নী সিনোরা এল্‌ফ্রেডা হঠাৎ তাঁহার মহামূল্য হীরক-হার হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সিনোরা এই রাজ্যের আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষা করায় এই রাজ্যের অধিবাসীগণ বহু সহস্র মুদ্রা চাঁদা তুলিয়া সিনোরার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এই হীরক-হার উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।"

নৃত্য আরম্ভ হইবে কি, এই সংবাদে নিমন্ত্রিত নরনারীগণ সকলেই সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিলেন, কেহ কোনও কথা বলিতে

পারিলেন না। এই সম্ভ্রান্ত মজলিশে খানাতল্লাসীর প্রস্তাব করিতে কাহারও সাহস হইল না, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ সে কথা মুখেও আনিলেন না।

পূর্ব্বোক্ত বক্তা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "যদি কেহ এই হার পড়িয়া পাইয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তাহা সিনোরাকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার ও জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন ; কিন্তু যদি কেহ লোভে পড়িয়া এই হার চুরী করিয়া থাকে, তাহা হইলে সুদক্ষ পুলিশের তাহা জানিতে বাকি থাকিবে না।—সেই ইতর তস্কর তাহার লোভের উপযুক্ত দণ্ড লাভ করিবে।"

সকলেই নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, বিস্ময়ে স্তম্ভিত!

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভ হইল ; ডাক্তার হক্সটন রাই-মার ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিল। চোরের উপর সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিল ; সে স্থির করিল—যেমন করিয়া হউক সেই অপরিচিতা যুবতীর নিকট হইতে গজদন্ত নির্ম্মিত হ্যাণ্ডেল-বিশিষ্ট অষ্ট্রিচ্ পক্ষের পাখাখানি হস্তগত করিতে হইবে।

ডাক্তার রাইমারের চক্ষু উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল ; সে দেখিতে পাইল, পূর্ব্বোক্তা যুবতী পাখাখানি আন্দোলিত করিতে করিতে একজন সম্ভ্রান্ত বেশধারী সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছেন।

রাইমার মনে মনে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এমন দুঃসাহসের কাজ করিয়াও যুবতীর কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই ; যেন সে এই হার-চুরী সম্বন্ধে কিছুই জানে না! চোরের এমন নিঃসঙ্কোচ সপ্রতিভ ভাব আর কখনও দেখি নাই। যুবতী অসাধারণ বুদ্ধিমতী! কিন্তু তোমার ঘটে যতই বুদ্ধি থাক, মেয়ে মানুষ চোর! আমার হাত

ছাড়াইবার শক্তি তোমার নাই, সে হার আমার হস্তগত হইবেই। শুভক্ষণে আজ এই মজলিশে প্রবেশ করিয়াছিলাম।—না, এই যুবতীর সহিত পরিচয় না করিলে চলিতেছে না। চুরীর ব্যবসায়ে যদি আমি উহাকে আমার দলে টানিয়া আনিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীতে আমি অজেয় হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু হার ছড়াটি অগ্রে চাই।"

অনন্তর রাইমার ভোজনের টেবিলে উপবেশন পূর্ব্বক প্রফুল্ল চিত্তে আহার করিল, উৎকৃষ্ট সুরাপানে তাহার স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু যদি সেই যুবতীর পরিচয় তাহার জানা থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত, তাহার এরূপ হর্ষোন্মত্ত হইবার কারণ নাই। সে জানিত না—এই যুবতী তাহাকে একহাটে কিনিয়া আর এক হাটে বিক্রয় করিতে পারে!

পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এই যুবতী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বোম্বেটে সর্দ্দারণী আমেলিয়া কার্টার। জিগ্‌স্ খনির ডিরেক্টর জেমস্ পিয়ারসনের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য আমেলিয়া কার্টার পিয়ারসনের কোনও সম্ভ্রান্ত বন্ধুর জাল পরিচয়-পত্র আনিয়া সালভেরিটা রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

(৫)

আহারান্তে ডাক্তার রাইমার আমেলিয়ার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; কিন্তু আমেলিয়ার নিকট তখন অনেক লোক ছিল বলিয়া সে তাঁহার নিকট অগ্রসর হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে আমেলিয়াকে একাকিনী একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা দেখিয়া রাইমার উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কোমল স্বরে বলিল, "সিনোরিটা (কুমারী সাহেবা) কে বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে, বিরাম-কুঞ্জে কিছুকাল বিশ্রাম করিলে ক্লান্তি দূর হইতে পারে।"

আমেলিয়া সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া রাইমারের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনার বোধ হয় ভুল হইয়াছে, কাহাকে আপনি একথা বলিতেছেন ?"

রাইমার বলিল, "না, আমার ভুল হয় নাই আপনাকেই আমি এ কথা বলিতেছি। অবশ্য আমি স্বীকার করিতেছি—আপনার নামটি আমার স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু আপনি দয়া করিলেই তাহা স্মরণ হইতে পারে।"

আমেলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ব্যবহার শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, কোনও অপরিচিত লোকের নিকট আমি এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি না। আপনি পুনর্ব্বার আমাকে বিরক্ত করিলে আমি অন্যের সাহায্যে আপনাকে এখান হইতে উঠাইয়া দিব।"

রাইমার ক্রোধ গোপন করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আমাকে এখানে ভয় প্রদর্শন করিবার আবশ্যক নাই; আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনার ঐ পাখাখানি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এমন সুন্দর পাখা পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই; তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছি।"

রাইমার তৎক্ষণাৎ আমেলিয়ার পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর হইতে পাখাখানি তুলিয়া লইল। ইহা দেখিয়া আমেলিয়ার চোখ মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই রাইমার পাখাখানি আন্দোলিত করিয়া বলিল, "ইহার শিল্প-নৈপুণ্য কি চমৎকার! পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিস্ নগরে এই প্রকার পাখা প্রস্তুত হইত, তাহাদের দুই একখানি আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি; সেই সকল পাখার শিল্প-নৈপুণ্য দেখি-

য়াই যে বিস্মিত হইতে হয়, এরূপ নহে, তাহা নির্ম্মাণে শিল্পীর অন্য প্রকার বাহাদুরীরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকার পাখার হ্যাণ্ডেলের নিম্নপ্রান্তে একটি গুপ্ত স্প্রিং থাকে, সেই স্প্রিং টিপিলে একটি ক্ষুদ্র ডালা খুলিয়া যায়; ডালার নীচে যে গুপ্ত গহ্বর থাকে তাহাতে গোপনীয় চিঠি-পত্র, প্রণয়ীর লকেট প্রভৃতি অনায়াসে লুকাইয়া রাখা চলে। এমন কি, কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য হীরক হার পর্য্যন্ত সেই গুপ্ত গুহায় লুকাইয়া রাখিলে কেহ তাহার সন্ধান পায় না। আপনার এই পাখা খানিও ভিনিসের পাখা বলিয়া বোধ হইতেছে; যদি সত্যই তাহা হয়, তাহা হইলে ইহার হ্যাণ্ডেলের মধ্যেও গুপ্ত গহ্বর আছে।—আছে কি না আপনি কি কোনও দিন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই?"

আমেলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে রাইমারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

রাইমার বলিল, "সে কথা আপনাকে বলিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনাকে বড়ই পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে, বিরাম-কুঞ্জে কিছুকাল বিশ্রাম করিলেই আপনি সুস্থ হইবেন।"

রাইমারের স্বরে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের আভাস ছিল, বিশেষতঃ পাখাখানি তখন পর্য্যন্ত তাহার হাতেই ছিল। আমেলিয়া ভয় কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, কিন্তু এই অপরিচিত ভদ্রলোকের ব্যবহার তাঁহার নিকট কেমন রহস্যপূর্ণ বোধ হইল। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন "লোকটা কি হার-চুরীর সন্ধান পাইয়াছে?—এ পুলিশের গোয়েন্দা না কি! না কোনও ছদ্মবেশী তস্কর, চুরীর উপর বাটপাড়ী করিতে আসিয়াছে?—লোকটা

যে-ই হউক, উহার সহিত এখন অশিষ্ট ব্যবহার করা হইবে না, তাহাতে গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। দেখি উহার উদ্দেশ্য কি ?"

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমেলিয়া মৃদু হাস্যে ওষ্ঠ সুরঞ্জিত করিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সত্যই আমি ক্লান্ত হইয়াছি, আপনার অনুরোধ রক্ষায় আমার বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু অগ্রে আমার পাখাখানি দিন।"

রাইমার বলিল, "আপনার পাখা আপনি লইবেন এ আর অধিক কথা কি ? কিন্তু এ বড় সুন্দর পাখা, আমার হাতে খানিক ক্ষণ থাকিলে ক্ষতি কি ? চলুন, আমি ইহা লইয়াই আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

আমেলিয়া নিষ্ফল ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিলেন, তাহার পর নেপথ্যবর্ত্তী নির্জ্জন বিরাম-কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন, রাইমার পাখাখানি হাতে লইয়া তাঁহার পাশে পাশে চলিল।

আমেলিয়া বিরাম-কুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক তাল-জাতীয় গুল্মের অন্তরালস্থিত একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে, রাইমার তাঁহার অদূরে আর একখানি চেয়ারে বসিল; তাহার পর আমেলিয়াকে নিম্ন স্বরে বলিল, "এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করিতে পারি। পাখা সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিতেছিলাম, প্রথমে কি সেই কথাই তুলিব ?"

আমেলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ আলোচনা বন্ধ রাখিলে কোনও ক্ষতি নাই, বিষয়টা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আপনি নিশ্চয় কোনও গুপ্ত অভিসন্ধিতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ; আপনার কি অভিপ্রায়, অগ্রে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।"

রাইমার বলিল, "উত্তম তাহাই হউক, কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত আপনার নাম জানিতে পারি নাই।"

আমেলিয়া বলিলেন, "আমার নাম জানিবার জন্য আপনি এত ব্যস্ত কেন? আমার নাম জানিয়া আপনার কোনও লাভ নাই, দরকার মনে হইলে পরে আপনাকে আমার নাম বলিব; অগ্রে বলুন, আপনি কোন্ কথা বলিবার জন্য আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিলেন।"

রাইমার বলিল, "সর্ব্বাগ্রে আপনাকে একটি ছোট গল্প বলিব, দয়া করিয়া আমার গল্পটা শুনুন, তাহাতে আপনার অধিক সময় নষ্ট হইবে না।"

আমেলিয়া বলিলেন, "আমি এখানে অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না। আপনার উদ্দেশ্য কি তাহাই বলুন, আমার গল্প শুনিবার আগ্রহ নাই।"

রাইমার বলিল, "আমার গল্পেই আমার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে।"

আমেলিয়া বলিলেন, "আপনার কথাগুলি হেঁয়ালীর মত; ভাল, আপনি সঙ্ক্ষেপে আপনার গল্পটা শেষ করুন।"

রাইমার আমেলিয়ার মুখের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া নিম্ন স্বরে বলিতে লাগিল, "আমার গল্পের নায়ক এক সময় বড় দরিদ্র ছিল, দরিদ্র হইলেও তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না; কিন্তু দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ জীবনে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারও সে আশা ছিল না। লোকটি অসাধারণ চতুর; প্রকৃত পক্ষে তেমন চতুর লোক পৃথিবীতে একজনের অধিক আছে বলিয়া বোধ হয় না, কেবল একজন মাত্র তাহাকে চাতুর্য্যে পরাজিত করিতে পারিত। সেই ব্যক্তি ইউ-

রোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ;—যাহা হউক, আমার বিশ্বাস এমন একদিন আসিবে যে দিন সেই চতুর দরিদ্র সেই চতুর ডিটেক্‌টিভকেও রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিবে।"

আমেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের নাম আপনি জানেন কি ?"

রাইমার বলিল, "তাহার নাম রবার্ট ব্লেক, আপনি বোধ হয় তাহার নাম শুনেন নাই ?"

আমেলিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইলেন। একখানি বৃটীশ সদাগরী জাহাজ লুণ্ঠনের অভিযোগে মিঃ ব্লেক আমেলিয়াকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, আমেলিয়া তাহা জানিতেন ; মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল। কিন্তু তিনি রাইমারের নিকট সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেন না।

রাইমার তাঁহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "বলিয়াছি আমার গল্পের শুন্নামক দরিদ্র হইলেও বড়ই চতুর, সে কৌশলে অনেকের বহু সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিল ; কিন্তু রবার্ট ব্লেকের তাড়ায় বিব্রত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিল, এবং সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ; কিন্তু সেখানে শীঘ্র অর্থাগমের কোনও সুযোগ ঘটিল না। যাহা হউক, তাহার সৌভাগ্য-ক্রমে এক দিন সে কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে নাচের মজলিশে কৌশলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। সেখানে সে এইরূপ একটি বিরাম-কুঞ্জে একটি চিরহরিৎ গুল্মের অন্তরালে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কিছু দূরে একটি পরমাসুন্দরী যুবতীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। সেই যুবতীর হাতে এইরূপ অষ্ট্রিচ্-পালকের একখানি পাখা ছিল ; তাহার হ্যাণ্ডেলটিও এইরূপ কারুকার্য্য খচিত, গজদন্তে নির্ম্মিত।

যুবতী এদিকে-ওদিকে চাহিয়া পাখার হ্যাণ্ডেলের প্রান্তস্থিত একটি স্প্রিং টিপিলেন, আর তৎক্ষণাৎ হ্যাণ্ডেল-মধ্যস্থিত গুপ্ত আধারের ডালা খুলিয়া গেল ; তখন যুবতী সেই গুপ্ত আধারে একছড়া মহামূল্য হীরক হার লুকাইয়া রাখিয়া তাহার ডালা বন্ধ করিলেন। এ কাণ্ড চক্ষুর নিমিষে ঘটিল। যুবতী তাহার পর পাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে নাচের মজলিশে প্রবেশ করিলেন। যুবক যে লুকাইয়া এই কাণ্ড দেখিয়াছে,—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

"যুবকটি প্রথমে মনে করিয়াছিল, এই হীরক-হার যুবতীর নিজস্ব সম্পত্তি, লোকের ভীড়ে খোয়া যাইবার ভয়ে তিনি তাহা পাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। যুবক আর্থিক অসচ্ছলতায় এতই কষ্ট পাইতেছিল যে, সেই হীরক-হারটি কোনও কৌশলে আত্মসাৎ করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং কি কৌশলে তাহা হস্তগত করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল ; সে যুবতীর গতি-বিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল,—ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল।

"সেই নাচের মজলিসে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও সম্ভ্রান্ত রাজ-কর্ম্মচারীর পত্নীও ছিলেন, তাঁহার মহামূল্য হীরক-হার গোলমালে হারাইয়া গিয়াছে, এইরূপ একটা কথা যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। যুবক তখন বুঝিতে পারিল, উক্ত যুবতীই সেই হার চুরী করিয়া এই ভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, বিস্তর অনুসন্ধানেও সেই হার পাওয়া গেল না, অগত্যা পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু পুলিশ যে সেই যুবতীকে সন্দেহ করিবে, বা হারের সন্ধান পাইবে, যুবক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

"যুবতীর অদ্ভুত কৌশল ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যের পরিচয় পাইয়া সেই

যুবক অতঃপর চোরের উপর বাটপাড়ী করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। সে মনে করিল যদি সে অর্থোপার্জ্জনে এই বুদ্ধিমতী যুবতীর সহায়তা লাভ করিতে পারে, যুবতী যদি তাহার সহিত যোগ দান করিয়া এই লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন,—তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বহু অর্থ উভয়ের হস্তগত হইতে পারে; পুলিশের সাধ্য নাই তাহাদিগকে ধরে। যুবক এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যুবতীকে এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল।—এখন আপনি বলুন দেখি যুবতী তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন?"

আমেলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রাইমারের এই সুকৌশলপূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আপনার গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার কাছে এই অবান্তর কথা উত্থাপিত করিলেন—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাইমার তৎক্ষণাৎ পাখাখানির হ্যাণ্ডেলের স্প্রিং টিপিল, তাহার ডালা খুলিবামাত্র অপহৃত হীরক-হারের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল। তখন রাইমার মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যুবতী কৌশলে সেই হার আত্মসাৎ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে অতি সাবধানে অসম্ভব স্থানে লুকাইয়া রাখিলেও, পাখাসমেত হারগাছটি সেই চতুর যুবকের হস্তগত হইয়াছিল। যুবতী কোন উপায়ে যে সেই চতুর যুবকের কবল হইতে হারগাছটী উদ্ধার করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না; এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিলেই তাঁহার বিপদ,—তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু যুবক হারছড়াটী তাঁহাকে ফেরত দিতে সম্মত ছিল, সে প্রার্থনা করিয়াছিল, এইরূপ লাভজনক ব্যবসায়ে যুবতী তাহার সহকারিতায় প্রবৃত্ত হউন। সম্ভ্রান্ত সমাজে যুবতী সুপরিচিতা, সর্ব্বত্রই তাঁহার

অব্যাহত গতি, সুতরাং তিনি যেমন উপার্জ্জনের সুযোগ পাইবেন, অন্যে সেরূপ পাইবে না।"

আমেলিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে রাইমারের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন,"যুবতী যদি সাধারণ রমণী হইত,তাহা হইলে সে এই যুবকের হাতে ধরা পড়িয়া বিহ্বল হইত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া হারছড়াটির আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু যুবতী সেই যুবকের মত শত শত চতুর যুবককে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ইচ্ছামত পরিচালিত করিত, এখনও করিয়া থাকে।—শীঘ্র আমার পাখা দাও,—নতুবা এখনই তোমার মৃত দেহ ভূমিতলে লুটাইবে, জানিও।"—আমেলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পকেট হইতে টোটাভরা একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিয়া রাইমারের ললাটে তাহা উদ্যত করিলেন।

রাইমার মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসংবরণে সমর্থ হইল, হাসিয়া বলিল, "সুন্দরী, আমাকে ভয় প্রদর্শন বৃথা! আপনি আমাকে গুলি করিতে সাহস করিবেন না, আপনার পিস্তলের শব্দ হইলেই নাচ-ঘর হইতে অনেকে এখানে ছুটিয়া আসিবে। নরহত্যা করিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরীরও কঠোর রাজদণ্ড হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই। হারের মূল্য অপেক্ষা আপনার জীবনের মূল্য অনেক অধিক।"

আমেলিয়া বলিলেন, "মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইও না, আমি তোমাকে বৃথা ভয় প্রদর্শন করি নাই। আমার এই পিস্তলের টোটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত। এই টোটায় যে বারুদ আছে তাহা নির্ধূম; পিস্তল আওয়াজ করিলে যে শব্দ হইবে, তাহা দুই হাত দূরের লোকেরও কর্ণে প্রবেশ করিবে না।—শীঘ্র আমার পাখা দাও।"

রাইমার বলিল, "সিনোরিটা, আপনি বড়ই চতুরা, আমি পূর্ব্বে আপনার বুদ্ধির পরিমাণ করিতে পারি নাই। আমি আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম, আপনার পাখা আপনি লউন।"

আমেলিয়া পিস্তলটি পকেটে পুরিয়া পাখাখানি তুলিয়া লইলেন, তাহার পর মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমিও তোমাকে একটি গল্প বলিতেছি, আশা করি গল্পের তাৎপর্য্য বুঝিতে তোমার কষ্ট হইবে না।—আমার গল্পের নায়িকা কেবল সুন্দরী নহেন, অসাধারণ বুদ্ধিমতী, সম্ভ্রান্ত সমাজের সর্ব্বত্র তাঁহার অব্যাহত গতি। তিনি একটি নূতন দেশে গিয়া একটি বলের মজলিসে উপস্থিত হন; কিন্তু সে দেশে তিনি বাস করেন না; সেই রাজ্যের রাজধানীর বন্দরে তাঁহার নিজের যে জাহাজ আছে সেই জাহাজে তিনি বাস করেন। বলের মজলিসে এক চতুর যুবক গোপনে থাকিয়া যুবতীর কোনও একটি কাজ দেখিতে পায়। যুবক মনে করিয়াছিল—সে সহজেই যুবতীকে বশীভূত করিতে পারিবে, তাহার অভিষ্ট সাধনে বিলম্ব হইবে না,—কিন্তু ইহা যুবকের ভ্রম মাত্র; সে পূর্ব্বে যুবতীর শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পায় নাই বলিয়াই তাহার এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল। যাহা হউক, যুবতী সেই চতুর যুবককে বুদ্ধি-কৌশলে পরাজিত করিয়া তাহাকে হতভম্ব করেন। কিন্তু যুবকটিকে তিনি তাঁহার নিজের দলভুক্ত করিয়া লইতে সম্মত আছেন; অর্থোপার্জ্জনে সে লাভের যথাযোগ্য অংশ পাইবে, কিন্তু তাহাকে কয়েকটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে যুবতীর প্রস্তাবে সম্মত না হইলে যুবক কোনও বিষয়ে তাঁহার সাহায্য পাইবে না।"

রাইমার বলিল, "গল্পটি বড়ই মনোরম, সুতরাং যুবতী সেই হতভম্ব যুবকের নিকট কি প্রস্তাব করিলেন, তাহা আমার জানিবার আগ্রহ হইয়াছে।"

আমেলিয়া বলিলেন, "যুবতীর প্রস্তাব এই যে, সেই যুবককে সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার একজন সুচতুর কর্ম্মঠ সহকারীর প্রয়োজন আছে; কি বুদ্ধিমত্তায়, কি সাহসে ও কার্য্য-নৈপুণ্যে, কি নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তিতে—সকল বিষয়েই সে তাঁহার সমকক্ষ হইলেও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তাহাকে নতশিরে মানিয়া চলিতে হইবে। তোমার গল্পে রবার্ট ব্লেক নামক এক বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের প্রসঙ্গ আছে, আমার গল্পের নায়িকাও এই ডিটেক্‌টিভকে শত্রু মনে করেন। রবার্ট ব্লেক একাধিক বার তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কেবল তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলেই সে তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই। এই গোয়েন্দা-প্রবরের সহিত আমার গল্পের নায়িকার একবার সাক্ষাৎ-ও হইয়াছিল; আমার গল্পের নায়িকা তাহার বুদ্ধিকৌশলে, ছদ্মবেশ ধারণের নিপুণতায় ও কার্য্যপটুতায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে গোয়েন্দাগিরি ছাড়িয়া তাঁহার দলভুক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রবার্ট ব্লেক অবজ্ঞার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিল, বলিয়াছিল—গোয়েন্দাগিরিই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; বিপন্নের বিপন্নিবারণই তাহার জীবনের ব্রত। আর আমার গল্পের নায়িকার ব্রত দুষ্টের দমন, দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ, প্রবলের শক্তির বিলোপ-সাধন, অত্যাচারীর নিগ্রহ।—আমার গল্পের নায়িকার প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার সহায়তাপ্রার্থী যুবক কি উত্তর দিয়াছিল, অনুমান করিতে পার?"

রাইমার বলিল, "সে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে ভালই করিয়াছিল; কিন্তু আমার গল্পটা ক্রমে লম্বা হইয়া উঠিতেছে, এখন উহা শেষ করিলে ক্ষতি নাই।"

রাইমার বলিল, "হাঁ, শেষ করিতে পারেন।"

আমেলিয়া বলিলেন, "উত্তম।—যুবক আমার গল্পের নায়িকার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি তাহাকে তাঁহার জাহাজে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন; স্থির হইল, সে পর দিন বেলা দশটার সময় তাঁহার জাহাজে উপস্থিত হইবে। আমার গল্পের নায়িকা একটি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তাহার সাফল্যে সমগ্র আমেরিকায় ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা;—ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভগণ সেই রহস্যভেদের চেষ্টায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবে। কিন্তু সেই বিপুল রহস্য ভেদ করা গোয়েন্দা নামক জীবের সাধ্যাতীত। যুবক এই গুরুতর কার্য্যে কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিবে—জাহাজে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, এইরূপ কথা ছিল।"

রাইমার বলিল, "আমার বিশ্বাস যুবক হৃষ্টচিত্তে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আপনার গল্পের নায়িকা যে কোনও দুরভিসন্ধিতে তাহাকে তাঁহার জাহাজে নিমন্ত্রণ করেন নাই, ইহা সে কিরূপে বুঝিল?"

আমেলিয়া বলিলেন, "আমার গল্পের নায়িকার উপর তাহার এতটুকু বিশ্বাস না থাকিলে সেই যুবক কিরূপে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নতশিরে মানিয়া চলিবে? যাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার উপর নির্ভর করিতেই হইবে।—যাহা হউক, আমার গল্পের নায়িকা তাহাকে বলিয়াছিল—তাঁহার কথা অবিশ্বাস হইলে সে অনায়াসে রবার্ট ব্লেককে

এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। রবার্ট ব্লেক এই যুবতীকে মহাশত্রু মনে করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করেন না। যুবতী দুর্ব্বলের নিগ্রহপরায়ণ অত্যাচারী সম্ভ্রান্ত সমাজের শত্রু হইতে পারেন, কিন্তু তিনি মিথ্যাকথা বলেন না, ব্লেক এ কথা জানেন, এবং সম্ভবতঃ এ কথা অস্বীকার করেন না।"

রাইমার বলিল, "সেই যুবক বোধ হয় রবার্ট ব্লেকের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই আপনার নায়িকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।—যুবতীর কথা শুনিয়াই সকল সন্দেহ দূর হয়।"

আমেলিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বল তোমার নাম কি?"

রাইমার বলিল, "এ অধীনের নাম ডাক্তার হক্‌ষ্টন রাইমার।"

আমেলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তোমারই নাম ডাক্তার রাইমার? ও—তুমি বিখ্যাত লোক, আমি শুনিয়াছি তুমি একাধিক বার লণ্ডনের জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিলে, কত বার রবার্ট ব্লেকের বিপুল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছ! তুমি অসাধারণ ব্যক্তি।"

রাইমার বলিল, "আমার নাম আপনার অপরিচিত নহে, ইহা আমি গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি।"

আমেলিয়া বলিলেন, "আশা করি তুমি ভবিষ্যতেও তোমার নামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে; এখন আর কোনও কথা নয়, আমি বড় শ্রান্ত হইয়াছি। তুমি কাল সকালে বন্দরে গিয়া যে সাদা জাহাজখানি দেখিবে, তাহাতে উঠিয়া মিস্ আমেলিয়া কার্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবে, তাহা হইলেই আমার দেখা পাইবে।"

রাইমার এ কথা শুনিয়া মুহূর্ত্ত কাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আপনিই বিখ্যাত রূপসী বোম্বেটে আমেলিয়া

কার্টার? আমি আপনার সঙ্গে চালাকি করিতে গিয়াছিলাম! অধমের গোস্তাকি মাফ্ করুন।—আজ সত্যই মণি-কাঞ্চন যোগ!"

রাইমার মজলিস পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া ভাবিল, "এবার আর আমার সৌভাগ্যের পথ কে রোধ করে? আজ আমার এক দিন!"

পর দিন প্রভাতে ডাক্তার রাইমার অনেক টাকা ব্যয় করিয়া একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিল। সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সে বেলা দশটার কিছু পূর্ব্বেই বন্দরে আসিল। সেখানে সে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমেলিয়ার জাহাজের দিকে চলিল।

রাইমারের পরিচ্ছদ আগা-গোড়া সাদা। ক্যাম্বিসের জুতা হইতে মাথার হ্যাট পর্য্যন্ত সমস্তই সাদা। তাহার পকেটে সোনার ঘড়ি চেন, অঙ্গুলীতে মূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয়, সার্টের বোতামগুলি হীরক-খচিত;—সমস্তই চোরা মাল!

রাইমারের নৌকা আমেলিয়ার জাহাজে ভিড়িলে সে নিগ্রো মাঝিকে সহর্ষে দ্বিগুণ ভাড়া ফেলিয়া দিয়া জাহাজে উঠিল। আমেলিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীদের পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন; রাইমার অবিলম্বে আমেলিয়ার সম্মুখে নীত হইল।

আমেলিয়া তখন ডেকের উপর একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়াছিলেন; তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র। উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি সমুদ্রবক্ষঃ-প্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-হিল্লোলের মত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হিল্লোলিত হইতেছিল।

আমেলিয়া রাইমারের করস্পর্শ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ। ঐ চেয়ারখান টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়। তোমার নৌকা বিদায় করিয়া দিয়াছ কি?"

রাইমার বলিল, "হাঁ, কর্ত্রী।"—সে প্রথমেই তাঁহাকে কর্ত্রী

বলিয়া সম্বোধন করিল। সে বুঝিয়াছিল এখন তাহার জীবনের শুভাশুভ আমেলিয়ার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমেলিয়া বলিলেন, "তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমার যে সকল কথা আছে তাহা এখানেই বলি শোন; আমার কথা শেষ হইলে আমার মামা ও দলের অন্যান্য লোকের সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিব।"

রাইমার বলিল, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। আপনার কি বলিবার আছে বলুন, আমি শুনি। আশা করি আমার ধূমপানে আপনার আপত্তি নাই।"

আমেলিয়া বলিলেন, "আপত্তি কি?—তুমি আমার সিগারেট পরীক্ষা করিতে পার।"

আমেরিয়া তাঁহার কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর 'সিগারেট কেশ'টি সহাস্যে রাইমারের দিকে প্রসারিত করিলেন। রাইমার একটি সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিল।

তখন নাবিকেরা জাহাজের অন্য দিকে কাজ করিতেছিল, নিকটে অন্য কেহ ছিল না। আকাশ সুনীল, রবিকর-প্রদীপ্ত সমুদ্র-জল যেন হিরণ-কিরণে অনুরঞ্জিত, অব্যাহত সমীরণ-প্রবাহ শুভ্র ক্যাম্বিসের পর্দা কম্পিত করিতেছিল। দূরে দূরে ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলিয়া লীলাভঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নাচিতেছিল। জাহাজের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাইমার আমেলিয়ার বিপুল বিভবের পরিচয় পাইল। সে দরিদ্রের সন্তান, ঐশ্বর্য্যের জন্য তাহার হৃদয় চিরদিন লালায়িত, আমেলিয়ার সাহায্যে এক দিন সে এইরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিবে,—এই উদ্দাম কল্পনায় তাহার হৃদয়ও সমুদ্রতরঙ্গান্দোলিত তরণীগুলির ন্যায় উদ্বেলিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে

ভাবিল, রবার্ট ব্লেক কতবার তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে; এই অসীম শক্তিশালিনী মহিমময়ী নারীর আশ্রয়ে থাকিতে আর তাহার ভয় কি ?—রবার্ট ব্লেক আর তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার ভাগ্য-দেবতা অদৃশ্য থাকিয়া হাসিতেছিলেন। অতীতের ন্যায় অদূর ভবিষ্যতেও যদি তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে আমেলিয়ার সহযোগিতায় সম্মত হইত কি না সন্দেহ।

দস্যু যদি চিরসুখী হইত, তাহা হইলে ভগবানের সৃষ্টি ব্যর্থ হইত।

আমেলিয়া সিগারেট টানিয়া বলিলেন, "মিঃ রাইমার, এই সাল-ভেরিটা রাজ্য-সম্বন্ধে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে কি ?"

রাইমার বলিল, "না, আমি এখানে কয়েক দিন মাত্র আসিয়াছি, এ দেশ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই ; কিন্তু পোর্টো কষ্টা বন্দর আমার সুপরিচিত। সেখানকার অলি-গলি সমস্তই আমি চিনিয়া ফেলিয়াছি। এখানে আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, কৌশলে এখানকার নাচের মজলিশে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

আমেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন সম্বন্ধে কোনও কথা জান ?"

রাইমার বলিল, "এখানে আসিয়া তাহার সম্বন্ধে যে দুই চারিটী কথা শুনিয়াছি—তাহার অধিক কিছুই জানি না।"

আমেলিয়া বলিলেন, "এখানকার গবর্মেণ্টের ভিতরের খবর কিছু রাখ ?"

রাইমার বলিল, "হাঁ, কিছু কিছু রাখি বৈ কি ?"

আমেলিয়া বলিলেন, "গবর্মেণ্টের ভিতরের কি খবর জানিতে পারিয়াছ ? তাহা বলিতে আপত্তি আছে কি ?"

রাইমার বলিল, "না, কোনও আপত্তি নাই। ছোট-খাট খবর বলিয়া কোনও লাভ নাই, তবে একটা বড় খবর আছে বটে। এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়। সেইজন্য লণ্ডনে দুই কোটী টাকা কর্জ্জ লইবার প্রস্তাব চলিতেছে। শুনিয়াছি পঞ্চাশ বৎসরে শুল্ক বিভাগে যে আয় হইবে, তাহাই দিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে। যাহারা ঋণ দিবে তাহারা প্রস্তাব করিয়াছে—শুল্ক বিভাগের কার্য্য তাহাদের নিজের লোক দ্বারা পরিচালিত করিতে হইবে।"

আমেলিয়া বলিলেন, "এই দুই কোটী টাকার একটা মোটা বখ্রা পাইতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

রাইমার হর্ষ-বিগলিত স্বরে বলিল, "আপত্তি? যদি এই টাকাগুলা মারিতে পারা যায় – তবে সে জন্য আমি মাথা দিতেও রাজী আছি।"

আমেলিয়া বলিলেন, "কাজটা কঠিন বটে, কিন্তু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? মাথা না দিয়াও কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।"

রাইমার বলিল, "আপনি কি সত্যই এজন্য চেষ্টা করিবেন?"

আমেলিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছি?"

রাইমার বলিল, "এ সকল কাজে আমার খুব উৎসাহ, মাথাও এক রকম খেলে। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

আমেলিয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় জান না আগামী মাসের প্রথম দিনে এই টাকা লণ্ডন হইতে এখানে প্রেরিত হইবে।"

রাইমার বলিল, "না, আমি তাহা জানিতাম না।"

আমেলিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঐ দিন টাকা প্রেরিত হইবে বটে, কিন্তু এখানকার গবর্মেণ্টের ধনাগারের নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং এ টাকা ধনাগারের রাখা হইবে না ইহা নিশ্চয়।"

রাইমার বলিল, "কোথায় রাখা হইবে কে জানে?"

আমেলিয়া বলিলেন, "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি' এই দুই কোটী টাকার স্বর্ণ-মুদ্রা একখানি স্বতন্ত্র ষ্টীমারে এখানে আসিতেছে; আগামী মাসের ১৫ই, কি ১৬ই তারিখে সেই ষ্টীমার এখানকার বন্দরে পৌঁছিবে; ১৭ই তারিখের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবে। আমি সন্ধান লইয়া ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, যত দিন গবর্মেণ্টের ধনাগারের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ না হয়, তত দিন স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রাসাদেই থাকিবে। প্রাসাদের অন্য কোনও কক্ষে রাখিলে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন সকল সময় তাহার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিবে না ভাবিয়া সে আদেশ করিয়াছে—তাহার শয়ন কক্ষের পার্শ্বের কক্ষে সুদৃঢ় লোহার সিন্দুকে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি রাখিতে হইবে। আর দশ জন অস্ত্রধারী প্রহরী দিবারাত্রি এই টাকার পাহারায় থাকিবে।

"এখন কথা এই যে, সালভেরিটার গবর্মেণ্ট এই অর্থ যে-ভাবে খরচ করিবে, আমাদের হস্তে তাহার অধিকতর সদ্ব্যবহার হইতে পারে! সুতরাং যেমন করিয়া হউক, উহা আমাদিগকে হস্তগত করিতেই হইবে।"

রাইমার বলিল, "কম টাকা ত নয়; দুই কোটী টাকা! এত টাকা যে সামাল দেওয়াই কঠিন হইবে। আর এ বিপুল অর্থ সরাইবারই বা উপায় কি?"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি প্রথমেই যে ভড়কাইয়া যাইতেছ? আমার সকল কথা শুনিলে কাজটা অসম্ভব মনে হইবে না। এই বিপুল অর্থ অপহরণ করিবার শক্তি আমার নাই এরূপ মনে করিও না, এরূপ কঠিন কার্য্যেও আমি এই নূতন হস্তক্ষেপণ করিতেছি না; এমন দুষ্কর কর্ম্মে ইতিপূর্ব্বেও আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি

এমন্ কৌশলে টাকাগুলি সরাইতে চাই, যেন কেহই আমাদের কার্য্যের কোনও প্রমাণ না পায়। আমাকে ত সন্দেহ করিতে পারিবেই না; তোমার উপরেও পুলিশের সন্দেহ হইবে না।"

রাইমার হাসিয়া বলিল, "পুলিশ সন্দেহ করিতে পারিলে আর বাহাদুরী কি?"

আমেলিয়া বলিলেন, "এখন কি করিতে হইবে শোন। আমি কেবল টাকাগুলি সরাইয়াই ক্ষান্ত হইব না; টাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকেও আমি ধরিয়া লইয়া যাইতে চাই। টাকার সঙ্গে যদি প্রেসিডেণ্টকে পর্য্যন্ত সরাইতে পারা যায়,—তাহা হইলে, সকলেই মনে করিবে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন টাকাগুলি চুরি করিয়া ফেরার হইয়াছে। তখন গবর্মেণ্ট প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সন্ধানেই ব্যস্ত হইবে, আমাদের দিকে তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে না। কিন্তু কেবল এইজন্যই যে আমি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে চুরী করিতে উদ্যত হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না; টাকাগুলিতে আমার যেমন দরকার, তাহাকেও ঠিক সেই রকম দরকার। প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের উপর আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে; তাহাকে কীটের ন্যায় পদদলিত করিতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না।"

রাইমার বলিল, "আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য! আমি যতই আপনার সাহস ও বুদ্ধি-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইতেছি, ততই আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের উপর আপনার আক্রোশের কারণ জানিতে পারি কি?"

আমেলিয়া বলিলেন, "এ কথা তোমার জানিবার কোনও আবশ্যক নাই। আগামী কল্য আমরা এই বন্দর পরিত্যাগ করিব, এবং টাকাগুলি যত দিন এখানে না আসে, তত দিন কিছু দূরে থাকিব। আমার

মামা আমার ধনাধ্যক্ষ; তোমার যখন যত টাকার আবশ্যক, তাঁহার নিকট চাহিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিবেন। আজ বৈকালে আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের লইয়া এক বৈঠক করিব; তুমি আমাদের 'বোম্বেটে সমিতি'র সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে। আশা করি, তোমা দ্বারা কোনও দিন এই পদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না, বা কোনও দিন কোনও কারণে তুমি আমার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিবে না।"

রাইমার বলিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি সপথ করিয়া বলিতেছি বিপদে সম্পদে চিরদিন আপনার অনুগত হইয়া থাকিব; কখনও কোনও কারণে আপনার ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিব না।"

আমেলিয়া বলিলেন, "আমার কথা শেষ হইয়াছে; তুমি জাহাজেই থাক, আমি তোমার বাসের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব।—অপরাহ্নে আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এখন বিদায়।"

আমেলিয়া উঠিয়া তাঁহার সেলুনে প্রবেশ করিলেন।—রাইমারও গাত্রোত্থান করিল।

আমেলিয়ার জাহাজ পরদিন প্রত্যূষে পোর্টো কষ্টার বন্দর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্রপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের সুনীল জলে ভাসিয়া চলিল।

রূপসী বোম্বেটে

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

— ঃ*ঃ —

ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত দুই কোটী টাকার স্বর্ণ-মুদ্রা যথাসময়ে সুবিখ্যাত 'আট্‌লান্টিক লাইনার' কোম্পানীর জাহাজে সাল্‌ভেরিটা রাজধানীর বন্দরে উপস্থিত হইল। প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন এক মহাদুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন সেক্রেটারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কোর্টেজ, প্রহরীদের জানাইবে তাহারা যেন বন্দরে টাকা আনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। টাকা আসিলে তুমি তাহার উপযুক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করিবে।"

সেক্রেটারী কোর্টেজ প্রস্থান করিলেন। পিয়ারসন চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এত দিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দুই কোটী টাকা এ সময়ে না পাইলে যে কি রকম বিব্রত হইতাম, তা বলা যায় না। সৈন্যগণ ছয় মাস বেতন পায় নাই, প্রাপ্য বেতনের জন্য তাহারা অত্যন্ত

পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে; কামান বন্দুকগুলিও পুরাতন হইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই কিছু নূতন অস্ত্র আমদানি করিতে হইবে। সাণ্টা-রোজা পর্য্যন্ত রেলের লাইনটুকু খুলিতে না পারিলে চলিতেছে না; আর প্রাসাদের কোন্ কোন অংশের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনও নিতান্ত আবশ্যক। এইবার আমাকেও কিছু সম্বল করিয়া লইতে হইবে; দুই কোটী টাকা এক সঙ্গে কখনও হাতে আসে নাই।"

বস্তুতঃ এতগুলি টাকা হস্তগত হওয়ায় প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের মনে আনন্দ-সঞ্চারের যথেষ্টই কারণ ছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি একাকী সালভেরিটায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি তেমন ধনবান ছিলেন না, কাহারও সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয়ও ছিল না। তাহার পর এই পাঁচ বৎসরে তাঁহার কি পরিবর্ত্তন! এখন তিনি সালভেরিটার নির্ব্বাচিত নরপতি; প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য-নিয়ন্তা! প্রজা-বিপ্লবে তিনি ভূস্বামীগণের পক্ষে যোগদান না করিলে, এত শীঘ্র তিনি রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিতেন না। এখন ধন মান, যশ, প্রভুত্ব সকলই তিনি লাভ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার একটা সোনার খনির ডাইরেক্টর আজ সালভেরিটা রাজ্যের অধিনায়ক। অদ্ভুত ভাগ্য!

সালভেরিটা রাজ্যের সৈন্যগণই তাঁহার প্রধান সহায়। তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে বহু চেষ্টায় সৈন্যগণকে তাঁহার পক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন।—সেনাপতির মৃত্যুর পর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তিনিই প্রধান সেনানায়কের পদ লাভ করেন;—সেই পদ হইতে প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই।

'জিগ্‌স' খনির মালেকান স্বত্ব কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া মিসেস্ কার্টারের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা প্রচুর স্বর্ণ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু 'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়', এ কথা মিথ্যা নহে। পিয়ারসন

ঘোড়-দৌড়ের বাজীতে ও জুয়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সেই অঞ্চল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেলবোর্ণ সহরে পলায়ন করেন এবং 'পিটারসন' এই ছদ্মনামে এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন ; তিনি সেখানেও কিছু 'দাঁও' মারিয়াছিলেন। পরে সেই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হওয়ায় তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে, তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তখন হাতে যে কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা লইয়া তিনি প্রাণভয়ে গোপনে দেশান্তরে পলায়ন করিলেন ; নিরুদ্দিষ্ট 'পিটারসনের' কেহ সন্ধান পাইল না।

কিছু কাল অজ্ঞাতবাসের পর পিয়ারসন হঠাৎ সাল্‌ভেরিটা রাজ্যে পদার্পণ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় ক্রমে তিনি কিরূপে রাজ্যের প্রধান নায়কের পদ লাভ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সালভেরিটায় পিয়ারসন যে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল মেন্‌ডোজার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় জেনারেল মেন্‌ডোজা লণ্ডনে সাল্‌ভেরিটা রাজ্যের রাজদূতের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। জেনারেল মেন্‌ডোজার একটি পরমাসুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল ; সকলেই শুনিয়াছিল জেনা[illegible] ক্ষে মেন্‌ডোজা প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের হস্তে কন্যা-রত্ন সম্প্রদান ক[illegible] ই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর করিবেন। প্রেসিডেণ্ট পিয়া[illegible]পরীক্ষা এই যুবতীকে ভাল বাসিয়াছিলেন ; যুবতী যেমন রূপবতী, তাঁ[illegible]ল শুভ্র পিতার সেইরূপ অগাধ সম্পত্তি। জেনারেল মেন্‌ডোজার [illegible]য় রক্ষী সন্তানাদি ছিল না ; তাঁহার যে সম্পত্তি ছিল, তাহার মূল্য পাঁচ [illegible]ন মুদ্রা। জেনারেল মেন্‌ডোজার মৃত্যুর পর এই বিপুল অর্থ তাঁ[illegible] জামাতার হস্তগত হইবে, পিয়ারসন এ কথা জানিতেন। এই [illegible] দুরে

কারণে তিনি তাড়াতাড়ী বিবাহের জন্ম অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, প্রণয়িনীর বিরহ-যন্ত্রণা তাঁহার অসহ হইয়া উঠিয়াছিল! জেনারেল মেন্ডোজারও এ বিবাহে আপত্তি ছিল না; তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহে জামাতাকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা যৌতুক দিবেন; প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন এ কথাও শুনিয়াছিলেন। তিনি চুরুট টানিতে টানিতে সুখের স্বপ্নে বিভোর হইলেন।

হটাৎ সেক্রেটারী কর্টেজের পুনরাবির্ভাবে পিয়ারসনের সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, প্রফুল্ল মুখ দেখিতে দেখিতে গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন।

সেক্রেটারী কর্টেজ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিয়াছি। কাপ্তেন এলামেডা আপনার দেহ-রক্ষী সৈন্যদলের দশজনকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে টাকা আনিতে গিয়াছেন। টাকাগুলি শীঘ্রই প্রাসাদে আনীত হইবে। এই দশজন রক্ষী-সৈন্য আজ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এখানে টাকার পাহারায় থাকিবে; তাহার পর লেফ্‌টেনাণ্ট সান্‌ড্রা আর দশজন রক্ষী-সৈন্য লইয়া পাহারায় আসিলে তাহারা ছুটী পাইবে। আপনার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বে যে কুঠুরী আছে, তাহাতেই টাকাগুলি রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমি লেফ্‌টেনাণ্ট সান্‌ড্রাকে বলিয়া দিয়াছি, ছিলেহার প্রহরীরা রাত্রে যেন কোনও রকম গণ্ডগোল করিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়, তাহারা নিঃশব্দে পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে।"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন বলিলেন, "তোমার বন্দোবস্তে আমি খুসী হলাম। রাজকীয় ধনাগারের কাজ যাহাতে শীঘ্র শেষ হয়—তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে। এত টাকা দীর্ঘকাল প্রাসাদে পড়িয়া থাকে, ইহা আমার ইচ্ছা নয়।"

সেক্রেটারী কর্টেজ বলিল, "ধনাগারের নির্ম্মাণ-কার্য্য যাহাতে শীঘ্র শেষ হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। আমি কন্‌ট্রাক্টরকে তাগিদ দিয়াছিলাম ; সে বলিয়াছে এই সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শেষ হইবে।"

পিয়ারসন বলিলেন, "উত্তম। আজ সন্ধ্যার পর আমি মন্ত্রণা-সভার সদস্যগণকে আহ্বান করিব। সৈন্যগণের অনেক দিনের বেতন বাকি পড়িয়াছে, আপাততঃ তাহাদিগকে ছয় মাসের বেতন দেওয়া হইবে ; এবং তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করা যাইবে কি না সে সম্বন্ধে সদস্যগণের সহিত মন্ত্রণা করা আবশ্যক। তুমি সদস্যগণকে রাত্রি আটটার সময় সভায় যোগদান করিবার জন্য নোটীস্ দিবে, আর তুমিও সভায় উপস্থিত থাকিবে।—এখন তুমি যাইতে পার।"

রাত্রি আটটার সময় মন্ত্রণা-সভার সদস্যগণ সভাগৃহে সমবেত হইলেন। সভাপতি সৈন্যগণের বেতন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

সভার কার্য্য শেষ হইলে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত কক্ষে স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল।—পিয়ারসন একবার সেই কক্ষে গমন করিয়া রক্ষী-সৈন্যগণের অধিনায়ক কাপ্তেন এলামেডাকে দুই একটি উপদেশ দিয়া স্বর্ণ-মুদ্রাপূর্ণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আধারগুলি পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর শয়ন-কক্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুকোমল শুভ্র শয্যায় শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করিলেন।—রাত্রি বারটার সময় রক্ষী পরিবর্ত্তনের কথা ; তৎপূর্ব্বেই তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

* * * * * *

সেইদিন সন্ধ্যাকালে রাজধানী হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে

সমুদ্র-তটবর্ত্তী একটি নিভৃত অরণ্যে কয়েকজন লোক নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল।

সেই অরণ্যের অদূরে সমুদ্র-বক্ষে একখানি শুভ্র বর্ণের জাহাজ হইতে অস্ফুট বাষ্পের শব্দ উত্থিত হইতেছিল; জাহাজের সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।—ইহা রূপসী বোম্বেটের জাহাজ।

রাত্রি ঠিক আট ঘটিকার সময় জাহাজের কাপ্তেনের ইঙ্গিতে কয়েকজন নাবিক জাহাজের উপর হইতে দুইখানি ফ্ল্যাট জলে নামাইয়া দিল; প্রত্যেক ফ্ল্যাটের উপর এক একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী। গাড়ীতে মাল বহিবার জন্য প্রচুর স্থান ছিল।

ফ্ল্যাট দুইখানি জলে নামিলে নাবিকগণ আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু তাহাদিগকে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে হইল না। আমেলিয়া ও তাঁহার মাতুল জাহাজের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রূপসী বোম্বেটে আমেলিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া তাঁহার মাতুল গ্রেভিস্‌কে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আজ সমুদ্র বেশ স্থির আছে; কার্য্যোদ্ধারে তেমন অসুবিধা না হইবারই কথা।"

একখানি ফ্ল্যাটের এক প্রান্তে রাইমার দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল, "হাঁ, আমারও বিশ্বাস—সহজেই আমরা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব। কিন্তু আর আমাদের বিলম্ব করা হইবে না। আপ বলিয়াছেন, রাত্রি বারটার সময় প্রহরী পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার পূর্ব্বেই আমাদের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফ্ল্যাট দুইখানি সমুদ্র-তটে উপস্থিত হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মোটর গাড়ী দু'খানিকে ফ্ল্যাট হইতে তীরে অবতরণ করা হইল। অতঃপর মোটর গাড়ী দুইখানি পোর্টো কষ্টা বন্দরের দিকে ধীরে ধীরে পরিচালিত হইল। গাড়ীতে ল্যাম্প প্রজ্বলিত

হইল না। আমেলিয়া স্বয়ং একখানি মোটর পরিচালিত করিতে লাগিলেন, রাইমার অন্যখানি লইয়া চলিল।

রাত্রি এগারটার সময় মোটর দুইখানি নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইল।

প্রাসাদের পশ্চাতে একটি নিবিড় জঙ্গল ছিল; একটি জন-বিরল পথ দিয়া মোটর দুইখানি সেই জঙ্গলের নিকট লইয়া যাওয়া হইল।

একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর সাল্‌ভেরিটার রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত; তাহার চারি পাশে অন্য কোন ঘর বাড়ী ছিল না।

মোটর দুইখানি দুই জন লোকের জিম্মায় রাখিয়া রাইমার অবশিষ্ট নাবিকগণকে সঙ্গে লইয়া সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রাসাদের অভি-মুখে অগ্রসর হইল, সকলেই নীরবে লঘু পদ-বিক্ষেপে চলিতে লাগিল।

প্রাসাদ হইতে নগরে যাইবার পথের ধারে একটু ফাঁকা জমি ছিল; রাইমার অনুচরবর্গের সহিত সেই স্থানে আসিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে রাজপথ ঘোড়ার গাড়ীর চক্রশব্দে মুখরিত হইল।—মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ সভাভঙ্গে এই সকল গাড়ীতে প্রাসাদ হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন।—রাইমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, গাড়ী-গুলি নগরের অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। শকটের আরোহীরা ভূতলশায়ী বোম্বেটেদের দেখিতে পাইলেন না।—অল্পক্ষণ পরেই চক্রধ্বনি নীরব হইল।

শকটগুলি অদৃশ্য হইলে রাইমার ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার অনুচরগণকে দুই দলে বিভক্ত করিল; এবং এক দলের অধিনায়ককে দুই একটি উপদেশ দিয়া কিছু দূরে পথের অন্য ধারে পাঠাইল।

বোম্বেটেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাত্রি বারোটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে দশজন প্রহরী প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য, ইহারা কাপ্তেন আলামেডার অধীনস্থ প্রহরীদের ছুটী দিবার জন্ম টাকার পাহারা দিতে যাইতেছিল।

এই সকল প্রহরীর সঙ্গে আলো ছিল না; তাহারা চলিতে চলিতে দেখিতে পাইল, তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে দুই দল লোক ঠিক একই সময়ে আসিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল! এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাহারা এরূপ বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিবারও অবসর পাইল না; বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রহরীরা মুখব্যাদন করিবার পূর্ব্বেই বোম্বেটেরা তাহাদের মুখে বালুকাপূর্ণ থলি চাপাইয়া দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিল; তাহার পর সকলকে বাঁধিয়া ফেলিল।—মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিল।

রাইমার অস্ফুট স্বরে অনুচরগণকে বলিল, "উহাদের পোষাক খুলিয়া লইয়া শীঘ্র পরিধান কর; কোট, কোমরবন্ধ ও টুপি লইলেই চলিবে, প্যান্টগুলা না বদলাইলেও ক্ষতি নাই। বন্দুকগুলা ও সঙ্গে লইতে ভুলিও না।"

রাইমার স্বয়ং লেফ্‌টেনান্টের পোষাক খুলিয়া লইয়া পরিধান করিল। সকলের পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন শেষ হইলে, তাহারা প্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল; আমেলিয়া ও তাঁহার মাতুল সকলের পশ্চাতে রহিলেন।

দেউড়ীতে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল; তাহারা দেউড়ীর দুই পাশে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছিল, বোম্বেটেদের চিনিতে

পারিল না, প্রাসাদের রক্ষী-সৈন্য বলিয়া ভ্রম করিল।’ কিন্তু তাহারা কর্ত্তব্য ভুলিল না, আগন্তুক দস্যুদলকে সাঙ্কেতিক শব্দ জিজ্ঞাসা করিল।

বোম্বেটেরা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকেও আক্রমণপূর্ব্বক বাঁধিয়া ফেলিল। প্রথমেই মুখ বন্ধ হওয়ায় তাহারা চীৎকার করিবার সুযোগ পাইল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রাসাদের ঘড়িতে ঠং ঠং শব্দে বারোটা বাজিয়া গেল। রাইমার তাহার অনুচরবর্গকে লইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাসাদে উঠিতে লাগিল।

রাইমার সদলবলে নির্দ্দিষ্ট কক্ষের অভিমুখে চলিতে লাগিল। যে কক্ষে স্বর্ণমুদ্রাগুলি সংরক্ষিত ছিল,—তাহার দ্বার বন্ধ করিয়া দশজন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তাহাদের পদশব্দে রাইমার বুঝিল—তাহারা জাগিয়া আছে।

রাইমার তাহার তরবারির মুষ্টি দ্বারা রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। একজন প্রহরী ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল ; রাইমার কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল দীপরশ্মি অত্যন্ত মৃদু। হর্ষে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রক্ষী-সৈন্য দলের অধিনায়ক কাপ্তেন আলামেডা তৎক্ষণাৎ দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইলেন ; তিনি রাইমারকে সম্মুখে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সেই মৃদু আলোকেই তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবার জন্য যে কর্ম্মচারীর আসিবার কথা ছিল, তাঁহার পরিবর্ত্তে আর একজন লোক আসিয়াছে ; অথচ সে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত !

কাপ্তেন আলামেডার বিস্ময় দূর হইবার পূর্ব্বেই রাইমার অনু-

চরবর্গের সহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন আলামেডা রাইমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেফ্টেনাণ্ট সাণ্ড্রা আসিলেন না কেন?—কথা ছিল, তিনি—"

কাপ্তেন আলামেডা, কি কথা ছিল, তাহা আর বলিবার অবসর পাইলেন না। রাইমার এক লম্ফে তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বোম্বেটেরা অবশিষ্ট প্রহরীদের আক্রমণ পূর্ব্বক একই সময়ে সকলের মুখচাপা দিল; কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিল না! তাহাদের মনে হইল, তাহারা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; নিদ্রিত অবস্থায় একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র, ইহা সত্য নহে।—তাহারা ঘুমাইতেছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য চোখে হাত দিতে গেল, কিন্তু হাত উঠিল না, দুই হাত একত্র পিঠের দিকে বাঁধা!

বোম্বেটেরা ঠিক একই সময়ে সকল প্রহরীর হাত পা মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, এক প্রাণীকেও চীৎকার করিতে দিল না,—কথাটা প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হয় বটে, কিন্তু বোম্বেটেরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, ধরা পড়িলে তাহাদের কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহাও তাহারা জানিত; তাহাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটী ছিল না। অন্য দিকে, ধনরক্ষকেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল, তাহার উপর তাহাদের একটু ঢুলুনী আসিয়াছিল; তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই, হঠাৎ এমন বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। যদিও বা কেহ চীৎকার করিবার অবসর পাইয়া থাকে, সে চীৎকারে সাহস করে নাই; কারণ সেনাপতির আদেশ ছিল, রাত্রে কোনও প্রহরী কোনও কারণে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া প্রেসিডেণ্ট বাহাদুরের নিদ্রার ব্যাঘাত না করে।

কাপ্তেন আলামেডা রাইমার কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া মেঝের

উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক সবেগে প্রাচীর-গাত্রে নিপতিত হইয়াছিল; সেই আঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হন।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি দ্বার-প্রান্তে নিপতিত ছিলেন। রাইমার তাঁহাকে সরাইয়া তাঁহার হাত পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল।

আমেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাইমারকে বলিলেন, "আজ তুমি কাজে খুব দক্ষতা দেখাইয়াছ। তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।—কিন্তু আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, আগে পিয়ারসনকে বন্দী কর।"

পিয়ারসন তখন তাঁহার সুকোমল শুভ্র শয্যায়—গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; কানের কাছে ঢাক বাজাইলেও বোধ হয় সে নিদ্রা ভাঙ্গে না!—রাইমার তিনজন বোম্বেটেকে সঙ্গে লইয়া পিয়ারসনের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

এক প্রান্তে একখানি টেবিলের উপর মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার অস্ফুট আলোকে রাইমার প্রেসিডেণ্টকে অদূরবর্ত্তী খট্টায় নিদ্রিত দেখিল।

পিয়ারসন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইলেন, চারি জন লোক তাঁহার মুখ ও হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে!

পিয়ারসনের উঠিবার শক্তি রহিল না; চক্ষু খোলা ছিল, তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আততায়ীগণের কাজ দেখিতে লাগিলেন।

বোম্বেটেরা তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল; তাঁহার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদটাও সঙ্গে লইতে ভুলিল না।

বোম্বেটেদের কাঁধে উঠিয়া পিয়ারসন একবার লম্ফঝম্ফের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একজন বোম্বেটে তাঁহার হাতে 'জিযুৎসু'র এমন এক

'প্যাচ' কসিল যে, তাঁহার কণ্ঠনালি হইতে একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল; লম্ফঝম্পে আর তাঁহার প্রবৃত্তি রহিল না।

প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া তিনজন বোম্বেটে পিয়ারসনকে কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল; রাইমার কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ বাক্সগুলি প্রাসাদের বাহিরে লইয়া যাইতে না যাইতে মোটর গাড়ী দুইখানি প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল; বোম্বেটেরা বাক্সগুলি বহিয়া গাড়ীতে তুলিল। বোম্বেটেরা সর্ব্বশেষে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে একখানি মোটরে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিল। প্রাসাদের অন্য কোনও লোক জানিতেও পারিল না যে, দশ মিনিটের মধ্যে এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গেল!

বোম্বেটেরা সকলেই মোটরে উঠিল; মোটর গাড়ী দুইখানি দ্রুতবেগে সমুদ্র-তটের দিকে ধাবিত হইল। আমেলিয়ার জাহাজ পনের মাইল দূরে 'ষ্টীম' করিয়া নঙ্গর তুলিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল।

রূপসী বোম্বেটের ডাকাতির বন্দোবস্ত এইরূপ কৌশলপূর্ণ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

— * —

ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ মিঃ ব্লেক প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা খুলিলেন, হঠাৎ কয়েকটি স্থূল লাইনে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিলেন।

দুই বার পাঠের পর তিনি তাঁহার অনুচর স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, এই টেলিগ্রামটা পড়িয়া দেখ; কিছু বুঝিতে পার কি না বলিও।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে কাগজখানি দিলেন।—স্মিথ দেখিল, প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,—

সাল্‌ভেরিটায় ভীষণ কাণ্ড!

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন

ফেরার!!

দুই কোটী টাকার স্বর্ণমুদ্রা অদৃশ্য!

সামরিক আইন-প্রবর্ত্তনে সৈন্যগণ ক্ষিপ্তপ্রায়!

ইহার নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে,—

"সাল্‌ভেরিটা হইতে যে টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠে উক্ত সাধারণ-তন্ত্রের বর্ত্তমান বিভ্রাটের সংবাদ অবগত হইয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি!

"সালভেরিটা রাজ্যের সভাপতি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন গত পাঁচ বৎসর হইতে এই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন; তিনি গতরাত্রে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন; তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানের কোনও কারণ জানিতে পারা যায় নাই। কিরূপে কোথায় গিয়াছেন, তাহার পর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই!

"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সঙ্গে সঙ্গে দুই কোটী টাকার স্বর্ণমুদ্রা প্রাসাদ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে! বাক্সবন্দী টাকাগুলি প্রাসাদে তাঁহারই হেফাজাতে ছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে একখানি জাহাজে এই টাকা ইংলণ্ড হইতে সালভেরিটায় নীত হয়। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ব্যাঙ্কার্স মেসার্স ক্রিক, ফীল্ড এণ্ড কোং এই টাকা ঋণ দিয়াছিলেন।

"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের বিপক্ষ দল রাষ্ট্র করিয়াছেন, প্রেসিডেণ্ট এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিবার জন্যই তাহা লইয়া গোপনে চম্পট দিয়াছেন! তাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রী-সমাজকে পদত্যাগ করিবার জন্য নোটীশ দিয়াছেন।

"সালভেরিটা রাজ্যের সমর বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহাদের ধারণা, দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে; তাঁহাদের এই অনুমান মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, কারণ প্রেসিডেণ্টের অন্তর্ধানের পর প্রাসাদের রক্ষীগণকে রজ্জু-বদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মুখ বাঁধা ছিল!

"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের বিপক্ষ দল বলিতেছেন, ইহা তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফল। রজ্জুবদ্ধ প্রহরীরা বলিতেছে, যাহারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া টাকা লুঠ করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দেহে তাহাদের পরিচ্ছদের অনুরূপ পরিচ্ছদ ছিল। তাহারা ভিন্ন দেশের লোক,

কি সেই রাজ্যের অধিবাসী, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে নাই।

"সালভেরিটা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি এখন রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সৈন্যগণের অপ্রতিহত আধিপত্য চলিতেছে। কাজকর্ম্ম সমস্তই বন্ধ।

"দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন মন্ত্রণা-সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন সমস্তই পরিশোধ করিতে হইবে, এবং তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। সভাস্থলে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ না হইলেও বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট-কালে এ প্রস্তাব জনসাধারণের অনুমোদিত হয় নাই; সুতরাং এই বিভ্রাটে প্রতিপক্ষের কোনও হাত নাই, সকলে ইহা মনে করিতে পারিতেছে না।

"সালভেরিটা রাজ্যের লণ্ডনস্থ রাজদূত সিনর মেনডোজার কন্যার সহিত প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়াছিল।

ভবিষ্যতের গর্ভে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া আছে।"

(পরবর্ত্তী সংবাদ।)

"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের অন্তর্ধান-সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিতে পারা গিয়াছে।

"একজন জেলে সংবাদ দিয়াছে, সে পর দিন প্রত্যূষে সমুদ্র-তীরে মাছ ধরিতে গিয়া দুই খানি ফ্ল্যাটকে সমুদ্র-বক্ষস্থিত একখানি জাহাজের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। সেই স্থান পোর্টো কষ্টার বন্দর হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে অবস্থিত।

"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের প্রতিপক্ষগণ এই সংবাদ শুনিয়া বলিতেছেন, ইহা তাঁহারই খেলা। তিনি টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া এই জাহাজে পলায়নের জন্য পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই ঘটনা তাঁহারই ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রমাণ।

"কার্য্য-নির্ব্বাহক মন্ত্রীসমাজ পদ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দলপতি সিনর মার্টিনা অস্থায়ীভাবে সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"আমাদের রিপোর্টার সাল্‌ভেরিটার লণ্ডনস্থ রাজদূত-ভবনে সিনর মেন্‌ডোজার সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পান নাই।—মেসার্স ক্রিক্‌, ফিল্ড এণ্ড কোম্পানী এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিয়াছেন, বিশেষ সংবাদ তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন না।"

স্মিথ সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমার ত বোধ হইতেছে এ প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনেরই খেলা! দুই কোটী টাকার লোভ সামলাইতে না পারিয়া প্রেসিডেণ্ট টাকাগুলি লইয়া চম্পট দিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও তাহাকে অপরাধী মনে করিতেছ?"

স্মিথ বলিল, "অন্যের পক্ষে কি এ ভাবে ভাণ্ডার লুঠ করা সম্ভব? আপনি কি মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রথম দৃষ্টিতে এই রকমই বোধ হয় বটে; কিন্তু ভিতরের ব্যাপার কি, সন্ধান ব্যতীত কিরূপে তাহা নির্ণীত হইবে? তোমার বোধ হয় মনে আছে—কিছু দিন পূর্ব্বে পোর্টো কষ্টায়

আমি বার্ণেস্ নামক একজন প্রকাণ্ড জালিয়াৎকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। স্থানটি আমার পরিচিত, সেই জন্যই সেখানকার ব্যাপার জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু পোর্টো কষ্টা বা সাল্‌ভেরিটা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই; ইহার জ্ঞাতব্য বিবরণ আমাকে বলিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার আলমারি হইতে নূতন 'ডাইরেক্টরী' বাহির করিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন; স্মিথ তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক একখানি পাতা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,"—সাল্‌ভেরিটা।—দক্ষিণ আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য; জন সংখ্যা সাত লক্ষ। রাজধানী পোর্টো কষ্টা। পোর্টো কষ্টা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সুন্দর বন্দর।—রাজ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত। একটি শাসন-পরিষদ লইয়া প্রেসিডেণ্ট এই রাজ্য শাসন করেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টের নাম, জেম্‌স পিয়ারসন। পূর্ব্বে তিনি সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক অনাবশ্যক কয়েক ছত্র বাদ দিয়া পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, "প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন কোন্ দেশ হইতে সাল্‌ভেরিটা রাজ্যে উপস্থিত হন, তাহা সাধারণের অজ্ঞাত; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সর্ব্ব-প্রথম এই রাজ্যে পদার্পণ করেন। সাল্‌ভেরিটা রাজ্যের লণ্ডনস্থ বর্ত্তমান রাজদূত সিনর মেন্‌ডোজার কন্যার সহিত প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন-সম্বন্ধে ইহাতে অন্য কোনও জ্ঞাতব্য কথা নাই।—এখন সিনর মেন্‌ডোজা সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায় দেখ।"

"মেন্‌ডোজা—জোস্‌ ;—সাল্‌ভেরিটা রাজ্যের লণ্ডনস্থ রাজদূত। আবাদের কার্য্যে ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ। ইঁহার সম্পত্তির মূল্য প্রায় পাঁচ কোটী টাকা। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। সংসারে এক কন্যা ভিন্ন অন্য কেহই নাই ; পত্নীর পরলোক গমনের পর আর বিবাহ করেন নাই। কন্যার বয়স এখন ২৫ বৎসর।"

মিঃ ব্লেক 'ডাইরেক্টরী' বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিলেন, তাহার পর বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে নিরপরাধ মনে করিতেছেন ? আমি ত কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন এ সম্বন্ধে অনুমান করিয়া কিছুই বলা যায় না। যদি একবার সিনর মেন্‌ডোজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে,—সিঁড়িতে কাহার পদ শব্দ শুনিতেছি না ? আমার বোধ হয় সিনর মেন্‌ডোজাই আমার সহিত দেখা করিতে আসিতে-ছেন।—স্মিথ, দেখ দেখি আগন্তুক কে ?"

স্মিথ সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইল। মিঃ ব্লেক চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন।

স্মিথ ব্যগ্রভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনার অনুমান সত্য, সিনর মেন্‌ডোজাই আসিয়াছেন। তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব কি ?"

মিঃ ব্লেক সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে সিনর ন্‌ডোজা স্মিথের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সিনর মেন্‌ডোজা খর্ব্বকায়, তাঁহার দাড়ি গোঁফ পাকা ; মুখ মলিন, চক্ষুতে মানসিক উদ্বেগ প্রতিফলিত।

মিঃ ব্লেক উঠিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আসুন, সিনর মেন্‌ডোজা! আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, আপনি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে নির্দ্দোষ মনে করিতেছেন; আপনার বিশ্বাস, কাহারও ষড়যন্ত্রে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহা বলা যায় না।"

সিনর মেন্‌ডোজা একখানি চেয়ারে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমি যে অবাক্ হইলাম! আপনি কিরূপে বুঝিলেন প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই আপনার নিকট আসিয়াছি? আর তাঁহাকে যে নিরপরাধ বলিয়া আমার বিশ্বাস, আপনার এ ধারণাই বা কিরূপে হইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন গত পাঁচ বৎসর হইতে সালভেরিটা রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন; সেখানে তাঁহার মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা প্রতিপত্তি অসাধারণ; মানুষের যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে; আপনার কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়-সম্বন্ধও স্থির হইয়াছে। আপনার একমাত্র কন্যা আপনার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন। এ অবস্থায় কোন্ গুপ্ত সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন টাকা চুরী করিয়া পলাইবেন?

"প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন যথেচ্ছাভাবে এই টাকা খরচ করিতে পারিতেন; এই টাকার জন্য কি কেহ এমন প্রভুত্ব, সম্মান, প্রতিপত্তি, ভবিষ্যতের আশা বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হয়? সকল আশা ভরসা, সুখ সুবিধা, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, ত্যাগ করিয়া অবজ্ঞাত কলঙ্কিত নির্ব্বাসিত জীবন যাপনে কি কাহারও প্রবৃত্তি হয়?—না, প্রেসিডেণ্ট

পিয়ারসন টাকা চুরী করেন নাই। স্বেচ্ছায় তিনি দেশত্যাগী হন নাই।

"তাহার পর কথা,—আপনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; যদি আপনি মিঃ পিয়ারসনকে অপরাধী মনে করিতেন, তাহা হইলে কি গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন? না, আপনি নিশ্চয়ই ইউরোপের সকল রাজধানীর পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। হয় ত ইতিমধ্যেই সাল্‌ভেরিটা রাজ্যের গবর্মেণ্ট ইউরোপের ও আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশে এ সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু আপনি মনে করিয়াছেন, ভিতরে কোনও গূঢ় রহস্য আছে, প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে টাকা সমেত কেহ বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে;—তাই আপনি আমার সাহায্য লাভের আশায় আসিয়াছেন। আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, সাধারণ পুলিশের সাধ্য নাই—এই রহস্য ভেদ করে।"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ। আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা, আপনি আমাকে দেখিবামাত্র চট্‌ করিয়া আমার মনের ভাব বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! অন্য কোনও লোক ইহা পারিত কি না সন্দেহ। আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর যে সকল গল্প শুনিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিয়াছি আপনি অসাধারণ ব্যক্তি; সেই জন্যই আপনার সাহায্য লাভের আশায় আসিয়াছি। পিয়ারসন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তিনি টাকা চুরী করিয়া পলায়ন করেন নাই। মানুষ অভাবে পড়িয়া চুরী করে, লোভে পড়িয়াও চুরী করে; তিনি কি জন্য এ টাকা চুরী করিবেন?—পিয়ারসনের নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়া আমার প্রাণাধিকা কন্যা শয্যা গ্রহণ করিয়াছে; তাহার মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। মিঃ

ব্লেক, আপনি আমার কন্যাকে বাঁচান। তাহার কাতরতা আমার অসহ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ পিয়ারসন যে নিরপরাধ, এ টাকায় তিনি লোভ করেন নাই, ইহা আপনার অনুমান মাত্র।—কিন্তু মনে করুন, আমি আপনার অনুমানে বিশ্বাস করিলাম না, আপনি মিঃ পিয়ারসনের সপক্ষে কোনও অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেন ?"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "হাঁ পারি বৈ কি ? কিন্তু আমি আপনাকে যাহা বলিব, তাহা অতি গুপ্ত কথা ; এ কথা অন্য কাহারও জানা নাই। আপনি শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, মিঃ পিয়ারসন সালভেরিটা রাজ্যে যে ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন,তাহারই মূল্য প্রায় দুই কোটী টাকা! এই সম্পত্তি আমার বেনামীতে আছে। তিনি এই সম্পত্তির কোন খোঁজ-খবরও লইতেন না,—পাছে গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে ; পাছে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহার উপর দুর্ণামের আরোপ করে। এই সম্পত্তির উপর আমার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবার আশা ছিল ; আমার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, আমার যাহা কিছু আছে সকলই ত আমার সেই জামাতার। মিঃ ব্লেক, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, দুই কোটী টাকার লোভে কোন্ মূর্খ এ সকলের আশা ত্যাগ করিবে ?"

সিনর মেন্‌ডোজা মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "মিঃ ব্লেক, এই সকল কারণেই বলিতেছি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন নিরপরাধ। আমার বিশ্বাস, তাঁহার শত্রুদল চক্রান্ত করিয়া এই খেলা খেলিয়াছে ; টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহাকে বোধ হয় সাল্ভেরিটার পাহাড়ের মধ্যে কোনও স্থানে 'গুম্' করিয়া রাখিয়াছে। আপনি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার না লইলে অন্যের ইহা

অসাধ্য। এজন্য আপনার যত টাকার আবশ্যক,আপনি তাহা পাইবেন; কি বাবদে কত টাকা খরচ হইল, তাহার হিসাবও আপনাকে দিতে হইবে না। আপনি যদি তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া আমার কন্যার উদ্বেগ দূর করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানে কুণ্ঠিত হইব না। আপনি এই তদন্তের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন না; আমার এ অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ কোনও উত্তর না দিয়া নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাঁহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিব; এই অদ্ভুত রহস্যভেদের জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে। আজই আমি এখান হইতে যাত্রা করিব।"

সিনর মেন্‌ডোজা হর্ষ-বিগলিত স্বরে বলিলেন,"মিঃ ব্লেক, আপনার কথা শুনিয়া যে কত দূর আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না; আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপাততঃ আপনাকে কত টাকা দিতে হইবে বলুন, আমি তাহা অবিলম্বে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না ভাবিয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই লর্ড কার্ডবাইয়ের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজখানি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভাড়া লইয়াছি; এই জাহাজেই আপনি সাল্‌ভেরিটায় যাত্রা করিতে পারেন। আপনি যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই যাহাতে জাহাজ ছাড়িতে পারে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"আপনার তৎপরতা প্রশংসনীয়। আমি সর্ব্বপ্রথমে সাল্‌ভেরিটায় যাত্রা করিব কি না তাহা শীঘ্রই স্থির করিব; যদি যাই,

তবে সাধারণ পথে না পথে না গিয়া, যে পথ দিয়া অতি শীঘ্র সেখানে যাওয়া যায়—সেই পথেই যাইব। কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ আছে; আপনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন, এবং আমি এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছি, ইহা আপনি কাহাকেও বলিবেন না; এমন কি, এ কথা আপনার কন্যার নিকটেও গোপন করিবেন। যদি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন সত্যই নিরপরাধ হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার শত্রুপক্ষ অত্যন্ত পরাক্রান্ত, এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র দারুণ রহস্য-জালে আচ্ছন্ন; সুতরাং আমাকে অতি সাবধানে—অতি গোপনে তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন; আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব। এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। মন্ত্রগুপ্তি যে কার্য্যসিদ্ধির প্রধান সহায়, এ কথা আমাদের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞের সুবিদিত।"

মিঃ ব্লেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "উত্তম; আপনাকে অতঃপর কোনও কথা জানাইতে হইলে, আমার সহকারী স্মিথের দ্বারা আপনাকে সংবাদ দিব।"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "আমি এখন বিদায় লইলাম। পরমেশ্বর আপনার চেষ্টা সফল করুন; এই সাফল্যের উপর আমার কন্যার জীবনের সকল সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে।"

সিনর মেন্‌ডোজা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে মিঃ ব্লেকের গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—— ঃ*ঃ——

সিনর মেন্‌ডোজা প্রস্থান করিলে স্মিথ প্রভুর নিকট আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি স্থির করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ; তবে এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন স্বেচ্ছায় অদৃশ্য হন নাই ; কিন্তু তাঁহার নিরুদ্দেশের কারণ অনুমান করা সহজ নহে। ব্যাপার যেরূপ জটিল, তাহাতে আমি যে সহজে কৃত-কার্য্য হইব, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।"

মিঃ ব্লেক কথা কহিতে কহিতে বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু বাহিরের দিকে চাহিয়াই মাথা টানিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, একটি লোক পথে দাঁড়াইয়া লুব্ধ মার্জ্জারের মত তাঁহার জানালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তিনি আড়ালে দাঁড়াইয়া সাবধানে পুনর্ব্বার পথের দিকে চাহিলেন। তাহার পর হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, একজন লোক পথের অন্য পাশে দাঁড়াইয়া এই দিকে চাহিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া লইল ; আমার অনুমান, এই ব্যক্তি সিনর মেন্‌ডোজার অনুসরণে এখানে আসিয়াছে। বিনা উদ্দেশ্যে সে যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। আমি এখনই বাহিরে যাইব ; অন্য দিকে না গিয়া অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিব। তুমি দুই চারি মিনিট বিলম্ব করিয়া অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে যাইবে ; যদি দেখিতে পাও কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে, তবে তাহার গতি-বিধির দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সে যে দিকে যাইবে, তুমিও সেই দিকে যাইবে।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর তাঁহার অট্টালিকা হইতে বাহির। শিয়া লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া একটি চুরুট ধরাইলেন, তাহার পর প'থে আ...খি- এক খানি ভাড়াটে গাড়ীতে উঠিলেন; গাড়ী অক্সফোর্ড ...কে দিকে চলিল।

মিঃ ব্লেকের অনুসরণকারী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আর এক খানি গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেকের গাড়ী অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া একটা বাজারে উপস্থিত হইলে তিনি গাড়ী থামাইলেন, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিলেন; তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন তাড়াতাড়ী গাড়ী লইয়া চলিয়া যাইও না; দশ মিনিট এখানে অপেক্ষা কর—তাহার পর যেখানে খুসী যাইও।"

কোচম্যান তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল; সেই সময় তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুসরণকারীর গাড়ীও তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া থামিল।

মিঃ ব্লেক একটি দোকান-ঘরের ভিতর দিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সম্মুখেই পথ, তিনি সেই পথে নামিয়া আর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন; গাড়ী তাঁহাকে লইয়া কল্পপুর ষ্ট্রীটের দিকে চলিল। তিনি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া অন্য কোনও গাড়ী দেখিতে পাইলেন না, বুঝিলেন তাঁহার অনুসরণকারী তাঁহার ফন্দী বুঝিতে না পারিয়া ধাঁধায় পড়িয়াছে।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "স্মিথ নিশ্চয়ই লোকটার উপর নজর রাখিবে। তবে লোকটা চালাক হইলে সে যে স্মিথের মতলব ঠাহর করিতে পারিবে না এমন বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক কিছু দূর গমন করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, নিকটেই

...কোম্পানীর আফিস ছিল, তিনি সেই আফিসে প্রবেশ ... তিনি সন্ধানে জানিলেন, একখানি জাহাজ পর দিনই ...দিনর ...রটা রাজ্যে যাত্রা করিবে। তিনি সালভেরিটার একখানি ...কট কিনিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

স্মিথের তখনও দেখা নাই! এতক্ষণ সে কোথায় কি করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিত হইলেন।—স্মিথ অনেকক্ষণ পরে বেলা কাটাইয়া গৃহে ফিরিল।

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু সন্ধান করিতে পারিয়াছ কি?"

স্মিথ বলিল, "না মহাশয়, লোকটা ভারি চালাক; সে আমার মতলব টের পাইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিয়া চম্পট দিল! আমি তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু গ্রাণ্ডরোডে একটা ভিড়ের সম্মুখে আসিয়া সে হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িল, ভিড় ঠেলিয়া আমি আর তাহার অনুসরণ করিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেজন্য তোমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই, আমি তাহার চোখে ধূলা দিয়াছি, সে-ও তোমার চোখে ধূলি দিয়াছে।—এখন কথা শোন, আমি তোমার উপর একটি বড় গুরুতর কার্য্যের ভার দিব। আমার নিজের যাহা করা উচিত ছিল, তোমাকেই তাহা করিতে হইবে।"

স্মিথ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে অবিলম্বে সালভেরিটায় যাত্রা করিতে হইবে। তুমি সেখানে একাকী যাইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি আমাকে এত অধিক কাজের লোক

ভাবিতেছেন—ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। শিম্লা লইয়া কথা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। আপনি আমাকে যে আদেশ করিবেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা জানি; জানি বলিয়াই তোমাকে সেখানে পাঠাইতেছি। তুমি জাহাজে উঠিয়া বিশেষ সাবধানে থাকিবে, মুহূর্ত্তের জন্যও অসতর্ক হইবে না; কেহ তোমার উপর নজর রাখিয়াছে কি না লক্ষ্য করিবে। আজ যে লোকটা আমার অনুসরণ করিয়াছিল, আমার বিশ্বাস, সে সিনর মেন্‌ডোজার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে। বোধ হয় তাহার সন্দেহ হইয়াছে সিনর মেন্‌ডোজা এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার আমাকে দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন। সে নিশ্চয়ই প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের শত্রুপক্ষের লোক। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে ইংলণ্ডেও তাহাদের দল আছে; তাহারা সিনর মেন্‌ডোজার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, তিনি কি করিতেছেন না করিতেছেন তাহার সন্ধান লইতেছে। আমরা যাহাই করি, তাহারা যে কোনও উপায়ে তাহার সন্ধান লইবে; সেই জন্যই আমাদিগকে যথাসাধ্য সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার উপদেশ আমার স্মরণ থাকিবে, আপনি আমাকে কবে সালভেরিটায় যাইতে বলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কালই; কাল প্রভাতে তোমাকে এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। আমি তোমার জন্য জাহাজের টিকিট কিনিয়া আনিয়াছি। তোমাকে যে জাহাজে যাইতে হইবে, তাহার নাম 'ওরিনকো'। 'অরিনকো' কাল বেলা দশটার সময় বন্দর ত্যাগ করিবে। আমার মনে হইতেছে কাল সকালে না গিয়া যদি আজ রাত্রেই তুমি জাহাজে উঠ, তাহা হইলে বাহিরের কোনও লোক

সন্ধান পাইবে না; আজ রাত্রেই যাওয়া ভাল। এখন তোমাকে কি করিতে হইবে মন দিয়া শোন।”

মিঃ ব্লেক কয়েক বার চুরুট টানিয়া বলিলেন, “তুমি সালভেরিটায় উপস্থিত হইয়া সিনর মার্টিনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং তাঁহার নামে আমি যে পত্র দিব, তাহা তাঁহাকে দিবে। সিনর মার্টিনা এখন অস্থায়ীভাবে সেখানকার প্রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পিয়ারসনের বিরুদ্ধ দলের লোক, কিন্তু সেজন্য তোমার কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ, তুমি কি উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়াছ, তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। কেবল তাঁহাকে কেন, সেখানে কোনও লোককে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে দিবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যখন পোর্টো কষ্টায় গিয়াছিলাম, সেই সময় সিনর মার্টিনার কোনও উপকার করিয়াছিলাম, সে কথা তিনি এত শীঘ্র ভুলিয়া যান নাই; সুতরাং তিনি আমার পত্র পাইলে নিশ্চয়ই সাধ্যানুসারে তোমাকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী পদস্থ লোকের সাহায্যে তোমার অনেক কাজের সুবিধা হইবে; অনেক কাজ সহজ হইবে। তুমি যাহাতে কোনও অসুবিধায় না পড়, এইজন্যই চিঠি দিতেছি।

“সালভেরিটার রাজধানী পোর্টো কষ্টায় এখন খুব গণ্ডগোল চলিতেছে, তাহা সেখানে উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাইবে। সেখানে এখন ইচ্ছামত সকল স্থানে যাইতে পারিবে না, পদে পদে বাধা পাইবে; এ অবস্থায় সিনর মার্টিনা যদি তোমার সহায় থাকেন, তাহা হইলে হঠাৎ কেহ তোমার কোনও কাজে বাধা দিতে সাহস করিবে না।

“সিনর মেনডোজার বিশ্বাস—সালভেরিটা রাজ্যের আদিম

অধিবাসীরা টাকাগুলা লুঠ করিয়া মিঃ পিয়ারসনকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং সালভেরিটার পাহাড়ে কোথাও বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। হয় ত ইহা সত্য, কিন্তু মিঃ পিয়ারসনের কোনও শত্রুদল যে এই কার্য্য করে নাই, তাহাই বা কে বলিবে? এই দুইটি অনুমানের কোনও একটি সত্য হইতে পারে।

"যদি শেষোক্ত অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে স্থানীয় জেলেটা পোর্টো কষ্টার ১৫ মাইল দূরে সমুদ্র-বক্ষে যে জাহাজখানা দেখিয়াছিল, সেই জাহাজখানি কোন্ দেশের জাহাজ, কোন্ দিকে তাহা গিয়াছে, তাহার সন্ধান লওয়ার আবশ্যক। সংবাদপত্রে জাহাজ সমূহের অবস্থানের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, আমি সেই তালিকা খুঁজিয়া দেখিয়াছি; জানিতে পারিয়াছি, সেই সময় পাঁচ দিনের মধ্যে কোনও জাহাজ সালভেরিটার কোনও বন্দর ত্যাগ করে নাই।

"এই উভয় প্রকার অনুমান ভিন্ন আরও একটি অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না, হয় ত প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনই অপরাধী; টাকাগুলি লইয়া তিনি কৌশলে চম্পট দিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে অন্য দুইটি অনুমান মিথ্যা, সন্দেহ নাই। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে আমি অপরাধী মনে করিতে পারিতেছি না।

"সালভেরিটায় উপস্থিত হইয়া তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে সঙ্ক্ষেপে তাহা বলিলাম;—সমুদ্রতীরে গিয়া জেলে যে জাহাজখানি ঘটনার দিন শেষ-রাত্রে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার আদেশ সাধ্যানুসারে পালন করিব, কিন্তু আপনি এখন কি করিবেন? আপনি কি এই তদন্তে হস্তক্ষেপণ করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কত দূর কি করিতে পার তাহাই ত দেখি, তাহার পর প্রয়োজন হইলে আমি কাজে হাত দিব। এত বড় গুরুতর কার্য্যে তোমাকে একাকী পাঠাইতে আমার মন সরিতেছে না; কিন্তু উপায় নাই, আপাততঃ আমাকে লণ্ডনে থাকিতেই হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি খুব সতর্ক থাকিব। আমাকে বোধ হয় ছদ্মবেশে যাইতে হইবে; আমি কোন্ ছদ্মবেশ গ্রহণ করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি দেশ-ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে যাইবে। সকলের যেন ধারণা হয় তুমি কোনও ধনাঢ্যের সন্তান, দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছ! এজন্য তোমার হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকা আবশ্যক; যত টাকার প্রয়োজন, তুমি আমার নিকট পাইবে। তুমি এখানেই তোমার সংবাদাদি পাঠাইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে যদি আমাকে দেশান্তরে যাইতে হয়, তাহা হইলে সিনর মেন্‌ডোজার নিকট আমি একখানি গালামোহর-করা পত্র রাখিয়া যাইব; তুমি দেশে ফিরিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই পত্র লইবে। সেই পত্রে আমার অন্যান্য উপদেশ জানিতে পারিবে। এখন আমার হাতে অনেক কাজ আছে; তুমি যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে সময় তোমাকে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া দিব।"

স্মিথ প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

* * * * *

'ওরিনকো' টিলবারির বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল। স্মিথ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাত্রি দশটায় সময় জাহাজে উঠিল; বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে যাইবার সময় সে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়াছিল,

কিন্তু কেহ তাহার অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।—সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

জাহাজে উঠিয়া স্মিথ তাহার কেবিনে প্রবেশ করিল। সে স্থির করিল, জাহাজ না ছাড়িলে আর সে কেবিন হইতে বাহির হইবে না।—যথাসময়ে জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

জাহাজ সাগরে পড়িলে স্মিথ কেবিন হইতে বাহির হইল। 'ওরিনকো' তেমন বড় জাহাজ নহে, তাহাতে আরোহীর সংখ্যাও অধিক ছিল না; বিশেষতঃ সময়টি দেশ-ভ্রমণেরও তেমন উপযোগী নহে বলিয়া অধিক লোক তখন বিদেশ-ভ্রমণে যাত্রা করে নাই, আর সাল্‌ভেরিটা দেশ ভ্রমণের তেমন উপযোগী স্থানও নহে।

এই জাহাজে একজন কাফি-কর সপরিবারে তাঁহার কৃষিক্ষেত্রে যাইতেছিলেন; তাঁহার দুইটি পুত্র সঙ্গে ছিল, তাহারা স্মিথের প্রায় সমবয়স্ক। এতদ্ভিন্ন জাহাজে একটি প্রৌঢ়া ধর্ম্ম-প্রচারিকা ও একজন প্রৌঢ় পাদরী ছিলেন; তাঁহারা বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইতেছিলেন। এই কয়েক জন ভিন্ন 'ওরিনকো' জাহাজে উল্লেখ-যোগ্য যাত্রী আর কেহ ছিল না।—জাহাজে সদাগরী পণ্য দ্রব্যই অধিক ছিল।

স্মিথ অল্প সময়ের মধ্যেই কাফি-করের পুত্রদ্বয়ের সহিত ভাব করিয়া লইল। জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বেশ ভদ্রলোক। স্মিথের সহিত তাঁহাদের সকলেরই বন্ধুত্ব হইল। স্মিথ ভাবিল, সমুদ্র-পথে তাহার দিন বেশ আমোদেই কাটিবে।

দ্বিতীয় দিন কাফি-করের পুত্রদ্বয় জাহাজের উপর খেলার আয়োজন করিয়া লইল; স্মিথ সানন্দে তাহাদের খেলায় যোগদান করিল। ক্ষুদ্র জাহাজখানি সেই সীমাহীন সমুদ্র-বক্ষে গগনবিহারী শুভ্রপক্ষ

বিহঙ্গের ন্যায় দ্রুত বেগে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতেছিল ; অকূল সমুদ্রের কোনও দিকে কূল দেখা যাইতেছিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অল্প মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল। ঝড় ছিল না, কেবল বৃষ্টি। অত্যন্ত শীত বোধ হওয়ায় আরোহীরা ডেক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবিনে আশ্রয় লইলেন।

স্মিথ কিছু কাল কেবিনে ছিল, কিন্তু সেখানে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় সে 'ম্যাকিন্‌টোসে' সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া টুপিটা মাথায় দিয়া ডেকের দিকে চলিল।

ডেকের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া স্মিথ রেলিংএর ধারে গিয়া দাঁড়াইল ; তখন সেখানে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে বড় আরাম বোধ করিল। স্থূল 'ম্যাকিন্‌টোসে' তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল, বৃষ্টিধারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না ; কিন্তু ম্যাকিন্‌-টোসের উপর বৃষ্টির বর্ষণ তাহার বড় প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

সে সময় ডেকে অন্য লোক ছিল না; স্মিথ রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া মেঘাবৃত অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে আকাশ ও সমুদ্র পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। কেবল জলের ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ফেনোর্ম্মিমুখর মহাসমুদ্রে সেই ক্ষুদ্র জাহাজের অশ্রান্ত গতি। স্মিথ হঠাৎ মাথা তুলিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল ; তাহার মনে হইল, কেহ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ডেকের অপরিস্ফুট আলোকে স্মিথ আগন্তুককে চিনিতে পারিল। আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত পাদরীপুঙ্গব। পাদরীকে দেখিয়া স্মিথ কয়েক পদ সরিয়া গিয়া হাস্য মুখে তাহাকে অভিবাদন করিল।

পাদরী স্মিথকে প্রত্যাভিবাদন করিয়া বলিল, "আঃ, আজ কি দুর্য্যোগের রাত্রি! কিন্তু এমন রাত্রিই আমার বড় ভাল লাগে। এরূপ

ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার, ঊর্দ্ধে ঐ অনন্ত আকাশে দিগন্তব্যাপী মেঘের সঞ্চালন, আর নিম্নে এই অনন্ত সমুদ্রে ঝটিকাতাড়িত পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ বিরাট তরঙ্গরাশির ভীষণ তাণ্ডব,—প্রকৃতই উপভোগ্য। ইহা প্রভুর বিচিত্র লীলাই স্মরণ করাইয়া দেয়। লীলাময়ের ইচ্ছায় কি না হয়?—এমন স্থির শান্ত সমুদ্র, এমন তপন কিরণানুরঞ্জিত নির্ম্মল নীল আকাশ—ঘণ্টা দুইএর মধ্যেই কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে! কিন্তু আমি ইহাতে ভয় পাই না, প্রভুর প্রকট লীলাই দেখিতে পাই। তুমিও কি এই দৃশ্য ভালবাস?"

স্মিথ সহাস্যে বলিল, " প্রভুর প্রকট লীলা যে কেবল ধর্ম্মপ্রচারক-দের ভাল লাগিবে, আর আমার মত পাষণ্ডের ভাল লাগিবে না, প্রভুর বোধ হয় এরূপ অভিপ্রায় নহে। সত্যই সমুদ্র-বক্ষে এই প্রকার ঝড় জল, মেঘ বিদ্যুৎ আমার বড়ই ভাল লাগে; জাহাজে দাঁড়াইয়া মনে হয় আমি যেন মায়ের কোলে দুলিতেছি।"

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে জাহাজের একেবারে কিনারায় রেলিংএর ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাদরীপুঙ্গব হঠাৎ দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্মিথের কণ্ঠনালী সবেগে চাপিয়া ধরিল!—ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড পাদরীর কাজ দেখিয়া স্মিথ স্তম্ভিত হইল; কিন্তু তাহার আর্ত্তনাদ করিবার শক্তি রহিল না, পাদরী তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইল, চক্ষু দু'টি যেন অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল! তাহার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, তাহাতে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ, ঝটিকার অশ্রান্ত গর্জ্জন ও সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম কল্লোল-ধ্বনি ডুবিয়া গেল।

সেই সকল মিশ্র ধ্বনি ডুবাইয়া পাদরী হুঙ্কারধ্বনি করিল, "তুই এই রকম সমুদ্র, এই রকম ঝড় বৃষ্টি ভালবাসিস্? মনে হয় তুই মায়ের

কোলে শুইয়া দুলিতেছিস্!—তোর মায়ের কোলে শুইয়া দুলিবার সুবিধা করিয়া দিতেছি।"—পাদরী স্মিথকে জড়াইয়া ধরিয়া শূন্যে তুলিল, তাহার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিয়া রেলিং ডিঙ্গাইয়া তাহাকে ঝুপ্ করিয়া সমুদ্র-বক্ষে নিক্ষেপ করিল! স্মিথ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে পাদরীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ব্যাঘ্র-কবলিত ছাগশিশুর চেষ্টার ন্যায় তাহার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।—সে জলে পড়িবার সময় উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল, রেলিংএর পার্শ্বে লৌহদণ্ডে একটি 'লাইফ্ বেল্ট' ঝুলিতেছিল, স্মিথ তাহা সবলে আঁকড়াইয়া ধরিলে, প্রবল আকর্ষণে লাইফ বেল্টটা স্মিথের হাতে খুলিয়া আসিল।

স্মিথ উদ্দাম তরঙ্গসঙ্কুল অন্ধকারপূর্ণ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল; সমুদ্রের লবণাক্ত শীতল জল তাহার নাকে-মুখে প্রবেশ করিল। চক্ষু ভয়ানক জ্বালা করিতে লাগিল। নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইল। ক্রমে তাহার সকল চিন্তার অবসান হইল। সঘন মেঘ-গর্জ্জনেও সমুদ্রের কল কল্লোলে সে মৃত্যুর অট্টহাস্য শুনিতে পাইল।

জাহাজের অন্য কোন লোক এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের কথা জানিতে পারিল না। জাহাজ ঝটিকান্দোলিত সমুদ্র-বক্ষ ভেদ করিয়া সবেগে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মিথকে বিদায় দান করিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেলকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার ব্যাগে কাপড়-চোপড় পুরিতে বলিলেন; তাহার পর তিনি একরাশি পত্র লিখিলেন।

মিঃ ব্লেক রাত্রি-শেষে প্রিয় কুকুর টাইগারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটর গাড়ীতে উঠিলেন; মোটর দ্রুতবেগে প্লাইমাউথ বন্দরের দিকে ধাবিত হইল।

ডকে আসিয়া তিনি বড় ধাঁধায় পড়িলেন; ডকের কোন্ জাহাজখানি লর্ড কার্ডবাইয়ের, অন্ধকারে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় একজন মাঝির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; মাঝি তত রাত্রে তাঁহাকে একাকী ডকে ঘুরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, নমস্কার করিয়া বলিল, "মহাশয় কি এখানে কাহারও অনুসন্ধানে আসিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, লর্ড কার্ডবাইয়ের জাহাজ 'কর্সেয়ার' কোথায়, তাহাই আমি খুঁজিতেছি। তুমি আমাকে সেইখানে পঁহুছাইয়া দিতে পার?"

মাঝি বলিল, "তা আর পারি না? আমার ত উহাই কাজ। আপনি আমার নৌকায় উঠিলে আপনাকে দুই মিনিটের মধ্যে সেই জাহাজে তুলিয়া দিব। ঐ দেখুন 'কর্সেয়ার,'—ঐ সবুজ আলো।"

মিঃ ব্লেক মোটর গাড়ীখানি বিদায় করিয়া নৌকায় উঠিলেন;

অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা জাহাজের পাশে ভিড়িল। তিনি যখন জাহাজে পদার্পণ করিলেন, তখন পূর্ব্ব দিক ফরসা হইয়াছিল।

জাহাজের কাপ্তেন মিঃ ব্লেকের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনি রাত্রেই জাহাজে আসিবেন তাহা মনে করি নাই; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, আপনি যখনই আদেশ করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই জাহাজ ছাড়িয়া দিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার তৎপরতা প্রশংসনীয়; জাহাজ ছাড়িতে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। আপনার নামটি জানিতে পারি কি?"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমার নাম পেণ্টল্যাণ্ড। জাহাজের অধ্যক্ষ মিঃ রস জাহাজ পরিচালনের ভার লইলেই আমি ছুটী পাইব। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আপনার কামরা দেখাইয়া দিতেছি।"

অবিলম্বে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে জাহাজের অধ্যক্ষ রসের সহিত মিঃ ব্লেকের পরিচয় হইল। রস সদালাপে দক্ষ, অত্যন্ত বিনয়ী লোক। মিঃ ব্লেক তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলেন।

রসের সহিত আলাপ শেষ হইলে মিঃ ব্লেক কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষের পাশেই উপবেশনের কক্ষ, কক্ষ দু'টি বৃহৎ; তাহা জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

কাপ্তেন বিদায় লইবার সময় বলিলেন, "আশা করি আপনার এখানে কোন অসুবিধা হইবে না। সর্দ্দার খানসামা আপনার সকল আদেশ পালন করিবে; আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, অসঙ্কোচে তাহা তাহাকে বলিবেন। আপনিই এখন এ জাহাজের মালিক;

আপনি যদি আমাদিগকে দক্ষিণ মেরুতে যাইতে আদেশ করেন, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই।"

মিঃ ব্লেক সহাস্যে বলিলেন, "না, তত দূরে আমার যাইবার আবশ্যক নাই। আপনার মত সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণের উপর যে জাহাজ পরিচালনের ভার আছে, তাহাতে আমার কোনও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই তাহা বুঝিয়াছি। যাহা হউক, আমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইব ; আপনিও বিশ্রাম করিতে যান।"

কাপ্তেন বিদায় লইলে মিঃ ব্লেক শয়নের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন ; যেমন শয়ন অমনই নিদ্রা।

মিঃ ব্লেক যখন মোটর গাড়ীতে বন্দরে আসেন, সেই সময় আর একখানি মোটর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই ; তিনি নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় উঠিলে, সেই মোটর গাড়ীখানি বন্দর হইতে টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে ধাবিত হইল। মোটরের আরোহী টেলিগ্রাফ আফিসে প্রবেশ করিয়া সালভেরিটা রাজ্যে টেলিগ্রাম পাঠাইল।—মিঃ ব্লেক যদি এ সংবাদ জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি সালভেরিটা-অভিমুখে জাহাজ চালাইতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু ভবিতব্যতার কথা কেহ বলিতে পারে না।—রূপসী বোম্বেটের জগৎ-জোড়া ফাঁদ!

মিঃ ব্লেক সমস্ত দিনের মধ্যে কেবিন হইতে বাহির হইলেন না ; দীর্ঘনিদ্রায় শ্রান্তি দূর করিয়া তিনি রাত্রিকালে ভোজনাগারে ভোজন করিতে চলিলেন।

সেখানে জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ম্যাকের সহিত তাঁহার

পরিচয় হইল। জাহাজের কাপ্তেন ও অধ্যক্ষের ন্যায় মিঃ ম্যাকেও অতি ভদ্রলোক; তাঁহার খেলার বাতিক অত্যন্ত অধিক। জাহাজে মিঃ ব্লেকের সময় মহানন্দে কাটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, তাহার পর ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; মিঃ ব্লেক তখন জাহাজের সুসজ্জিত সেলুনে বসিয়া 'ব্রিজ' খেলা করিতেছিলেন; ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকে খেলায় তাঁহার সহযোগিতা করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক খেলায় এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন; বাহিরের দুর্য্যোগের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন,ঠিক সেই সময়—সেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাহার প্রিয় অনুচর স্মিথ অন্য একখানি জাহাজ হইতে আততায়ী কর্ত্তৃক সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র-তরঙ্গে একবার ডুবিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে; তাহা হইলে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইত, অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

চারি জনে খেলা চলিতেছিল; টাইগার মিঃ ব্লেকের পদপ্রান্তে টেবিলের নীচে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ টাই-গার টেবিলের তল হইতে বাহিরে আসিল, এবং সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক খেলা বন্ধ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার কুকুর ত অকা-রণে এ ভাবে আর্ত্তনাদ করে না!"

ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন, "আমার বোধ হয় কোনও লোক এই

দুর্য্যোগের মধ্যে জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিতেছে; কুকুরটা তাহা বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিতেছে। সংস্কারবলে কুকুর ইহা জানিতে পারিয়াছে। হয় ত আপনি আমার কথা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবেন; কিন্তু আমার এ অনুমান অন্ধ কুসংস্কার মাত্র নহে।"

"হইতেও পারে" বলিয়া মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার খেলায় মন দিবেন, এমন সময় টাইগার মিঃ ব্লেকের নিকট সরিয়া গিয়া তাঁহার জানুতে মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে এক একবার কাতর ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল, তাহার কি যেন বলিবার আছে; কিন্তু তিনি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না, সেই জন্য সাদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "টাইগার, তোর হইল কি? তুই এত কাল আমার সঙ্গে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিস্, আজ তোর কি ভয় লাগিল?"

কিন্তু মিঃ ব্লেকের আদরে টাইগারের চাঞ্চল্য দূর হইল না। সে অত্যন্ত অস্থির ভাবে দ্বারের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং বিস্ফারিত নেত্রে এক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তখন বন্ধুগণের সহিত খেলায় মত্ত, টাইগারের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না; অবশেষে তিনি তাহার আর্ত্তনাদে বিরক্ত হইয়া খেলা বন্ধ করিলেন, এবং টাইগারকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের ডেকের নীচে নামিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু টাইগার সেখান হইতে নড়িল না, সে সেই কামরার দ্বার-প্রান্তে বসিয়া ক্রমাগত কাতর ভাবে চীৎকার করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বিস্ফারিত নেত্রে অন্ধকারপূর্ণ সমুদ্রের দিকে চাহি-লেন। তখনও প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল, বায়ুর বেগও প্রবল; —তিনি কোনও দিকে কিছু দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ডেকের নীচে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—— * ——

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিন ভিন্ন অন্য কোনও দিন জাহাজের উপর মিঃ ব্লেকের শান্তির ব্যাঘাত হয় নাই, দিন গুলি বেশ আমোদেই অতিবাহিত হইয়াছিল। জাহাজের কাপ্তেন ও তাঁহার সহযোগী কর্ম্মচারীগণের সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। জাহাজের কাপ্তেন হইতে বাবুর্চ্চিখানার খানসামা পর্য্যন্ত তাঁহার এমন অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য তাহারা সকলই করিতে প্রস্তুত ছিল। দীর্ঘকাল জাহাজে বাস করায় মিঃ ব্লেকের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এমন বিশ্রামসুখ তিনি দীর্ঘকাল লাভ করিতে পারেন নাই।

মিঃ ব্লেকের জাহাজ সালভেরিটার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ডকে অনুরোধ করিলেন, জাহাজখানি যেন দিবাভাগে সালভেরিটার বন্দরে লইয়া যাওয়া না হয়, সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা দূরে—সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিবে। অধিক রাত্রে জাহাজখানি সমুদ্র-তটে কোনও নির্জ্জনস্থানে নঙ্গর করিবে। মিঃ ব্লেক সেখান হইতে একখানি নৌকা লইয়া তীরে উঠিবেন; তিনি তীরে উঠিবামাত্র জাহাজ পুনর্ব্বার দূরে লইয়া যাইতে হইবে। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দূরে দূরে অবস্থিতি করিয়া সপ্তাহান্তে জাহাজখানি পুনর্ব্বার অন্যের অলক্ষ্যে সমুদ্র-তটে আনীত হইবে; এবং তিনি যেখানে অবতরণ করিবেন, জাহাজের নৌকা সেই স্থানে তাঁহাকে লইতে যাইবে। যদি তিনি সেখানে প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে

নৌকায় উঠিয়া জাহাজে যাইবেন ; যদি নৌকার মাঝি তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে নৌকা লইয়া চলিয়া যাইবে, এবং জাহাজখানিকে তিন দিনের জন্য পুনর্ব্বার দূরে লইয়া যাইতে হইবে। —এই তিন দিন পরে তিনি নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট স্থলে জাহাজের প্রতীক্ষা করিবেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া মিঃ ব্লেক যথাসময়ে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিলেন ; জাহাজ হইতে নামিবার সময় তিনি নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন।

নাবিকের জরাজীর্ণ ছদ্মবেশে তিনি যে স্থানে অবতরণ করিলেন, সেই স্থানটি স্যাল্‌ভেরিটার রাজধানী পোর্টো কষ্টা হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। মিঃ ব্লেক নৈশ অন্ধকারে দ্রুত রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন কর্সেয়ার জাহাজের গতিবিধির প্রতি কেহ লক্ষ্য করিবে না, তিনি যে জাহাজ হইতে নামিয়াছেন, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিবে না ; কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, কর্সেয়ার জাহাজ গোপনে সমুদ্র-তটের নিকটে অল্পক্ষণের জন্য নঙ্গর করিলেও তাহা একজনের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেই ব্যক্তি নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক জাহাজ হইতে নামিবার সময় টাইগারকে সঙ্গে লইয়া যান নাই ; যদি যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুসরণকারী টাইগারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। টাইগার সঙ্গে না থাকায় মিঃ ব্লেক তাঁহার অনুসরণকারীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক একটি দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। সেই পল্লীর অধিবাসীগণ সাধারণতঃ দুশ্চরিত্র; তাহারা অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত। এই পল্লীতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে একজন স্থানীয় অধিবাসীর সহিত কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিয়া পুনর্ব্বার পথে বাহির হইলেন।

তখন সালভেরিটার অবস্থা কিরূপ, মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারেন নাই। সালভেরিটায় তখনও ঘোর অরাজকতা বর্ত্তমান। পথে চলিতে চলিতে তিনি নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক দেখিতে পাইলেন; কেহ পথে দাঁড়াইয়া মাতলামি করিতেছিল, কেহ বা কাহারও গলায় ছুরী দিয়া কিরূপে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে, সেই চেষ্টায় ঘুরিতেছিল।—কোনও দিকে শান্তি বা সুশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র ছিল না।

সঙ্কীর্ণ গলির দুই পাশে নোংরা জীর্ণ কুটীর;—নাবিকেরা মদ্যপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দলে দলে সেই পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহারা পরস্পরকে কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতেছিল, কোলাহল করিতে করিতে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিতেছিল। রাত্রিকালে এমন জঘন্য স্থানে ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত সাহসী লোকেরও সাহস হয় না। স্থানীয় কোনও ভদ্রলোক দায়ে পড়িয়াও সেখানে যাইতেন না; অপরিচিত বিদেশী ত দূরের কথা!

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত সতর্ক ভাবে চলিয়া অবশেষে একটি সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিলেন। পোর্টো কষ্টায় এরূপ সুড়ঙ্গ-পথ অনেক আছে। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে একাধিক বার পোর্টো কষ্টায় আসিয়াছিলেন, এবং এই সকল সুড়ঙ্গ-পথ তাঁহার কতকটা পরিচিত ছিল।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি জীর্ণ অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীটি দেখিয়া বোধ হয় না যে,

সেখানে কেহ বাস করে। অট্টালিকার বহিঃদ্বার রুদ্ধ ছিল; মিঃ ব্লেক সেই দ্বারে মৃদু করাঘাত করিলেন।

তিন বার আঘাতের পর একজন লোক ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "দরজায় কে ঘা দিতেছে?"

মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "যাহার ভিতরে যাইবার আবশ্যক।"

প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি জানেন না সাঙ্কেতিক শব্দ বলিতে না পারিলে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানি।"

প্রশ্নকারী বলিল, "কি শব্দ বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টোডোস্।"

প্রশ্নকারী সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বলিল, "ভিতরে আসুন।"

মিঃ ব্লেক এই সাঙ্কেতিক শব্দটি কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিঃ ব্লেক কার্য্যোপলক্ষে কয়েকবার সাল্‌ভেরিটা-রাজধানী পোর্টো কষ্টায় গমন করিয়াছিলেন; এই জন্য এই স্থানের পথ ঘাট সমস্তই তাঁহার সুপরিজ্ঞাত ছিল। সেই সময় সিনর মার্টিনা (এখন যিনি অস্থায়ী ভাবে এই রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন) বিপ্লববাদীগণের অধিনায়ক ছিলেন; সিনর মার্টিনার জীবন এক সময় বিপন্ন হইয়া উঠিলে মিঃ ব্লেকের সাহায্যেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। এই জন্য সিনর মার্টিনা মিঃ ব্লেকের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেককেও সে সময় অল্প বিপদে পড়িতে হয় নাই; তিনি সাল্‌ভেরিটার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য ছদ্মবেশে বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ভূগর্ভে বিদ্রোহীগণের

একটি প্রকাণ্ড আড্ডা ছিল ; রাজ-সৈন্যগণ সহসা সেই আড্ডা আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। একজন দলপতি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে থাকিয়া সৈন্যগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; একজন রাজ-সৈন্য তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইলে, মিঃ ব্লেক সেই সৈন্যের প্রাণবধ করিয়া দলপতির প্রাণ রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ দলপতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে একখানি মূল্যবান হীরক উপহার প্রদান করিয়াছিল। অনন্তর সে মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গ-পথে আর একটি আড্ডায় পলায়ন করিয়াছিল। এটি সেই আড্ডা। মিঃ ব্লেক জাহাজ হইতে নামিয়া যাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই সেই দলপতি ;—তাহারই নিকট তিনি এই আড্ডায় প্রবেশের সাঙ্কেতিক শব্দটি জানিতে পারেন।

এই অট্টালিকার বাহ্যিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইলেও ভিতরের সাজ-সজ্জা অতি মনোহর। ভিতরের কক্ষ সুন্দর রূপে সজ্জিত, ও উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত ! মিঃ ব্লেক কার্য্যানুরোধে পূর্ব্বে বিপ্লব-বাদীগণের গুপ্ত সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ; সুতরাং এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে তাঁহার আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না।

মিঃ ব্লেক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কক্ষ-প্রাচীর মূল্যবান চীনাংশুকে আবৃত ; মেঝের উপর একখানি স্থূল ও কারুকার্য্য-খচিত পারস্যদেশীয় গালিচা প্রসারিত। মধ্যস্থলে একখানি সুবৃহৎ গোলা-কার টেবিল ; টেবিলের উপর লোহিত মখমলের আস্তরণ, তাহাতে সোঁণালী জরির কারুকার্য্য। টেবিলের চারিদিকে গদি-আঁটা সুন্দর সুন্দর চেয়ার ; কয়েকটি তাম্রনির্ম্মিত সুবৃহৎ ল্যাম্প দপ্ দপ্ করিয়া

জ্বলিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল কক্ষটি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। সেই আলোক প্রাচীর-গাত্রস্থ চাকচিক্যময় চীনাংশুকে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার নয়নের বিভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিল।

সেই কক্ষে একখানি চেয়ারে একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিল, তাহার বর্ণ পীতাভ; তাহাকে দেখিলে দক্ষিণ আমেরিকার লোক বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় সে চীন দেশের লোক,—কোনও চীনাম্যানের বংশধর। তাহার পরিধানে পীতবর্ণের জমকালো পরিচ্ছদ। লোকটি একটি সুবৃহৎ গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিল; তাহার চক্ষু দু'টি গোলাকার, ক্ষুদ্র, তাহা অক্ষিকোটরে প্রবিষ্ট। মুখ দেখিয়া লোকটিকে সুপণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয়; মুখের ভাব সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার।

মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন; লোকটি গড়গড়ার নল মুখ হইতে নামাইয়া মিঃ ব্লেককে একখানি চেয়ারে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল; তাহার পর কাঁশির মত খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "অনেক কাল পরে তুমি এদেশে আসিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক সবিনয়ে বলিলেন, "হাঁ, সর্ব্বজ্ঞ, আমি পাঁচ বৎসর পরে এদেশে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ বলিল, "তোমার এখন সময় ভাল, তুমি যে কাজে হাত দিতেছ তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেছ। শুভগ্রহ তোমার সকল অকল্যাণ নষ্ট করিতেছে।—তোমার মঙ্গল হউক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ক্ষমতা অক্ষমতা আপনার ত অবিদিত নহে।"

বৃদ্ধ বলিল, "এ আর বেশী কথা কি? তুমি বিদেশী ও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও আমি বুঝিয়াছিলাম তোমার গুণ আছে, তুমি নিতান্ত সাধারণ লোক নও; সেই জন্যই আমি তোমাকে আমার শিষ্য-সমাজে প্রবেশের অধিকার দান করিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বিদেশীকে এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করি নাই। তুমি আমার অনুগ্রহ লাভের অযোগ্য পাত্র নহ। তুমি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এবার তুমি বড়ই কঠিন কার্য্যের ভার লইয়া এদেশে আসিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় দমন করিয়া বলিলেন, "আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমি কি জন্য এদেশে আসিয়াছি, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে।"

বৃদ্ধ বলিল, "প্রেসিডেন্ট পিয়ারসন নিরুদেশ হইয়াছে, তুমি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছ।"

মিঃ ব্লেক সহাস্যে বলিলেন, "আপনার নিকট কোনও কথা গোপন করিয়া ফল নাই, আপনার অনুমান সত্য।"

বৃদ্ধ বলিল, "তোমার বিনয় প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আমার কাছে কেন আসিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সর্ব্বজ্ঞকে ক সে কথাও আবার বলিতে হইবে? আমি জানিতে চাই –"

বৃদ্ধ বলিল, "প্রেসিডেন্ট পিয়ারসন সালভেরিটায় আছে কি না?— তোমার কিরূপ অনুমান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন ।মার অনুমান তিনি সালভেরিটায় নাই। আমার এ অনুমান কি সত্য?"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ। তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ; এ রাজ্যে প্রেসি-

ডেণ্ট পিয়ারসনের সন্ধান পাইবে না। তবে তোমার ভাগ্য প্রসন্ন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, কিন্তু বিলম্বে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন সম্বন্ধে কোনও কথা কি আপনার নিকট জানিতে পারিব না?'

বৃদ্ধ বলিল, "না বৎস, আমি তাহার সম্বন্ধে তোমাকে কোনও কথা বলিতে পারিব না। সে এখন তাহার পাপের ফলভোগ করিতেছে; সমস্ত গ্রহই এখন তাহার প্রতিকূল। দৈব-নির্ব্বন্ধের প্রতিকূলে কোনও কাজ করি, এরূপ আমার ইচ্ছা নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, সেই দুরাচার আমাদের এই সুপবিত্র গুপ্ত মণ্ডলীর বিরুদ্ধাচারী, তাহার ভণ্ডামী প্রকাশিত হইয়া পড়ুক, ইহাই মণ্ডলীর ইচ্ছা; মণ্ডলীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যাহা হউক, তুমি যখন আমার অনুগৃহীত, তখন আমি তোমার সঙ্কল্প-সাধনে বাধা দিব না। কিন্তু তোমাকে কোন-রূপে সাহায্য করিতে আমি অসমর্থ, তুমি পুরুষকারের সহায়তায় কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা কর। তবে তোমার মঙ্গলের জন্য ইহাও বলিতেছি যে, এই কঠিন সঙ্কল্প সাধনে নিবৃত্ত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য; কারণ, এ পথে অগ্রসর হইলে তোমাকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হইবে। আমি তোমার সম্মুখে সাংঘাতিক বিপদ দেখিতেছি: অতএব ক্ষান্ত হও, বৎস, ক্ষান্ত হও। তোমার সম্মুখে "পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা বর্ত্তমান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনিই ত বলিলেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, কিন্তু বিলম্বে।"

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য; কিন্তু বৎস, আমি তোমাকে স্নেহ করি, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি কিরূপ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছ—তাহা অনুভব করিয়াই আমি

তোমাকে সাবধান করিতেছি। অনর্থক কেন বিপদ্‌-জালে জড়িত হইবে?—দেশে তোমার অনেক কাজ পড়িয়া আছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার স্বদেশের মঙ্গল হইবে; এ বিদেশে কেন অনর্থক খুন হইতে আসিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া বলিলেন, "আমার দুর্ভাগ্য, এই কঠিন কার্য্যে আমি আপনার সাহায্যে বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার চেষ্টা বিফল হইবে না। আপনি বলিয়াছেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; ইহাই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা। হয় ত এই চেষ্টায় আমি বিপন্ন হইতে পারি—কিন্তু বিপদকে আমি ভয় করি না। ইচ্ছা করিয়াই ত আমি বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। কার্য্যোদ্ধার না করিয়া আমি ফিরিব না, ইহাই আমার সঙ্কল্প। এখন আমাকে বিদায় দান করুন।"

"তোমার মঙ্গল হউক",—বলিয়া বৃদ্ধ পুনর্ব্বার ধূমপানে মনঃসংযোগ করিল। মিঃ ব্লেক বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে অট্টালিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেক আশা করিয়াছিলেন, বৃদ্ধের নিকট তিনি প্রেসিডেন্ট পিয়ারসনের অন্তর্ধান সম্বন্ধে কোন-না-কোন সংবাদ জানিতে পারিবেন; কিন্তু সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বড়ই নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া একটি নির্জ্জন অন্ধকার-পূর্ণ সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে লোকটি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, সে কিছু দূরে তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। মিঃ ব্লেককে ফিরিতে দেখিয়া সে পুনর্ব্বার তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

মিঃ ব্লেকের পকেটে একটি পিস্তল ছিল; হঠাৎ তাঁহার বোধ

হইল পশ্চাতে তিনি কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিলেন; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন পিস্তলটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া সাবধানে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তাঁহার অনুসরণকারী লঘু পদক্ষেপে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া পড়িল, তাহার পদশব্দে মিঃ ব্লেক ফিরিয়া চাহিলেন;—সম্মুখে এক দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি পকেট হইতে তাড়াতাড়ী পিস্তলটি বাহির করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অনুসরণকারী একখানি তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ ছুরিকা তাঁহার স্কন্ধদেশে প্রোথিত করিল!

মিঃ ব্লেক আর হাত তুলিতে পারিলেন না, তিনি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাঁহার শোণিতে সেই স্থানের মৃত্তিকা কর্দ্দমিত হইল।

তাঁহার আততায়ী আর সেখানে দাঁড়াইল না; সে উৎফুল্ল মনে নগরের টেলিগ্রাফ্ আফিসে উপস্থিত হইল, এবং লণ্ডনে এই টেলিগ্রাম করিল,—

"ওরিনকোর কাজ শেষ। আজ রাত্রে বি-ও ফরসা। সকল বাধা বিঘ্নের অবসান। মালিককে সংবাদ দাও; আর কি করিতে হইবে জানাও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

এইবার আমরা "রূপসী বোম্বেটে" মিস্ আমেলিয়া কার্টার ও তাঁহার অনুচরগণের অনুসরণ করিব।

যে জেলে রাত্রিশেষে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া দুইখানি ফ্ল্যাটকে একখানি জাহাজের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল,—সে একবারও সন্দেহ করে নাই যে, সেই ফ্ল্যাটে সান্‌ভেরিটার প্রেসিডেণ্টকে দুই কোটী মুদ্রাসহ চুরী করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এমন কি, মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ তাহার উক্তিতে আস্থা স্থাপনও করেন নাই।

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে ফ্ল্যাটের উপর হইতে জাহাজে উত্তোলিত করা হইল; স্বর্ণমুদ্রাগুলি জাহাজের ধনাগারে রক্ষিত হইলে আমেলিয়া জাহাজ চালাইবার আদেশ দিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বোম্বেটে-জাহাজ 'ফ্লোর-ডি-লিজ্'-এর উপরে কোনও আলোক ছিল না; জাহাজের প্রতি তীরস্থ কোনও লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়েই জাহাজের উপরের সমুদয় আলোক নির্ব্বাপিত করা হইয়াছিল। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার ল্যাম্পগুলি পুনঃ-প্রজ্বলিত হইল; এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজ দ্রুতবেগে মুক্ত সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল।

ফ্লোর-ডি-লিজ্ প্রথমে দক্ষিণ দিকে চলিল। ঠিক সেই সময়ে স্মিথ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল; এবং অদূরবর্ত্তী কর্সেয়ার জাহাজের ডেকে বসিয়া 'টাইগার' দূর সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কাতর

ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক টাইগারের আর্ত্তনাদের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফ্লোর-ডি-লিজ্ দ্রুতবেগে ম্যাগিলান্ উপসাগরের অভিমুখে ধাবিত হইল।

ফ্লোর-ডি-লিজ্‌কে পথিমধ্যে ভাল্‌পারেসোর বন্দরে ভিড়াইলে, আমেলিয়া সেখানে লণ্ডন হইতে প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। তিনি টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন,—"ওরিনকোর কাজ শেষ। আজ রাত্রে বি—ও ফরসা। সকল বাধা বিঘ্নের অবসান। মালিককে সংবাদ দাও; আর কি করিতে হইবে জানাও।"

আমেলিয়া টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখে আনন্দ বা উৎসাহের কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না; তাঁহার চক্ষুতে বিষাদের ছায়া পড়িল। তিনি বিষণ্ণ মনে টেলিগ্রামখানি তাঁহার মাতুল গ্রেভিসের হাতে দিলেন।

গ্রেভিস্ টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল; সহর্ষে বলিল, "সু-খবর বটে! উপযুক্ত লোকের হাতেই এই গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল; তাহারা নির্ব্বিঘ্নে সকল কাজ শেষ করিয়াছে। রবার্ট ব্লেক ও তাহার সাগরেদ স্মিথ আর আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না।—এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

আমেলিয়া বলিলেন, "বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এমন নিষ্ঠুরের কাজ করিতে হইল, এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আমি কোনও দিনও নরহত্যার পক্ষপাতিনী নহি। মিঃ ব্লেক অসাধারণ লোক; যদি তিনি আমার শত্রুতায় প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এ ভাবে অকালে প্রাণ হারাইতে হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে আমি

আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। যদি তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, আমার দলে যোগ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহায়তার পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য আমার অসম্ভব হইত ?— এমন শক্তিসম্পন্ন উদার হৃদয় প্রতিদ্বন্দ্বী আর কখনও পাইব না।”

আমেলিয়া উঠিয়া তাঁহার কেবিনে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি পিত্তল নির্ম্মিত খট্টায় দেহ-ভার প্রসারিত করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে মুক্তা-বিন্দুর ন্যায় অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেকের হত্যা-সংবাদে আমেলিয়ার এরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিলে তাঁহার অনুচরগণ নিশ্চয়ই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইত; কারণ, তাহারা জানিত না, মিঃ ব্লেকের সহিত পূর্ব্বে একাধিকবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এমন কি, আমেলিয়া তাঁহার রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি আকার ইঙ্গিতে মিঃ ব্লেককে তাঁহার মনের ভাবও জানাইয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক মানব-হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বিবাহে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। ‘রূপসী বোম্বেটে’কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ত দূরের কথা! প্রেমের প্রত্যাখানে আমেলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, মিঃ ব্লেকের প্রতি বিরক্তও হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ তিনি বুঝিতে পারিলেন, ব্লেককে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। যে প্রেম তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃশলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, মিঃ ব্লেকের মৃত্যু-সংবাদে তাহা তাঁহার নারী-হৃদয় প্লাবিত করিয়া নয়ন-পথে অশ্রুর নির্ঝর মুক্ত করিল।

মিঃ ব্লেকের মৃত্যু সংবাদে রাইমারেরও আনন্দের সীমা রহিল না। যে ব্লেকের ভয়ে সে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিয়াছিল, আমেলিয়ার

গুপ্তচর তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে। কি আনন্দের সংবাদ! —এত দিনে সে নিষ্কণ্টক হইল।

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন ফ্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজের একটি ক্ষুদ্র কামরায় বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, আমেলিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; জাহাজ ভাল্পারেসোর বন্দর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইলে, তিনি পিয়ারসনের সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহাকে ডেকের উপর আনিতে আদেশ করিলেন।

তখন রাত্রি কাল। আমেলিয়া তাঁহার জাহাজের কর্ম্মচারীগণকে দূরে যাইতে আদেশ করিয়া মিঃ পিয়ারসনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

একজন কর্ম্মচারী পিয়ারসনকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিল। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন আমেলিয়াকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; এই অলোকসামান্যা রূপসীর রূপ-জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল!

আমেলিয়া যখন জাল পরিচয়-পত্র লইয়া সাল্ভেরিটায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনই তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত সমাজে পরিচিত করেন।—সেই যুবতী আতিথ্যের মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবেন, প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহারই রূপবতী অতিথি তাঁহার এই বিপদের মূল, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন; হঠাৎ তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।—কিন্তু সে সময় সে স্থানে ক্রোধ প্রকাশ নিষ্ফল বুঝিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিলেন; তথাপি বিদ্রূপের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ আপনাকে! আমি জানিতাম না আপনি এমন উদার

ভাবে আমার আতিথ্যের প্রতিদান করিবেন! আপনি যখন আমার প্রিয় বন্ধুর স্বাক্ষরিত পরিচয়-পত্র লইয়া সালুভেরিটায় উপস্থিত হন, তখন আমি একবারও সন্দেহ করি নাই যে, তাহা জাল পরিচয়-পত্র। পুরুষ জালিয়াৎ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু নারী জালিয়াৎ বোধ হয় এই প্রথম দেখিলাম। উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি, খলতায় নারী সর্পকেও পরাজিত করে; এখন বুঝিতেছি, আপনার মত রূপসীর খলতায় শয়তানকেও লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয়!"

প্রেসিডেন্ট পিয়ারসন কথাগুলি বলিতে বলিতে বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি বোধ হয় আরও কিছু কাল বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু আমেলিয়া তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে বলিলেন, "ধীরে, মহাশয়, ধীরে! আপনার এখন উত্তেজিত হইয়া লাভ নাই। আমার উপর রাগ করিয়া আপনি প্রলাপ বকিবেন না। আপনি বলিতেছেন, আমার মত রূপসীর খলতায় শয়তানকেও লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয়; এ কথা সত্য হইলে আপনারই মুখ ঢাকিয়া কথা বলা উচিত ছিল।"—অনন্তর আমেলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে কয়েক বার ধূম উদ্গীরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সর্প অপেক্ষা অধিক খল হইতে পারি, শয়তান অপেক্ষাও নির্লজ্জ হইতে পারি, কিন্তু আপনার তিরস্কার শুনিবার অভিপ্রায়ে আপনাকে বাঁধিয়া আনি নাই; আপনাকে ধরিয়া আনিবার অন্য উদ্দেশ্য আছে। মিঃ জেমস্ পিয়ারসন, যে পর্য্যন্ত আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তত দিন আপনি আমার অতিথি। যে "জিমি' পিয়ারসন একদিন অষ্ট্রেলিয়ায় জিগ্‌স খনির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিল, যে পিয়ারসন একদিন বিশ্বাসঘাতক তস্করের ন্যায় প্রভু-পত্নীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ

হইয়াছিল ; সেই নারীহন্তা বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে তাহার প্রভুকন্যা স্বহস্তে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া যদি তাহার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত দণ্ড দানে উদ্যত হইয়া থাকে, তবে আশা করি পরমেশ্বর তাহার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

আমেলিয়ার কথা শুনিয়া প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের লোমাঞ্চ হইল ; তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,"আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।—আপনি কে ?"

আমেলিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব-কথা ভুলিয়া না থাকিলে সহজেই আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতে। আমি কে, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই ? আমি মিঃ কার্টারের কন্যা—আমেলিয়া কার্টার,—যাহাকে তোমরা 'রূপসী বোম্বেটে' বলিয়া জান,ও যমের মত ভয় কর। —সেই যম স্বয়ং তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে।"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন বিস্ময়ে চক্ষু দু'টি কপালে তুলিয়া অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিলেন, বলিলেন, "রূপসী বোম্বেটে! জন কার্টারের কন্যা বোম্বেটেগিরি করিতেছে!—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?"

আমেলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না, স্বপ্ন নহে সত্য ; 'জিমি' যদি ছয় বৎসরের মধ্যে জিগস্ খনির ডাইরেক্টরের পদ হইতে একটি স্বাধীন রাজ্যের নির্ব্বাচিত রাজা হইতে পারে, তাহা হইলে জন কার্টারের কন্যাকে সেই সময়ের মধ্যে বোম্বেটে দলের অধিনায়িকা হইতে দেখিলে 'জিমি' পিয়ারসনের বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কে প্রতিভার গতি রোধ করিবে ?"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন বলিলেন, "আমেলিয়া কার্টার আজ বোম্বেটে সর্দ্দারণী ?—কি আশ্চর্য্য !"

আমেলিয়া বলিলেন, "হাঁ বোম্বেটে ; আমি বোম্বেটে সর্দ্দারণী,

আর তুমি কি? যে ভৃত্য প্রভুর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছে, সে কি বোম্বেটে নয়? বোম্বেটে রাজশক্তি লাভ করিলে রাজার সম্মান পায়। প্রমাণ তুমি! প্রবলের বর্ব্বরতা শোভা পায়; নতুবা তোমার মত বর্ব্বর সালভেরিটার রাজা নির্ব্বাচিত হইবে কেন?"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন; কিন্তু কি উপায়ে তিনি এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য তিনি আমেলিয়াকে বলিলেন, "তুমি জন কার্টারের কন্যাই হও, আর অন্য কেহ হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; রূপসী বোম্বেটের উপর আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই বটে, কিন্তু তাহাকে আমার রাজ্যে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে, তাহার দস্যুবৃত্তির উপযুক্ত দণ্ড দানে কুণ্ঠিত হইতাম না। আমি ত তোমার কোনও ক্ষতি করি নাই, তবে আমাকে কেন অনর্থক বন্দী করিয়া আনিয়াছ? কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ?"

আমেলিয়া সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পিয়ারসনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমার কোনও ক্ষতি কর নাই? ধিক্, এমন নির্লজ্জ মিথ্যা কথাও তোমার মুখে বাধিল না! তুমি আর তোমার কয়েকটি অনুচর—কয়েকজন তস্কর একত্র মিলিয়া আমার মায়ের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলে, অনায়াসে নারীহত্যা করিলে; শেষে আমাকেও পথে বসাইলে। সম্বলহীনা আশ্রয়বঞ্চিতা অনাথিনী আমি একাকিনী সংসার-সমুদ্রে ভাসিলাম!—কিন্তু দুর্জ্জনের দর্পহারী ভগবান আমাকে ত্যাগ করিলেন না; তাই আজ আমি আমেলিয়া কার্টার—দিগ্বিজয়ী জলদস্যু!--আমার প্রবল প্রতাপে আট্‌লাণ্টিকের এক প্রান্ত হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত

সকল জাতির বাণিজ্য-পোতচালকগণ আজ কম্পমান, আমার ভয়ে তটস্থ! আমি জননীর মৃত্যু-দিনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ প্রদান করিব ;—সে প্রতিজ্ঞা না করিলে তোমার মত কীটকে পদদলিত করিবার জন্য আমি অগ্রসর হইতাম না।—তুমি আইনকে ফাঁকি দিয়া সালভেরিটায় পলায়নপূর্ব্বক সেখানে রাজাগিরি ফলাইতেছ ; কিন্তু দর্পহারী ভগবান তোমাকে চূর্ণ করিবার জন্য সেই দূর দেশেও আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। রাজদণ্ড যেখানে ব্যর্থ, আমার দণ্ড সেখানে যমদণ্ডের মত অমোঘ।

"তুমি আর তোমার চোর সঙ্গীরা—সকল শয়তানই স্বকৃত-কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। আমি সর্ব্বপ্রথমে তোমাকেই চূর্ণ করিতে বসিয়াছি। ইতিমধ্যেই আমি তোমার মান সম্ভ্রম সব নষ্ট করিয়াছি ; পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রে তার বাহির হইয়াছে—সালভেরিটার প্রেসিডেণ্ট জেমস্ পিয়ারসন রাজকীয় তহবিলের দুই কোটী টাকা চুরী করিয়া ফেরার হইয়াছে।—চোরকে চোর বলা বোধ হয় অন্যায় হয় নাই।"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন অধীর স্বরে বলিলেন, "তুমি নারী নহ, পিশাচী ; তুমি রূপসী নহ, শয়তানী।"

আমেলিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "আমি শয়তানের সহিতই শয়তানের মত ব্যবহার করি ; যে পিশাচ—সে-ই আমার হস্তে পৈশাচিক দণ্ড লাভ করে।—আমি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কয়েক খানি সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পাঠ করিলেই আমার কথা সত্য কি না জানিতে পারিবে।—এ সকল আমারই খেলা; আমি আমার এই জাহাজে বসিয়া পৃথিবীব্যাপী জাল টানি ; তুমি সেই জালে আবদ্ধ হইয়া 'চোর' খেতাব পাইয়াছ। এখন হইতে লোকে তোমাকে 'চোর রাজা' বলিবে।"

মিঃ পিয়ারসন বলিলেন, "ইহাতেও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই? আর কত কষ্ট দিবে? আমি তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না; জানি, তোমার সে ভিক্ষা দানের শক্তি নাই। আমি তোমাদের সর্ব্ব-স্বান্ত করিয়াছি. এ অপবাদের প্রতিবাদ করিবারও ইচ্ছা নাই; কারণ, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম,এ কথা বলিলে তুমি তাহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি নারী, এই জন্যই তোমার হৃদয়ের দোহাই দিতেছি; তুমি একবার মেন্‌ডোজার অভাগিনী কন্যার কথা চিন্তা কর। তাহাকে শোকের সমুদ্রে ভাসাইও না; সে আমাকে ভালবাসে, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিও না। আমাকে হারাইয়া সে কি বাঁচিবে?—তোমার ইচ্ছা হয়, টাকাগুলা আত্মসাৎ কর, আমার আরও অধিক কলঙ্ক প্রচারিত কর; কিন্তু একবার তাহাকে জানাও—আমি তস্কর নহি, আমি তাহার প্রণয়ের অযোগ্যও নহি। তুমি বোধ হয় জান না, আমি আমার পুরাতন কপট বন্ধুগণের সংশ্রব বিষের মত ত্যাগ করিয়াছি; আমার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।—আমি অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের শক্তিতে যে উন্নতি লাভ করিয়াছি, যে সম্মানের অধিকারী হইয়াছি, আমি তাহার অযোগ্য নহি; ইহার মধ্যে কোনও প্রকার প্রতারণা প্রবঞ্চনা নাই। কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমার সে গৌরব,—মান সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। আমার মান সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা আর যে ফিরিয়া পাইব, সে আশা নাই। ইহাতেও কি তুমি সন্তুষ্ট নও? মানুষের প্রতিহিংসা ইহা অপেক্ষা আর কত দূর কঠোর হইতে পারে?—মেন্‌ডোজা-কুমারী তোমার কোনও অনিষ্ট করেন নাই; তাঁহার জীবনের সুখ নষ্ট করিও না।—আমার অপরাধে তাঁহার হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত করিও না।"

আমেলিয়া বলিলেন, “আজ তুমি একটি নিরপরাধ রমণীর প্রতি দয়া দেখাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছ; সেই যুবতী তোমার প্রণয়িনী বলিয়াই তোমার এ অনুরোধ। কিন্তু তুমি কি আমার অনাথা জননীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলে? তোমার সহযোগী তস্করেরা তখন কি একবারও তাহাদের দুষ্কর্ম্মের কথা ভাবিয়াছিল? —তিনি ত তোমাদের কোনও অপকার করেন নাই; তাঁহার অপরাধ, তিনি তোমাদিগকে বিশ্বাসী মনে করিয়া তাঁহার স্বর্ণখনির সমস্ত ভার তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তোমরা সর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিয়াছিলে; আমাকে তোমরা ভিখারিণী করিয়াছিলে; এবং আইনের সাহায্যে তোমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিব না, এই ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিলে। তোমাদের অত্যাচারে আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা আমার স্মরণ থাকিবে।—প্রতিহিংসার কথা কি বলিতেছ? তোমাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তোমাদের মাংস কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করিলেও আমার মনের জ্বালা জুড়াইবে না।—তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদতলে নিষ্পেষিত করিবার জন্য আমি এত কাল ধরিয়া কি চেষ্টাই না করিয়াছি? আমি ঘৃণিত দস্যুদলে যোগদান করিয়াছি; নিজের শক্তিতে তাহাদের অধিনায়িকার পদ লাভ করিয়াছি। তাহারা আমার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের সুখ দুঃখ ক্ষতি লাভের জন্য আমিই দায়ী। তোমাকে কারারুদ্ধ করিয়া কেবল আমার নহে, তাহাদেরও লাভ আছে; সুতরাং তোমাকে মুক্তিদানের ইচ্ছা থাকিলেও আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। ছাড়িতে পারিব না বলিয়াই, যিনি তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন, সেই ব্যক্তিকে—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ মিঃ ব্লেককে হত্যা করা

হইয়াছে।—আমি তোমার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, যত দিন তুমি বাঁচিবে, জীবন্মৃত ভাবে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিবে। আমার এই সঙ্কল্প কোনও কারণে ব্যর্থ হইবে না। তবে তুমি সিনর মেন্-ডোজার কন্যার সুখ শান্তির কথা বলিতেছে; তাঁহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, আমি তাহা ভাবিয়া দেখিব। আমি জীবনে যেরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, ঈশ্বর করুন অন্য কোনও রমণীকে যেন সেরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়।—এখন তুমি তোমার কারা-প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন কর, আপাততঃ আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই; তোমার প্রতি কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিব, তাহা পরে জানিতে পারিবে।”

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উঠিলেন; আমেলিয়ার ইঙ্গিতে একজন প্রহরী সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কারা-প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সূত্র-চালিত পুত্তলিকার মত প্রহরীর অনুসরণ করিলেন।

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন প্রস্থান করিলে আমেলিয়া তাঁহার সুসজ্জিত কেবিনে প্রবেশ করিলেন, এবং কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন,—

“সিনরিটা মেন্‌ডোজাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, তাঁহার প্রণয়ী প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন প্রথম জীবনে যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, এখন তাহাকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। অপরাধ যেমন গুরুতর, প্রায়শ্চিত্তও সেইরূপ কঠিন। সত্য কথা বলিতে কি, প্রেসিডেণ্ট পিয়ার-সন সিনরিটা মেন্‌ডোজার পাণিগ্রহণের যোগ্য নহে; অতএব এই

দুর্জ্জনকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য।—সিনরিটাকে সাবধান করা যাইতেছে যে,—এই গুপ্তলিপি যদি তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন, বা এ সম্বন্ধে কোনও কথা কাহারও গোচর করেন, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে অতি সত্বর ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করা হইবে। পত্রলেখক কোনও নিরপরাধ নারীর ক্ষতি করিতে ইচ্ছা করেন না; তাই প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের অনুরোধেই সিনরিটাকে এই পত্র লিখিত হইল। আশা করা যায় এই পত্র পাঠে সিনরিটা অনেকটা নিরুদ্বেগ হইবেন। এই পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে তাহা পত্রলেখকের অজ্ঞাত থাকিবে না।"

পত্রখানি লেফাপায় পুরিয়া আমেলিয়া তাহাতে শিরোনামা লিখিলেন, ; তাহার পর তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে সালভেরিটা-রাজধানীর সেই অন্ধকারপূর্ণ সঙ্কীর্ণ গলিতে ভূতলশায়ী হইলে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল ; সে কথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে।

চেতনাসঞ্চার হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি জীর্ণ কুটীরের এক প্রান্তে একটি অপরিচ্ছন্ন শয্যায় শায়িত আছেন।

মিঃ ব্লেক চক্ষু মেলিয়া একবার চারি দিকে চাহিলেন, তাহার পর উঠিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, স্কন্ধের বেদনাও অসহ্য ; তিনি উঠিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পার্শ্বপরিবর্ত্তনেরও শক্তি নাই !

তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই অপরিচিত স্থানে তিনি কখন আসিয়াছেন, কে-ই বা তাঁহাকে এখানে আনিয়াছে ? কিন্তু কোনও কথা তাঁহার মনে পড়িল না ; নানা চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। হঠাৎ কাহার পদ-শব্দে তাঁহার চিন্তা-স্রোত অবরুদ্ধ হইল ; তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, একটি যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি নির্ণিমেষ নেত্রে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

যুবতী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিল, তাঁহার চেতনাসঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল ; সে তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল,

দুর্জ্জনকে সম্পূর্ণ এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন? আপনাকে সুস্থ সাবধান কর' বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।"

দেখিতে, স্পেনীয় ভাষায় এ কথা বলিল; মিঃ ব্লেক এই ভাষায় হইতে ছিলেন। তিনি যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, এক র্ষে সে বড় সুন্দরী ছিল। প্রথম যৌবনের রূপ-মাধুরী এখন আর নাই বটে, তথাপি তাহার যৌবনের লাবণ্য সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই।— মিঃ ব্লেক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্পেনীয় ভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়?"— তখনও তিনি এত দুর্ব্বল যে, কথা কয়টি স্পষ্ট উচ্চারিত হইল না।

যুবতী বলিল, "আপনি এখানে নিরাপদে আছেন, আপনার আর আশঙ্কা নাই; আশা করি দুই একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। আপনার কোনও শত্রু আপনার কাঁধে ছোরা মারিয়াছিল। আঘাত এমন গুরুতর হইয়াছিল যে, আমার মনে হইয়াছিল হয় ত আপনার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু আপনার শরীর ইস্পাতের মত কঠিন, আর আপনার দেহেও বোধ হয় অসাধারণ শক্তি ছিল; তাই ছোরা খাইয়াও আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। কোনও ক্ষীণজীবী দুর্ব্বল লোকের এত রক্তপাত হইলে সে কখনও বাঁচিত না।—আপনার ক্ষত প্রায় শুকাইয়া উঠিয়াছে।"

এবার মিঃ ব্লেকের পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হইল; তিনি ঈষৎ আবেগের সহিত বলিলেন, "হাঁ, আমার মনে পড়িয়াছে বটে! কিন্তু আপনি বলিলেন, আমার ক্ষত প্রায় শুকাইয়া উঠিয়াছে; এমন গভীর ক্ষত ত দুই একদিনে শুকায় না! আমি কত দিন এখানে পড়িয়া আছি?"

যুবতী বলিল, "দশ দিন আপনি এই ঘরে জীবন্মৃত-বৎ পড়িয়া

ছিলেন ; এই দশ দিনের মধ্যে একবারও আপনার চেতনাসঞ্চার হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "দশ দিন!—আজ কি বার?"

যুবতী বলিল, "আজ বুধবার, ; আপনাকে যে দিন এখানে লইয়া আসি—সে দিন সোমবার। গত পূর্ব্ব-সপ্তাহের সোমবার হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দশ দিন আপনি আমার আশ্রয়ে আছেন।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার জাহাজ তাঁহার সন্ধানে দুই দিন পূর্ব্বে যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া নিশ্চয়ই ফিরিয়া গিয়াছে। জাহাজের কাপ্তেন ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কি মনে করিতেছে, কে বলিবে? জাহাজখানি এখন কোথায়, তাহাও ত জানিবার কোনও উপায় নাই! স্মিথ কোথায় কি করিতেছে?—তিনি যে কার্য্যের ভার লইয়া এই দূরদেশে আসিয়াছিলেন—তাহারই বা কত দূর কি হইল?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবতী বলিল, "আপনাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিতেছি ; এখন আপনি সকল চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনার শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল ; এ শরীরে চিন্তার ভার সহ্য হইবে না।"

মিঃ ব্লেক যুবতীর কৃষ্ণবর্ণ প্রশান্ত নয়ন-তারকার দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমি বড়ই দুর্ভাবনায় পড়িয়াছি ; চেষ্টা করিলেও যে সে চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিব, এরূপ আশা নাই। আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন, আপনার সেবা-শুশ্রূষা ভিন্ন এ যাত্রা নিশ্চয়ই আমার প্রাণরক্ষা হইত না ; আপনার নিকট আমি

কতদূর ঋণী, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।”

যুবতী ব্যগ্রভাবে বলিল, “না, না, আমি আপনার ধন্যবাদের পাত্রী নহি; আমার সকল কথা শুনিলে আপনি বুঝিবেন, আমার নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও কারণ নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তথাপি আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ নাই!—আপনি কেন যে এ কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।”

যুবতী চক্ষু অবনত করিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “মহাশয়, সত্যই আমার নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও কারণ নাই। আপনি যখন গুপ্ত সমিতির আড্ডা হইতে বাহির হন, সেই সময় আমি নিঃশব্দে আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করিয়া—আপনার কাছে যাহা কিছু থাকে তাহা কাড়িয়া লইব। লোকের ‘গাঁট-কাটাই’ আমার পেশা।—কিছু লাভের আশাতেই আমি আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আর একজন লোক আপনার পশ্চাতে লাগিয়াছে। সে হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করিয়া আপনার কাঁধে ছুরি বসাইয়া পলায়ন করিল! সে বোধ হয় মনে করিয়াছিল—ছুরিকাঘাতে আপনার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু লোকটা আপনার পকেট না মারিয়াই সরিয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম; কি উদ্দেশ্যে সে আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

“যাহা হউক, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া

দেখিলাম, ক্ষতমুখ হইতে প্রবল বেগে রক্ত ঝরিতেছে, রক্তে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে; রক্তে সেই স্থানের মাটী পর্য্যন্ত কাদা হইয়াছে! আপনি মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। কিন্তু আমি পিশাচী, আমার হৃদয়ে দয়া মায়া নাই; আপনার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও আমার মনে করুণার উদ্রেক হইল না।—আমি আপনাকে এখানে তুলিয়া আনিলাম বটে, কিন্তু আপনাকে বাঁচাইবার জন্য নহে;—আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার কাছে যাহা কিছু পাই, তাহা হস্তগত করিয়া আপনার মৃতদেহ কোনও একটা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিব!—কিন্তু আপনাকে এখানে আনিয়া আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; কেন হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বহু দিন হইতে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছি; কোনও পাপে আমার সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই। আমি স্বহস্তে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি; আমার কবলে পড়িয়া কত ধনবান যুবক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু আপনার সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়াও আমি আপনাকে হত্যা করিতে পারিলাম না। হত্যা করা দূরে থাক, আমি আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম; আপনার ক্ষত উত্তমরূপে ধুইয়া 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া দিলাম; যাহাতে আপনার প্রাণ রক্ষা হয়—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আপনার পকেটে যাহা কিছু ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইয়া সিন্দুকে রাখিয়াছি; আমি কিছুই আত্মসাৎ করি নাই, কেবল আপনার পরিচর্য্যার জন্য ঔষধাদি কিনিতে যে দুই এক টাকা লাগিয়াছে—তাহাই খরচ করিয়াছি মাত্র।"

পতিতা স্পেনীয় যুবতীর কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্‌নিস্পত্তি করিতে পারি-

লেন না ; অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "তুমি রাক্ষসী হইতে পার, পিশাচী হইতে পার,—কিন্তু আমার নিকট তুমি দেবী। ভগবান পতিতের উদ্ধার কর্ত্তা, তিনি অনাথের—নিরাশ্রয়ের রক্ষক। তাঁহার কৃপাতেই তোমার দুর্ম্মতি দূর হইয়াছে। তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার মানুষে দিতে পারে না, পরমেশ্বরই তোমাকে পুরস্কার দিবেন। তবে আমার যাহা সাধ্য, তোমার জন্য অবশ্যই তাহা করিব।"

যুবতী বলিল, "না মহাশয়! আমি আপনার নিকট কোনও পুরস্কারের প্রার্থনা করি না ; আমার অর্থের আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ আমার প্রচুর অর্থ আছে।—আপনি দুর্ব্বল, আর অধিক কথা কহিবেন না ; তবে একটা কথা জানিতে চাই,—এ দেশে আপনার কোনও আত্মীয় বন্ধু আছেন ?—আমি—"

যুবতীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রুদ্ধদ্বারে কে করাঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গে বহির্ভাগে কুকুরের চীৎকার হইল। যুবতী তাড়াতাড়ী উঠিয়া একটা পিস্তল লইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে,— দেখিয়া মিঃ ব্লেক ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "গুলি করিও না। স্বরে বুঝিয়াছি, এ কুকুর আমার ; আমার বন্ধুরা বোধ হয় এখানে আমার সন্ধানে আসিতেছেন।"

যুবতী পিস্তল নামাইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল ; দুইজন ভদ্রলোক টাইগারের পশ্চাতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের একজন কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড, অন্যজন তাঁহার জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকে।

টাইগার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই এক লম্ফে মিঃ ব্লেকের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইল ; এবং আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে

চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।—টাইগারের প্রভুভক্তি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

কাপ্তেন বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ,—অনেক কষ্টে আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। আপনার এই কুকুর সঙ্গে লইয়া ম্যাকে ও আমি আজ দুই দিন ধরিয়া আপনাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি! আপনি কি পীড়িত ছিলেন? কি অসুখ? অসুখ গুরুতর নহে ত?"

মিঃ ব্লেক মৃদু হাস্যে বলিলেন, "একজন লোক আমার কাঁধে একখানা ছুরি বিঁধাইয়া দিয়াছিল; এমন জখম হইয়াছিলাম যে—বাঁচিবার আশা ছিল না। কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছা নহে যে, হঠাৎ আমি এখানে মারা যাই।"

কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি কোন্ সাহসে এই সকল বদ্‌মায়েসের আড্ডায় আসিয়াছিলেন? আপনি যে বাঁচিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! এমন কদর্য্য স্থানে একাকী বেড়াইলে কোন্ দিন আপনার প্রাণ যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রাণ ত প্রায় গিয়াছিল; ছুরিকাঘাতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে সদাশয়া মহিলাটি আমাকে এই কুটীরে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এখন তোমরা আমাকে গোপনে এখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে? যাহারা আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমি যে বাঁচিয়াছি, ইহা তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া হইবে না।"

কাপ্তেন বলিলেন, "এ আর কঠিন কাজ কি? আপনাকে এখান হইতে গোপনেই লইয়া যাইব। আমি একখানি গাড়ী আনিতেছি, সেই গাড়ীতে আপনি হোটেলে চলুন। একটা ঝুঁটা দাড়ি পরিলে

কেহই আপনাকে চিনিতে পারিবে না।—এখন আপনাকে একটা মন্দ সংবাদ দিব, বড়ই দুঃখের সংবাদ।"

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কু-সংবাদ? কি সংবাদ শীঘ্র বল।"

কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড বলিলেন, "ওরিনকো জাহাজের কাপ্তেন ব্রাউন গত সপ্তাহে এখানকার বন্দরে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহার জাহাজে একটী যুবক আরোহী ছিল, তাহার নাম গেটস্। জাহাজ উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিবার দুই দিন পরে সেই যুবক জাহাজ হইতে কিরূপে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে! তাহার আর সন্ধান হয় নাই। আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনার একজন অনুচর এই নামে 'ওরিনকো' জাহাজে এখানে যাত্রা করিয়াছে;—সেইজন্যই আপনাকে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করা আবশুক মনে করিলাম।"

মিঃ ব্লেক কাতর ভাবে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ কথা কি সত্য?"

কাপ্তেন বলিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য। আপনাকে এমন দুঃসংবাদ দিতে হইল, বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, অন্য কোনও জাহাজের লোক তাহাকে সমুদ্র হইতে তুলিয়াছে;—এমনও ত অনেক সময় ঘটে।"

মিঃ ব্লেক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "না, সে আশা নাই।—তোমরা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিতেছ? আমার এই কাতরতা মার্জ্জনা কর। সেই যুবক আমার পুত্রের ন্যায় প্রিয়তম; তাহার ন্যায় আত্মীয় সংসারে আমার আর কেহ নাই।"

কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড ও মিঃ ম্যাকে ক্ষুণ্ণ মনে মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইলেন। টাইগার নড়িল না, তাঁহার পাশে বসিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাতর স্বরে বলিলেন,

"আহা বেচারা আমার দোষেই অকালে প্রাণ হারাইল! শেষে শত্রুরা তাহাকে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিল! সংসারে আমার মুখের দিকে চাহিতে সে ভিন্ন আর যে কেহই ছিল না; এমন বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত অনুচর আমি আর কোথায় পাইব? আমার বন্ধু, সখা, বয়স্য, আমার পরামর্শদাতা, সুহৃদ—এমন আর কে আছে? আমার জীবনের এক অংশ উজাড় হইয়া গেল! উঃ, কি কষ্ট! আমি কি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম, এমন করিয়া তাহাকে হারাইব?"

পূর্ব্বোক্তা স্পেনীয় রমণী হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক মিঃ ব্লেককে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; কোমল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার অসুখ বাড়িয়াছে কি? আপনাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার অসুখ বাড়ে নাই; আমার যে বন্ধুরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট একটা বড় দুঃসংবাদ শুনিয়া মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছি। আমার একটী স্নেহের পাত্রকে হারাইয়াছি! সে আমার পুত্রাধিক প্রিয়তম—একটি যুবক।"

রমণী বলিল, "বড়ই দুঃখের কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই এখানে আসিয়া-ছিলেন।"

"তবে আপনার কিছু আহারের আয়োজন করি—" বলিয়া রমণী সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

আহারের পর মিঃ ব্লেক একখানি গাড়ী আনাইয়া রমণীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করিলেন। রমণী অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে বিদায় দিল।

মিঃ ব্লেক পর দিন সাল্‌ভেরিটার নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি সিনর মার্টিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।—যে জেলে মাছ ধরিতে গিয়া বোম্বেটেদের কাণ্ড দেখিয়াছিল, মিঃ ব্লেক সিনর মার্টিনার নিকট তাহার নাম জানিতে পারিলেন। তিনি উক্ত জেলের সহিত আলাপ করিয়া একটি নূতন তথ্য অবগত হইলেন। জেলে যে জাহাজখানা দেখিয়াছিল—সেই জাহাজখানির মত একখানি জাহাজ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে পোর্টো কষ্টার বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক জেলের নিকট হইতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার সিনর মার্টিনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "শুনিলাম কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনাদের বন্দরে একখানি বিদেশী জাহাজ আসিয়াছিল; সে জাহাজখানি কাহার, সংবাদ রাখেন কি?"

সিনর মার্টিনা বলিলেন, "হাঁ, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একখানি নূতন ধরণের জাহাজ আসিয়াছিল বটে। জাহাজের মালিকের নাম মিঃ গ্র্যাণ্ট, ভয়ানক পয়সাওয়ালা লোক; সঙ্গে তাঁর এক ভাগিনেয়ী, অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাঁহারা অনেক বড় লোকের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া এখানে আমরা তাঁহাদের খুব আদর যত্ন করিয়াছিলাম! তাঁহারা এখানে কয়েক দিন বেশ আমোদে কাটাইয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মামা? তার সঙ্গে সুন্দরী ভাগিনেয়ী! যুবতীর কি নাম, স্মরণ আছে?"

সিনর মার্টিনা বলিলেন, "হাঁ, স্মরণ আছে বৈ কি! যুবতীর নাম কুমারী কার্সটন। এমন সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কুমারী কার্সটন? তাহারা যে জাহাজে আসিয়াছিল, সেই জাহাজখানার নাম স্মরণ হয় কি?"

সিনর মার্টিনা বলিলেন, "যুবতীর মামা মিঃ গ্র্যাণ্টের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহাদের জাহাজের নাম 'ফ্লোর-ডি-লিজ্'।—ব্যাপার কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খুব জটিল ব্যাপার বটে !"—মনে মনে বলিলেন, "কিন্তু আমি কি নির্ব্বোধ ! এত অল্প সময়ে তাহারা গা ঢাকা দিবে, ইহা বুঝিতে পারি নাই ? দেখি, কত দূর কি করিয়া উঠিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক সিনর মার্টিনার নিকট বিদায় লইয়া ব্রিটিশ রাজদূতের আফিসে উপস্থিত হইলেন। যে সকল বৈদেশিক জাহাজ পোর্টো কষ্টায় নঙ্গর করে—বৃটিশ রাজদূতের আফিসে তাহার একটি তালিকা থাকে ; মিঃ ব্লেক কয়েক সপ্তাহের দৈনন্দিন তালিকা লইয়া পরীক্ষা করিতে বসিলেন।

মিঃ ব্লেক তালিকাগুলি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এক দিন নিম্নলিখিত জাহাজগুলি পোর্টো কষ্টার বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল,—"ভাল্‌পারেসো, চিলি, ফ্লোর-ডি-লিজ্।"

দুই দিন পরের তালিকা এইরূপ,—"ভাল্‌পারেসো, ফ্লোর-ডি লিজ্ ফিজি দ্বীপের সুভা বন্দরে যাত্রা করিল।"

মিঃ ব্লেক তালিকা বন্দ করিয়া হোটেলে ফিরিলেন, এবং তাঁহার জিনিস পত্র বাঁধিবার আদেশ দিলেন। তাহার পর পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন, "মামার নাম গ্র্যাণ্ট,—যুবতীর নাম কুমারী কার্স্‌টন ! নামে সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু সম্বন্ধে সাদৃশ্য আছে। কুমারী কার্স্‌টন যদি আমেলিয়া কার্টার না হয়,—তাহা হইলে আমার গোয়েন্দাগিরিই বৃথা ! প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে,—আমেলিয়াও দীর্ঘকাল অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিয়াছে। হঠাৎ সে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে কেন আসিল, কি উদ্দেশ্যেই বা কোথায় অন্তর্দ্ধান

করিল? জটিল রহস্য বটে! কিন্তু আমাকে এ রহস্য ভেদ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক হোটেল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লণ্ডনে সিনর মেন্‌-ডোজার নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন; পত্রের উপর তাঁহার অনুচর প্যাট্রিক স্মিথের নাম। পত্রখানি তিনি পুরু লেফাপায় পুরিয়া উত্তম রূপে গালা-মোহর করিয়া ডাকে দিলেন।

পত্রখানি ডাকের বাক্সে ফেলিয়া মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হয় ত পত্র লেখা বৃথা হইল; কোনও চলন্ত জাহাজের কাপ্তেন কি স্মিথকে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছে? যদি সে এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া সিনর মেন্‌ডোজার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তখন পত্রখানি তাহার হস্তগত হওয়াই সম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বিষণ্ণ বদনে কর্সেয়ার জাহাজে পদার্পণ করিলেন। জাহাজের কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড জাহাজ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন; মিঃ ব্লেকের আদেশে জাহাজ দক্ষিণাভিমুখে চলিল।—এবার মিঃ ব্লেকের লক্ষ্য ফিজি দ্বীপ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিগন্তব্যাপী মেঘান্ধকার-সমাচ্ছন্ন নিশায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্যাট্রিক স্মিথ ডেকের উপর হইতে যখন সমুদ্র-বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়,—সেই সময় সে রেলিং-সংরক্ষিত একটি 'লাইফ-বেল্ট' টানিয়া লইয়াছিল। সেই 'লাইফ-বেল্ট'টি হাতে লইয়াই সে আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গময় ফেনোর্ম্মি মুখর অন্ধকার বক্ষে নিপতিত হইল!—সে সময় তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়।

সমুদ্রে পড়িয়া চেতনা সঞ্চার হইলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহার শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। সে উভয় হস্তে লাইফ-বেল্টটি আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার ভিতর মাথা পুরিয়া দিল, এবং তাহার চক্রের উপর উভয় বাহু সংস্থাপিত করিয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল।—দুই একবার হাবুডুবু খাইলেও লাইফ-বেল্টের উপর নির্ভর করায় স্মিথকে আর ডুবিতে হইল না; সে স্তম্ভিত হৃদয়ে ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। উর্দ্ধে মেঘমণ্ডিত অন্ধকার আকাশ, চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের সীমাহীন বারিরাশি, পদতলে অতলস্পর্শ সমুদ্র-গর্ভ! তখনও অশ্রান্ত বেগে বৃষ্টি পতিত হইতেছিল; আকাশে মেঘের কোলে বিদ্যুতের নীলাভ লোল জিহ্বা! সেই সুতীব্র বিদ্যুৎ-শিখায় তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল; কড় কড় বজ্রধ্বনিতে তাহার কর্ণ বধির হইল।

স্মিথ আবার চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে চাহিল; দেখিল 'ওরিনকো' জাহাজের আলোক ক্রমে দিক্‌-চক্রবাল রেখায় মিলাইয়া যাইতেছে! মুহূর্ত্তের জন্য সে তাহা দেখিতে পাইল; কিন্তু বৃষ্টির ধারা-প্রাচুর্য্যে তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। পুনর্ব্বার চক্ষু মেলিয়া আর সে জাহাজের আলোক দেখিতে পাইল না; দেখিল, অন্ধকার—জগদ্ব্যাপী অনন্ত অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত! ভয়ে সে পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিল;—হৃদয়েও নিরাশার বিরাট গাঢ় অন্ধকার; স্তিমিত জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত-প্রায়!

স্মিথ সেই বেল্টের উপর ভাসিতে ভাসিতে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "এবার বুঝি প্রাণ বাঁচে না! এমন বিপদে ত কখন পড়ি নাই। শয়তান যে ধর্ম্মাত্মা পাদরীর পোষাক পরিয়া আমার স্কন্ধে ভর করিবে, আমাকে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিবে, ইহা কে মনে করিয়াছিল? প্রভু আমাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়াছিলেন; নিজের দোষেই এই বিপদে পড়িলাম! কোন দিকে ত কোনও জাহাজ দেখিতেছি না; কতক্ষণ এ ভাবে ভাসিব?—আমার আর উদ্ধারের আশা নাই। কিন্তু এ বয়সে কাহার মরিতে ইচ্ছা হয়? অদৃষ্টে কি এই ছিল? শেষে সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইল!"

স্মিথ সমুদ্র-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অকূলে ভাসিয়া চলিল। কোন্ দিকে সে যাইতেছে, তাহা সে জানে না; কতক্ষণ সে জলে ভাসিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। ক্রমে শীতে তাহার হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গেল, দাঁতে দাঁতে বাধিতে লাগিল। বৃষ্টি থামিলে সে কিছু দূরে একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল। তাহার বোধ হইল, উহা কোনও জাহাজের আলোক।—জাহাজখানি কত দূরে আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু আলোক দেখিয়া

তাহার হৃদয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। সে যথাসাধ্য চীৎকার করিয়া জাহাজের লোকজনকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বিদীর্ণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ জাহাজস্থ কোনও লোকের কর্ণগোচর হইল না। কেবল সেই জাহাজের ডেকে উপবিষ্ট 'টাইগার' বহু দূরে থাকিয়াও সেই স্বরের আভাস পাইয়াছিল; তাই সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছিল, এবং স্মিথের কণ্ঠস্বরের প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।—উহাই মিঃ ব্লেকের জাহাজ 'কর্সেয়ার'। 'কর্সেয়ার' দ্রুতবেগে তাহার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল; আলোক অদৃশ্য হইল।—স্মিথের হৃদয় আবার নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইল; সমুদ্র-বক্ষে উষালোক প্রতিবিম্বিত হইল। স্মিথের আর হাত পা নাড়িবার শক্তি রহিল না, সে চতুর্দ্দিক ধূমময় দেখিতে লাগিল; সেই অবস্থায় তাহার বোধ হইল, দূরে একখানি জাহাজ পাল তুলিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল, তাহার বিদীর্ণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ দূরবর্ত্তী জাহাজে পঁহুছিল না। সে নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েক ঢোক লোনা জল উদরস্থ হওয়ায় সে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিল; তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল; শেষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। অরুণ-কিরণে পূর্ব্ব গগন সুরঞ্জিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার অসাড় দেহ তরঙ্গাভিঘাতে সমুদ্রের নীল জলে ভাসিয়া চলিল।—তাহার দেহের সমস্ত ভার 'লাইফ-বেল্টের' উপর না পড়িলে হয় ত ততক্ষণ সে আট্‌-লান্টিকের অতলস্পর্শ গর্ভে অদৃশ্য হইত।—স্মিথের স্বর্ণাভ কেশদামে,

পাণ্ডুর মুখে ও মুদিত নেত্রে প্রভাতারুণের হিরণ্ময় কিরণ প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

'আনাবেল্' নামক সুবৃহৎ সদাগরী জাহাজের কাপ্তেন মার্ষ্টার্শ প্রাচীন ও বহুদর্শী কাপ্তেন। পূর্ব্বে তিনি প্যাসেঞ্জার ষ্টীমারে কাপ্তেনী করিতেন; কিন্তু তাঁহার পরিচালিত একখানি প্যাসেঞ্জার জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই দোষী করেন। জাহাজের আরোহী ও নাবিকগণ সকলেই রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু জাহাজ-ডুবি হওয়ায় কোম্পানীর অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। কাপ্তেন মার্ষ্টা-র্শের কোনও দোষ না থাকিলেও, কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে তিনি পদচ্যুত হইলেন। তিনি নানা প্রমাণ প্রয়োগে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিলে, এক বৎসর পরে তাঁহাকে এই সদাগরী জাহাজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। সেই সময় হইতে তিনি 'আনাবেলে'র কাপ্তেনী করিতেছেন।

স্মিথ যে সময় সংজ্ঞাহীন ভাবে সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই সময় 'আনাবেল্' মাল লইয়া আমেরিকার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল; অতি প্রত্যুষে কাপ্তেন ডেকের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, কিয়দ্দূরে সমুদ্র-তরঙ্গে কি একটা ভাসিয়া যাইতেছে!—তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন, মানুষ নহে ত?—ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তিনি দূরবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। দূরবীণ দিয়া দেখিলেন, একটি মানুষ সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে!—নিকটে বা দূরে কোনও জাহাজের চিহ্ন নাই, এখানে মানুষ কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্ব-রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময় কোনও জাহাজ ডুবিয়াছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু ভাসমান মনুষ্যটি জীবিত কি মৃত

দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। যদি এখনও তাহার দেহে প্রাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রাণরক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাপ্তেন জাহাজ থামাইবার আদেশ দিলেন। জাহাজ থামিলে, কয়েক জন নাবিককে 'জলি বোটে' সমুদ্রে নামাইয়া দেওয়া হইল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে নাবিকেরা স্মিথের নিস্পন্দ দেহ 'জলি বোটে' তুলিয়া জাহাজে প্রত্যাগমন করিল।

কাপ্তেন মাষ্টার্শ দেখিলেন, যুবকের চেতনা নাই, প্রাণ আছে কি না সন্দেহ! তিনি আর মুহূর্ত্ত কাল নষ্ট না করিয়া সহযোগী-গণের সহিত স্মিথের সংজ্ঞা-সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ কালের চেষ্টার পর স্মিথের বক্ষের স্পন্দন অনুভূত হইল। ক্রমে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কাপ্তেন স্মিথের নিকট হইতে উঠিলেন; অনুচরদের বলিলেন, "ইহাকে তুলিয়া আমার কেবিনে লইয়া যাও; আমার শয্যার পার্শ্বে একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ইহাকে শয়ন করাও।—আমি উহার পরিচর্য্যার ভার লইলাম। আর কয়েক মিনিট বিলম্ব হইলে বেচারাকে আর বাঁচাইতে পারিতাম না।"

এতক্ষণ পরে লাইফ-বেল্টটির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তিনি দেখিলেন, লাইফ-বেল্টের গাত্রে মোটা মোটা কালো হরফে লিখিত আছে, "ওরিনকো!"

কাপ্তেন অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ওরিনকো!—ইহা দক্ষিণ আমেরিকার সদাগরী জাহাজ। এই যুবক সেই জাহাজের আরোহী ছিল বুঝিলাম, কিন্তু সমুদ্রে পড়িল কিরূপে? ওরিনকো ডুবিয়া যায় নাই ত?—এখন আমি করি কি? কেপ্ টাউনে পঁহুছিবার পূর্ব্বে

আর কোথাও ত এই যুবককে নামাইয়া দিতে পারিব না। ইহার স্বজনেরাও তাহার পূর্ব্বে ইহার কোনও সংবাদ পাইবে না।”

কাপ্তেন স্মিথের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দিবা রাত্রির মধ্যে তাহার চেতনা-সঞ্চার হইল না। পর দিন প্রভাতে স্মিথ চক্ষু মেলিয়া চাহিল; দেখিল, সে একখানি জাহাজের কেবিনে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেরও শক্তি নাই!—কাপ্তেন তখন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন কার্য্যশেষে স্মিথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, স্মিথ তাঁহাকে তাহার বিপদের কাহিনী বলিল। কেবল তাহার প্রকৃত নাম গোপন করিল; কি উদ্দেশ্যে সে সাল্‌ভেরিটা রাজ্যে যাইতেছিল—তাহাও বলিল না।

দুই একদিনের মধ্যেই স্মিথ উঠিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইল। মিঃ ব্লেক তাহার সংবাদ না পাইয়া কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইবে? যে-কোনও-একটা বন্দরে নামিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইল।

তিন সপ্তাহ পরে ‘আনাবেল্’ জাহাজ টেবিল উপসাগরে প্রবেশপূর্ব্বক একটি বৃহৎ বন্দরে নঙ্গর করিল। স্মিথ কাপ্তেনের নিকট বিদায় লইয়া টেলিগ্রাফ আফিসে ছুটিল; এবং মিঃ ব্লেকের লণ্ডনস্থ ভবনে গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেলের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া মিঃ ব্লেকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

সেই রাত্রেই স্মিথ টেলিগ্রামের উত্তর পাইল,—“মিঃ ব্লেক এখানে

নাই ; কোথায় গিয়াছেন সংবাদ নাই তোমাদের উভয়ের জন্য বড়ই চিন্তিত আছি।”

প্রভু কোথায়, বুঝিতে না পারিয়া স্মিথ সিনর মার্টিনাকে তার করিয়া ষ্টীমার আফিসে গেল ; এবং ইংলণ্ডে কবে জাহাজ ছাড়িবে, তাহার সন্ধান লইয়া একটি হোটেলে সেই রাত্রির মত আশ্রয় লইল। সিনর মার্টিনা স্মিথকে টেলিগ্রাম-যোগে জানাইলেন, “যাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ, তিনি গুরুতর আহত হইয়াছিলেন ; সুস্থ হইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছেন!”

স্মিথ এই টেলিগ্রাম পাইয়া ভাবিতে লাগিল, “এখন আমি কি করি ? প্রভু আহত হইয়াছিলেন ! কে তাঁহাকে আঘাত করিল ? আঘাত কি গুরুতর হইয়াছিল ?—লণ্ডনে গিয়া সিনর মেন্‌ডোজার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। হয় ত সিনর মেন্‌ডোজা প্রভুর কোনও সংবাদ পাইয়া থাকিবেন।”

পর দিন ইংলণ্ডের ষ্টিমার ছাড়িল। স্মিথ একখানি টিকিট কিনিয়া ‘ডেন্‌লি কাস্‌ল’ নামক জাহাজে ইংলণ্ডে যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে 'ডেন্‌লি কাস্‌ল' ইংলণ্ডে পঁহুছিল। স্মিথ লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াই বেকার ষ্ট্রীটে প্রভুর গৃহে যাত্রা করিল।

স্মিথ গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেলের নিকট শুনিল, মিঃ ব্লেক এ পর্য্যন্ত কোনও সংবাদ পাঠান নাই; তবে তাহার নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।—মিসেস্ বার্ডেল তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিল।

স্মিথ তৎক্ষণাৎ কক্ষান্তরে গিয়া টেবিল হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া তাহা পাঠ করিল,—

"এস—এম্‌এর নিকট যাইবে।"

মিঃ ব্লেকই যে এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, এ বিষয়ে স্মিথের কিছু-মাত্র সন্দেহ রহিল না; সে মিসেস্ বার্ডেলকে কোনও কথা না বলিয়া ব্যগ্রভাবে গৃহত্যাগ করিল, এবং পথে আসিয়া একখানি গাড়ী লইয়া সিনর মেন্‌ডোজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সে বুঝিয়াছিল—এস্—এম্ সিনর মেন্‌ডোজা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

সিনর মেন্‌ডোজা তখন আফিসে ছিলেন না, সুতরাং স্মিথ তাঁহার বাসগৃহে উপস্থিত হইল।

স্মিথকে দেখিয়া সিনর সহাস্যে বলিলেন, "তোমাকে আমি অধিক বার না দেখিলেও চিনিয়াছি, তুমি মিঃ ব্লেকের সহকারী; কয়েক দিন হইতে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। এস, আমার কন্যা কারমেনের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই।"

সিনর মেনডোজার কন্যা একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন ; তাঁহার মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ, তিনি ম্লান হাস্যে স্মিথকে অভিবাদন করিলেন। স্মিথ তাঁহার মর্ম্ম-পীড়ার কারণ জানিত, সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

দুই একটি কথার পর স্মিথ সিনর মেন্‌ডোজাকে তাহার আগমনের কারণ বলিল।

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে দিবার জন্য একখানি পত্র পাইয়াছি বটে, মিঃ ব্লেকের অনুরোধ ছিল পত্রখানি যেন তোমার হাতে দেওয়া হয়।"—অনন্তর তিনি কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কারমেন্‌, আমাদের কোনও গোপনীয় পরামর্শ আছে, তোমার তাহা শুনিবার আবশ্যক নাই।"

কারমেন্‌ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

স্মিথ দ্বাররুদ্ধ করিয়া বলিল, "আপনার অনুমতি হইলে আমি পত্রখানি পাঠ করিতে পারি।"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "সচ্ছন্দে ; পত্রে মিঃ ব্লেক তোমাকে কি লিখিয়াছেন জানিবার জন্য আমারও বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

পত্রে গালা-মোহর করা ছিল। স্মিথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল ; অতি দীর্ঘ পত্র। পত্রখানি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া স্মিথ সিনর মেন্‌ডোজাকে বলিল, "মিঃ ব্লেক আমাকে লিখিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে এই পত্রের মর্ম্ম আপনার গোচর করিতে পারি। পত্রের প্রথমাংশে আমার সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তিগত কথা আছে, তাহা আপনাকে জ্ঞাপন করা অনাবশ্যক।—অন্যান্য যে সকল কথা আছে তাহাই শুনুন।"

এই পত্রে মিঃ ব্লেক তাঁহার সাল্‌ভেরিটা-যাত্রার কাহিনী লিখিয়া-

ছিলেন ; তিনি কি ভাবে শত্রু কর্ত্তৃক আহত হইয়াছিলেন, সে কথাও ছিল। উপসংহারে তিনি জানাইয়াছিলেন, তিনি ফ্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তিনি ভাল্‌পারেসোতে একবার নামিয়া সেই জাহাজের সন্ধান লইবেন ; তাহার পর সুভা পর্য্যন্ত যাইবেন।—স্মিথ সুভায় তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম করিয়া যেন সৈয়দ বন্দরে গিয়া তাঁহার সংবাদের প্রতীক্ষা করে।

স্মিথ পত্রখানি সিনর মেন্‌ডোজাকে শুনাইয়া তাহা পকেটে ফেলিল, তাহার পর তাঁহাকে বলিল, "মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছেন, আমি সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছি ; কিন্তু যদি কোন উপায়ে আমার প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিব তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন ; তাই অতঃপর আমার কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। আজ রাত্রেই আমি সৈয়দ বন্দরে যাত্রা করিব।"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "মিঃ ব্লেক অদ্ভুত মানুষ! এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে এই গুপ্ত রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিবেন, ইহা কল্পনা করি নাই। যাহা হউক, আমি তোমাকে একখানি পত্র দেখাইব, স্মরণ রাখিও—ইহা অতি গোপনীয় পত্র।"

সিনর মেন্‌ডোজা উঠিয়া ডেস্কের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিলেন, এবং তাহা স্মিথের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।"

আমেলিয়া কার্টার প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সহিত সাক্ষাতের পর সিনর মেন্‌ডোজার কন্যাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন,—ইহা সেই পত্র। পত্রখানি পাঠ করিয়া স্মিথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পত্রপাঠ শেষ হইলে স্মিথ বলিল, "অদ্ভুত বটে! এই পত্র আপনি কত দিন পূর্ব্বে পাইয়াছেন?"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "কাল পাইয়াছি। এই পত্র পাইয়াই

বুঝিয়াছি, মিঃ ব্লেক জটিল রহস্যের প্রকৃত সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি ঠিক পথেই চলিতেছেন। মিঃ ব্লেক আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যে এই গুপ্ত রহস্য-ভেদের ভার লইয়াছেন, এ কথা যেন আমার কন্যার নিকটেও প্রকাশ না করি। কিন্তু আর ত কোন কথা তাহার নিকট গোপন করা চলে না! আমি মনে করিতেছি, সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিব। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত? আশা করি ইহাতে তোমার আপত্তি হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "আমি কি বলিব বলুন? মিঃ ব্লেক যে কথা আপনার কন্যার নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি কি আপনাকে সে অনুরোধের অন্যথা করিতে বলিতে পারি?"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু আমার অনুমান, পাছে আমার কন্যা এ কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় মিঃ ব্লেক আমাকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, কারমেন্ এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।—আমি মনে করিতেছি, আমি কারমেন্‌কে লইয়া তোমার সঙ্গে সৈয়দ বন্দর পর্য্যন্ত যাইব। এখানে থাকিলে মেয়েটা দুশ্চিন্তায় মারা যাইবে। পিয়ারসনের উদ্ধারের জন্য যে যথাসাধ্য চেষ্টা হইতেছে, ইহার প্রমাণ পাইলেও যে অনেকটা সুস্থ হইবে। সৈয়দ বন্দরে উপস্থিত হইয়া তুমি মিঃ ব্লেককে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইও—আমরাও তোমার সঙ্গে সেখানে গিয়াছি। এই সংবাদে যদি তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা অবিলম্বে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিব। আর যদি তাঁহার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তুমি যেখানে যাইবে, আমরাও সেইখানে যাইব।"

স্মিথ বলিল, “আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত মনে হয় না; আশা করি মিঃ ব্লেকের ইহাতে আপত্তি হইবে না।”

সিনর মেন্‌ডোজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখান হইতে কবে যাত্রা করা তোমার ইচ্ছা ?”

স্মিথ বলিল, “মিঃ ব্লেকের উপদেশানুসারেই কাজ করিতে হইবে। তাঁহাকে সুভায় টেলিগ্রাম করিয়া আজ রাত্রেই চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিব।”

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, “বেশ কথা। আমিও আমার কন্যাকে লইয়া আজই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইব। তুমি রাত্রে এখানে আসিয়া আহারাদি করিবে; তাহার পর তিনজনে একত্র যাইব।”

স্মিথ উঠিয়া বলিল, “ধন্যবাদ মহাশয়; আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হইবে।”

স্মিথ সিনর মেন্‌ডোজার নিকট বিদায় লইয়া মিঃ ব্লেকের নিকট টেলিগ্রাম করিতে চলিল।—সে দিন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

* * * * *

সেইদিন রাত্রে স্মিথ, সিনর মেন্‌ডোজা ও তাঁহার কন্যা কারমেন্—তিনজনে সৈয়দ বন্দরে যাত্রা করিবার জন্য চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিলেন।

যথাসময়ে সকলে সৈয়দ বন্দরে উপস্থিত হইলেন।—স্মিথ সেখানে মেলবোর্ণ নগর হইতে মিঃ ব্লেকের এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পাইল। স্মিথ যে আট্‌লান্টিক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, এ সংবাদে মিঃ ব্লেক যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন, তিনি বোম্বেটে জাহাজের সন্ধানে হংকং অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি স্মিথকে অবিলম্বে তাঁহার

অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।—তিনি আরও জানাইয়াছিলেন, সিনর মেন্‌ডোজা ও তাঁহার কন্যা যদি তাহার সহিত যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের নিরাশ করিবার আবশ্যক নাই।

এই সময় সৈয়দ বন্দর হইতে সিংহল দ্বীপের কলম্বো বন্দরে একখানি জাহাজ ছাড়িতেছিল। স্মিথ, সিনর মেন্‌ডোজা ও তাঁহার কন্যাসহ সেই জাহাজে উঠিয়া পড়িল। সিনর মেন্‌ডোজা জাহাজে উঠিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহারা কলম্বো বন্দরে উপস্থিত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে একখানি জাহাজ কলম্বো হইতে হং-কং যাত্রা করিবে।—সিনর মেন্‌ডোজা সেই জাহাজখানিকে তাঁহাদের প্রতীক্ষায় দুই দিন কলম্বোর বন্দরে আট্‌কাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন।—বহু মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

কলম্বো বন্দরে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা সেই হং-কং-গামী ষ্টীমারে উঠিলেন। স্মিথ একাকী যাইলে এত শীঘ্র তাহার হং-কং-গামী জাহাজ পাইবার আশা ছিল না; সিনর মেন্‌ডোজার বিপুল অর্থব্যয়ে তাহার এই আশা পূর্ণ হইল দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না; সে সিনর মেন্‌ডোজার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। মেন্‌ডোজার কন্যা কারমেন্‌ও অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। জাহাজের উপর স্মিথ সেই সুন্দরী যুবতীর সহিত নানা গল্পে সময় কাটাইত। সে মিঃ ব্লেকের গোয়েন্দাগিরির অনেক অদ্ভুত গল্প বলিত; কিন্তু নিজের বাহাদুরীর কথা যতখানি পারিত গোপন করিত।

জাহাজ হং-কংএ উপস্থিত হইলে স্মিথ জাহাজ হইতেই দেখিতে পাইল, মিঃ ব্লেক 'টাইগার'কে সঙ্গে লইয়া জেঠিতে দাঁড়াইয়া আছেন। জাহাজ জেটির নিকটে আসিলে মিঃ ব্লেক জাহাজের উপর আসিয়া

সিনর মেন্‌ডোজার অভ্যর্থনা করিলেন। স্মিথ শিশুর ন্যায় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল; সেই সকরুণ দৃশ্যে অনেকেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।—টাইগার স্মিথের চারি দিকে ঘুরিয়া, তাহার পায়ে মাথা ঘসিয়া, লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্মিথ প্রথমে তাহার বিপদের কাহিনী বর্ণনা করিল।—স্মিথের কথা শেষ হইলে মিঃ ব্লেক তাঁহার কার্য্য-বিবরণ সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমি আরোগ্য লাভ করিয়া সালুভেরিটা হইতে কর্শেয়ার জাহাজে পূর্ণ বেগে ভাল্‌পারেশোর দিকে চলিলাম। জাহাজখানি সেই বন্দরে এক ঘণ্টার জন্য থামাইয়া ছিলাম, কিন্তু সেখানে বোম্বেটে জাহাজের কোনও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না; তখন পর্য্যন্ত তোমারও কোন সংবাদ নাই!—আমি বিমর্ষ চিত্তে আবার জাহাজ ছাড়িলাম।

"বুঝিয়াছিলাম বোম্বেটে জাহাজ ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ অনেক পূর্ব্বেই সেই পথে সুভায় গিয়াছে, সুতরাং আমি সুভায় উপস্থিত হইয়াও যে তাহাকে দেখিতে পাইব—সে আশা ত্যাগ করিলাম। এই নয় দিনের মধ্যে ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ সুভা ছাড়িয়া কত দূর গিয়া পড়িবে, কে জানে? তথাপি সুভাতে কোনও সংবাদ পাইতে পারি ভাবিয়াই সেই দিকে চলিলাম।

"সুভায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ চারি-দিন পূর্ব্বে সুভা হইতে মেলবোর্ণের দিকে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ী তাহার অনুসরণ করিতে পারিলাম না; কর্শেয়ারের জীর্ণ-সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছিল, সেই জন্য সেখানে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ প্রকৃতই বোম্বেটে জাহাজ কি না তদ্বিষয়ে

তখন পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; আমি কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়াই ছুটিতেছিলাম। এক এক সময় সন্দেহ হইত, হয় ত আমি ভ্রান্তিবশে মরীচিকার অনুসরণ করিতেছি!

"মেলবোর্ণে গিয়া শুনিলাম, ক্লোর-ডি-লিজের সুন্দরী আরোহিনী সেখানে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া হং-কং অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। পরদিন আমিও হং-কং যাত্রা করিলাম। হং-কংএ আসিয়া শুনিলাম, ক্লোর-ডি-লিজ্ পূর্ব্ব-দিন ব্যাটেভিয়ার দিকে গিয়াছে। এইবার আমার সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত হইল; বুঝিলাম, ক্লোর-ডি-লিজ্ আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বোম্বেটে জাহাজ ভিন্ন অন্য কোনও জাহাজ নহে। বোম্বেটেদের ধরিতে পারিলে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক রাজ্যের পোতাধ্যক্ষগণের আতঙ্ক দূর করিতে পারিব।"

স্মিথ সিনর মেন্‌ডোজাকে বলিল "আপনি যে পত্রখানি আমাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা কর্ত্তাকে দেখাইবেন না?"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "তাই ত পত্রখানির কথা যে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম! এখনই তাহা মিঃ ব্লেককে দেখাইতেছি।"

সিনর মেন্‌ডোজা আমেলিয়ার লিখিত পত্রখানি কোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন।

মিঃ ব্লেক একাগ্র মনে পত্রখানি পাঠ করিলেন, তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিলেন, "আমার অনুমান যে সত্য, এই পত্রই তাহার আর এক প্রমাণ। যেমন করিয়া হউক ক্লোর-ডি-লিজ্‌কে ধরিতেই হইবে।"

সিনর মেন্‌ডোজা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ পত্র লিখিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছেন কি?—তাহার নাম বলিতে কোনও বাধা আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এখন ইহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে কোনও লাভ নাই। তবে আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি, যিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে। তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বিস্ময়কর; এমন চাতুর্য্য, কার্য্যকুশলতা আমি আর কোথাও দেখি নাই। সময়ান্তরে আপনাকে সে সকল কথা জানাইব। আপনি পত্রখানি সঙ্গে আনিয়া আমার অনেক উপকার করিয়াছেন; এখন আমি নিঃসন্দেহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারিব। জাহাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই; আসুন, আমরা হং-কংএর নিকট বিদায় গ্রহণ করি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্শেয়ার জাহাজ মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সহচরগণকে লইয়া কয়েক-দিন পরে ব্যাটেভিয়ার বন্দরে নঙ্গর করিল। মিঃ ব্লেক সেই জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে কিছু দূরে একখানি শুভ্রবর্ণের সুন্দর জাহাজ দেখিতে পাইলেন; সেই জাহাজের একপ্রান্তে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল,—"ক্লোর-ডি-লিজ্।"—জাহাজখানি দেখিয়া আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,"যে জাহাজের সন্ধানে এত দিন সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, ঐ ত সেই জাহাজ! আমরা যাহাদের খুঁজিতেছি, তাহারা যদি ঐ জাহাজে থাকে, তাহা হইলেই এত দিনের পরিশ্রম সফল হইবে।"

স্মিথ বলিল, "সে সন্ধান লওয়া কি আর তেমন কঠিন হইবে? আপনি অনুমতি করিলে আমি সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া ঐ জাহাজে যাইতে পারি; বোম্বেটের দল জাহাজে আছে কি না সন্ধান লইয়া আসিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি তুমি গোপনে কার্য্যোদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে এ প্রস্তাবে আমার কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা পারিবে কি?—একবার তুমি যে বিপদে পড়িয়াছিলে! পুনর্ব্বার তোমাকে একাকী ছাড়িয়া দিতে সাহস হয় না। এই বোম্বেটেগুলা বড় সহজ লোক নহে।"

স্মিথ বলিল, "এবার আমি খুব সতর্ক ভাবে কাজ করিব। উহারা ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে ফেলিয়া দিয়াছিল, উহাদের উপর আমি জাতক্রোধ হইয়াছি। উহাদিগকে একবার কায়-দায় পাইলে হয়! জ্যান্ত মানুষকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া কেমন মজা, তাহা উহাদিগকে বুঝাইয়া দিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ কথা; কিন্তু তোমার মতলব এই জাহা-জের কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। ফ্লোর-ডি-লিজের আরোহী-দের ভাবভঙ্গী না বুঝিয়া কোনও রকম হৈ চৈ করা হইবে না।"

সেই রাত্রে স্মিথ জাহাজ হইতে নামিয়া বন্দরের অন্য পার্শ্বে উপ-স্থিত হইল; ফ্লোর-ডি-লিজ্ বন্দরের সেই দিকে নঙ্গর করিয়াছিল। স্মিথ জাহাজ হইতে নামিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরে মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন। অনুরক্ত বিশ্বাসী অনুচরকে পুনর্ব্বার একাকী বিপদের সম্মুখীন হইতে দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

স্মিথ অতি সাবধানে অন্যের অলক্ষ্যে ফ্লোর-ডি-লিজের সন্নিহিত জেঠিতে উপস্থিত হইল। জেঠির উপর মালপূর্ণ কতকগুলি গাঁট স্তূপা-কারে সজ্জিত ছিল; স্মিথ সেই সকল গাঁটের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্লোর-ডি-লিজের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা-মধ্যেও সে জাহাজের উপর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অর্দ্ধঘণ্টা পরে একজন স্থূলোদর চীনাম্যান তাহার সুদীর্ঘ বেণী দুলাইতে দুলাইতে ধীর পদ-বিক্ষেপে জেটিতে অবতরণ করিল।

অনেক জাহাজের বাবুর্চ্চি চীনাম্যান; সুতরাং এই চীনাম্যানটিকে দেখিয়াই স্মিথের অনুমান হইল, সে ফ্লোর-ডি-লিজের বাবুর্চ্চি; স্মিথ বুঝিল, সে নগরে চণ্ডুর আড্ডায় চলিয়াছে।

চীনাম্যান প্রস্থান করিলে, স্মিথ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে সে ডেকের উপর অন্য কোনও আরোহীকে দেখিতে পাইল না। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক-সমুদ্ভাসিত কেবিনগুলির আলোকচ্ছটা গবাক্ষ-পথে বিচ্ছুরিত হইয়া তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

তখন স্মিথ অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িল, এবং সাবধানে ডেকের দিকে চলিল; কিন্তু সে ডেকের উপর কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। স্মিথ পশ্চাতে ফিরিয়া অদূরে একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখিতে পাইল। —এই শ্বেতাঙ্গটিই ডাক্তার রাইমার!

ডাক্তার রাইমার স্মিথকে জাহাজে উঠিতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। স্মিথ ধরা পড়িবার ভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ডাক্তার রাইমার শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিল।

তখন আত্মরক্ষার কোনও উপায় নাই দেখিয়া স্মিথ তাহার আততায়ীকে আক্রমণ করিল; কিন্তু ডাক্তার রাইমার অসুরের মত জোয়ান; স্মিথ বলবান হইলেও সে অল্পবয়স্ক যুবক মাত্র!—ডাক্তার রাইমার স্মিথের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহাকে এক ধাক্কায় তিন হাত দূরে নিক্ষেপ করিল,তাহার পর বন্দুকের কুঁদা দ্বারা তাহার মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।—তখন ডাক্তার রাইমার তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

মিঃ ব্লেক জেটির উপর হইতে উভয়ের ধস্তাধস্তি দেখিয়াছিলেন; অন্ধকারে তাহাদের চিনিতে না পারিলেও তিনি বুঝিলেন, স্মিথের সতর্কতা নিষ্ফল হইয়াছে, সে বোম্বেটের কবলে নিপতিত হইয়াছে! —মিঃ ব্লেক ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর তিনি কি করিবেন, হঠাৎ তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; একবার মনে করিলেন কর্শেয়ার জাহাজে ফিরিয়া গিয়া লোকজন ও অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিবেন, এবং ফ্লোর-ডি-লিজ জাহাজ আক্রমণপূর্ব্বক বোম্বেটেদের বাঁধিয়া ফেলিবেন। কিন্তু ফ্লোর-ডি-লিজ যদি বোম্বেটে জাহাজ না হইয়া অন্য কোনও জাহাজ হয়, তবে এই-ভাবে জাহাজে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাঁহাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইবে, তাহাও তিনি ভাবিয়া দেখিলেন।

কিন্তু আর ত নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে ; স্মিথকে বোম্বেটেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—তাহাকে চিনিতে পারিলে, তাহারা অবিলম্বে তাহাকে হত্যা করিবে ; তাঁহার এত যত্ন পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইবে। তিনি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন—ইহা বুঝিতে পারিলে তাহারা সেই রাত্রেই অদৃশ্য হইবে। অসীম মহাসমুদ্রে আবার তিনি তাহাদিগকে কোথায় খুঁজিয়া পাইবেন ?

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন ফন্দীই তাঁহার মাথায় আসিল না। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটা মতলব স্থির করিলেন ; এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রস্তুত হইলেন।

চীনাম্যানটা জাহাজ হইতে নামিয়া নগরের দিকে গিয়াছে—জেটি হইতে তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, সে কোনও চণ্ডুর আড্ডায় গিয়াছে ; সেখানে চণ্ডু সেবন করিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিতে তাহার অনেক বিলম্ব হইবে। গভীর রাত্রে চীনা-বাবুর্চ্চিকে জাহাজে ফিরিতে দেখিলে জাহাজের প্রহরীরা তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবে না। তাহারা জানে চণ্ডু খাইয়া তাহার জাহাজে ফিরিতে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

মিঃ ব্লেক স্থির করিলেন, তিনি অবিলম্বে কর্শেয়ার জাহাজে প্রত্যা-

গমন পূর্ব্বক চীনাম্যানের রূপ ধারণ করিয়া ক্লোর-ডি-লিজে প্রবেশ করিবেন; কিন্তু চীনা-বাবুর্চ্চির পরিচ্ছদটি সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইবে না—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু অন্য কোনও উপায় নাই বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ী কর্শেয়ারে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তাঁহার কেবিন হইতে ছদ্মবেশ ধারণের উপযোগী জিনিসগুলি সংগ্রহ করিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড তখন নগরে গমন করিয়াছিলেন, এবং সিনর মেন্‌ডোজা ও তাঁহার কন্যা স্ব স্ব কেবিনে শয়ন করিয়াছিলেন। মিঃ রসের উপর তখন জাহাজের কর্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত ছিল; মিঃ ব্লেক রসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি দুই তিন ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছেন, তাঁহার প্রত্যাগমনে কত বিলম্ব হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; তবে কোনও কারণে যদি অধিক বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তিনি যে-কোনও উপায়ে হউক, জাহাজে সে সংবাদ পাঠাইবেন।

মিঃ ব্লেক জাহাজ হইতে নামিয়া পুনর্ব্বার জেঠিতে উপস্থিত হইলেন, এবং স্তূপীকৃত গাঁটের পাশে বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। জাহাজের আলোকগুলিও নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু অন্ধকার ডেকের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক একটা চুরুটের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন; বুঝিলেন, ডেকের উপর বসিয়া কেহ ধূমপান করিতেছে।

তখন রাত্রি কত, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল; কিন্তু পাছে দেশলাই জ্বালিলে কেহ তাহা দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি দেশলাই জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিতে পারিলেন না। চুরুট ধারী অনেকক্ষণ

পরে দগ্ধাবশিষ্ট চুরুটটা রেলিং ডিঙ্গাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল।—মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ধূমপায়ী ধূমপান শেষ করিয়া কেবিনে শয়ন করিতে যাইতেছে।

আরও কিছুকাল চলিয়া গেল; মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। তিনি বড় অধীর হইয়া উঠিলেন; ইতিমধ্যে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। পদশব্দ ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত নিকটে আসিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এ নিশ্চয় সেই চীনা-বাবুর্চ্চিটার পদশব্দ।"—তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গুঁড়ি মারিয়া অতি সন্তর্পণে আগন্তুকের অনুসরণ করিলেন; এবং নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তাহার পশ্চাতে আসিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিলেন।

চীনাম্যানটা চণ্ডুর নেশায় ভরপুর হইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে জাহাজে ফিরিতেছিল; সে স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহাকে এমন বিপদে পড়িতে হইবে। সে সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক সজোরে তাহার কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরিলেন; এবং তাহাকে জেটির উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার পিঠে চাপিয়া বসিলেন। চীনাম্যানটা কুষ্মাণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিল; কণ্ঠনালি অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহার চীৎকার করিবারও উপায় রহিল না। মিঃ ব্লেকের কঠিন হস্তের নিদারুণ নিষ্পেষণে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

তখন মিঃ ব্লেক সেই সংজ্ঞাহীন চীনাম্যানকে টানিয়া কিছু দূরে লইয়া চলিলেন; অচেতন অসহায় নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি এই ভাবে উৎপীড়ন করিতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল; কিন্তু উপায় নাই, যেমন করিয়া হউক স্মিথের প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে।

মিঃ ব্লেক চীনাম্যানটাকে যেখানে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছিলেন,

সেখানে এত অধিক মাল স্তূপীকৃত ছিল যে, ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ জাহাজ হইতে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প বাহির করিয়া তাহা জ্বালিলেন, এবং অচেতন চীনম্যানের মুখের কাছে আলোক ধরিয়া তাহার মুখখানি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন।

তখন মিঃ ব্লেক একখানি আরসি ও ছদ্মবেশ ধারণের সরঞ্জাম বাহির করিয়া নিজের মুখে রঙ্গ মাখাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার হাত মুখের রঙ্গ চীনাম্যানের রঙ্গের মত হইল, মুখখানিও অবিকল চীনাম্যানের মুখের মত হইল!

অনন্তর মিঃ ব্লেক চীনাম্যানের অঙ্গ হইতে তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া পরিধান করিলেন, তাহার জুতা ও টুপিও খুলিয়া লইলেন; এবং মাথায় দীর্ঘ বেণী আঁটিয়া, সেই টুপি ও জুতায় সজ্জিত হইয়া যখন তিনি দর্পণে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেন, তখন তাঁহার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল।—তিনি যে সেই চীনা-বাবুর্চ্চি নহেন, দিবাভাগেও এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

ছদ্মবেশ ধারণ শেষ হইলে মিঃ ব্লেক বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সংজ্ঞাহীন চীনাম্যানের মুখ রুমাল দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিলেন; এবং তাহার হাত পা রজ্জুবদ্ধ করিয়া সেই স্থানেই তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া নেশাখোর চীনাম্যানের ভঙ্গিতে জাহাজের দিকে অগ্রসর হইলেন।—তিনি তাঁহার পিস্তলটি পকেটে লুকাইয়া রাখিলেন।

ফ্লোর-ডি-লিজের বাবুর্চ্চিখানা কোন্‌ দিকে তাহা না জানিলেও, তিনি অনেক জাহাজ দেখিয়াছিলেন; সুতরাং বাবুর্চ্চিখানা জাহাজের

কোন্ অংশে আছে তাহা অনুমান করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন।

অন্ধকারপূর্ণ ডেকের উপর দিয়া চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেক কাহার ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

ডাক্তার রাইমার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিল,"ওরে জন! তোর এত বিলম্ব হইল কেন? এই কি বেড়াইয়া আসিবার সময়?— আমরা জাহাজ ছাড়িব, দু'ঘণ্টা ধরিয়া তোর প্রতীক্ষা করিতেছি; এতক্ষণ পরে হতভাগার সময় হইল! পিঠে ঘা-কতক চাবুক না পড়িলে তোর শিক্ষা হইবে না।"

ডাক্তার রাইমার হঠাৎ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল, এবং তাঁহাকে পদাঘাত করিতে করিতে নিচের ডেকে ঠেলিয়া দিল।

ডাক্তার রাইমারের প্রচণ্ড পদাঘাতে মিঃ ব্লেক হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রাইমারকে আক্রমণপূর্ব্বক ডেকের উপর হইতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু স্থান কাল ও স্বীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তিনি অতি কষ্টে সেই ইচ্ছা দমন করিলেন। রাইমার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিল, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

রাইমার তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমরা জাহাজ ছাড়িব, দু'ঘণ্টা ধরিয়া তোর প্রতীক্ষা করিতেছি।"—ইহাতে মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, জাহাজ খানি সেই রাত্রেই বন্দর ত্যাগ করিবে। তিনি মনে মনে বলিলেন, "স্মিথকে যদি জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বেই উদ্ধার করিতে না পারি—তাহা হইলে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; বিলম্বে আবার কি নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে?"

মিঃ ব্লেক বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে 'ষ্টিমের' সাঁ-সাঁ শব্দ তাঁহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি ! এখনই যে ইহারা জাহাজ ছাড়িয়া দিল ! আমি ত বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমি ও স্মিথ উভয়েই জাহাজে আবদ্ধ হইলাম ! যদি বোম্বেটের দল আমাদের চিনিতে পারে—তাহা হইলে প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে ; ইহারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণবধ করিবে।—কর্শেয়ার জাহাজ হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক আনিয়া সময় থাকিতে বোম্বেটেগুলাকে আক্রমণ করিলাম না কেন ?—কি ভুলই করিয়াছি !"

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ী জাহাজের অন্য কিনারায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন জাহাজ জেঠি ছাড়িয়া কয়েক গজ সরিয়া গিয়াছে ; মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ঘূর্ণিত জলরাশি !—জাহাজ হইতে জেঠিতে লাফাইয়া পড়িবার তখন আর উপায় ছিল না।

জাহাজ ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইল ; কিছু দূরে কর্শেয়ার জাহাজের আলোকমালা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি বুঝিলেন, জাহাজখানি কর্শেয়ার জাহাজের পাশ দিয়া যাইবে।—মিঃ ব্লেক অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে শীঘ্রই একটা ফন্দী গজাইয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্র ভাবে বাবুর্চ্চিখানার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। বাবুর্চ্চিখানার অদূরে দুইজন খালাসী দাঁড়াইয়া ছিল ; মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, "ওরে হলদেমুখো বানর, এতক্ষণ পরে তুই ফিরিয়াছিস্ ?—কাপ্তেন সাহেব তোর বিলম্ব দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইয়াছেন ; কাল সকালে তিনি তোর টিকির দফা রফা করিবেন।"

মিঃ ব্লেক চীনাম্যানের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন,

"নগরে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে,—তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেরী করিয়া ফেলিয়াছি।"

দ্বিতীয় খালাসী বলিল, "কাল সকালে তোর বন্ধুরা আসিয়া যেন কাপ্তেনের গুঁতা হইতে তোকে রক্ষা করে, বেটা বদ্‌মাইসের ধাড়ি!"

মিঃ ব্লেক বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিয়া একটি বাতি জ্বালিলেন, তাহার পর সেই অপরিচিত কক্ষটি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন।

অল্প অনুসন্ধানেই তিনি একটা কাঠের বাক্সের উপর বাদামী রঙ্গের কাগজের একটি ঠোঙ্গা দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই ঠোঙ্গা ছিঁড়িয়া একটি পেন্সিল দিয়া তাহাতে লিখিলেন,—

"কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড, স্মিথ ফ্লোর-ডি-লিজে বন্দী হইয়াছে, আমিও তাহার সন্ধান আসিয়া আটক পড়িয়াছি; হঠাৎ জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে! আমাদের অনুসরণ কর। সুবিধা পাইলে সংবাদ দিব। বড় তাড়াতাড়ী।—আর,—বি।"

পত্রখানি লেখা হইলে মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এই জাহাজ কর্শেয়ারের পাশ দিয়া যাইবার সময় পত্রখানি কোনও উপায়ে তাহার ডেকের উপর ছুড়িয়া ফেলিতে পারিলে—কেহ-না-কেহ ইহা কুড়াইয়া পাইবে।—কিন্তু ইহা কি করিয়া কর্শেয়ারের ডেকের উপর নিক্ষেপ করিব? যদি পত্রখানি ডেকে না পড়িয়া জলে পড়ে, তাহা হইলেই ত সব মাটী!"

কিন্তু মিঃ ব্লেক বিপদে পড়িয়া হতাশ বা নিরুৎসাহ হইতে জানিতেন না; বিপদ যতই ঘনীভূত হইত—ততই তাঁহার উৎসাহ বাড়িত ভিন্ন কমিত না।—মিঃ ব্লেক পকেটে হাত দিয়া তাঁহার পিস্তলের টোটা বাহির করিলেন; টোটায় সীসার গুলি থাকে, দু'টি টোটা একত্র

করায় তাহা বেশ ভারি হইল ; তখন তিনি সেই পত্রখানি দ্বারা টোটা দু'টি মুড়িয়া ফেলিলেন, এবং বাতি নিবাইয়া বাবুর্চ্চিখানার বাহিরে আসিলেন।

চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার ; চারি দিকে তরঙ্গের অশ্রান্ত কল্লোল ; মাথার উপর অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের শুভ্র দীপ্তি। ফ্লোর-ডি-লিজ্ তখন দ্রুতবেগে অকূল বারিধি-বক্ষে অগ্রসর হইতেছিল; ফস্‌ফরস্-প্রদীপ্ত উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-তরঙ্গ জাহাজের আঘাতে দুই পাশে ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহা সুদৃশ্য আলোক-প্রস্রবণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।—সমুদ্রের উপকূলে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ দেশী নৌকা ; সেই সকল নৌকার আরোহী ও নাবিকেরা নিদ্রামগ্ন।—মিঃ ব্লেক কোনও নৌকায় জন মানবের সাড়া শব্দ পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক জাহাজের কিনারায় আসিয়া, কর্শেয়ার জাহাজের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফ্লোর-ডি-লিজ্ চলিতে চলিতে একখানি 'সাম্পান্' তাহার সম্মুখে পড়ায়, তাহাকে পাশ কাটাইয়া কর্শেয়ারের গা ঘেঁসিয়া যাইতে হইল।

সেই অবসরে মিঃ ব্লেক তাঁহার পত্র-মোড়া টোটা দু'টি কর্শেয়ারের 'ডেক' লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন।—পত্রখানি নিক্ষেপ করিয়া তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসে উদ্যত কর্ণে তাহার পতন-শব্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তিনি সেই স্তব্ধ রাত্রে দূরে একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তাহা জলে পড়িল—কি ডেকের উপর পড়িল, বুঝিতে পারিলেন না।—তাঁহার আশঙ্কা হইল, পত্রখানি হয় ত জাহাজ ডিঙ্গাইয়া জলে পড়িয়াছে!—তিনি দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তিনি সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে সাহস করিলেন না; কয়েক জন নাবিক তখন সেই দিকে পাহারায় আসিতেছিল। মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জাহাজের কিনারা হইতে তাড়াতাড়ী সরিয়া পড়িলেন; এবং চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক চীনা-বাবুর্চ্চির ছদ্মবেশে ক্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজে উপস্থিত হইবার পর বুঝিতে পারিলেন, তিনি অতি দুষ্কর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন! চীনাম্যানের ছদ্মবেশ ধারণ যতই কঠিন হউক, জাহাজের বাবুর্চ্চির কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করা তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কঠিন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রন্ধন-বিদ্যায় মিঃ ব্লেকের অসামান্য পারদর্শিতা ছিল; অনেক বহুদর্শী পাচক অপেক্ষা তিনি ভাল রাঁধিতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্যে জাহাজের আরোহী বা নাবিকদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ উৎপাদনের কোনও কারণ ছিল না।

ক্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজে উঠিবার পরদিনও মিঃ ব্লেক স্মিথের কোনও সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু আমেলিয়ার জাহাজে ডাক্তার রাইমারকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমেলিয়ার সহিত রাইমারের কিরূপে পরিচয় হইল, কেনই বা আমেলিয়া তাহাকে নিজের জাহাজে আশ্রয় দিয়া বোম্বেটেগিরিতে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমেলিয়া ও রাইমার উভয়েই তাঁহার মহাশত্রু; যদি তাঁহার কোনও ব্যবহারে জাহাজস্থ কোনও লোকের সন্দেহ হয়—তিনি চীনা-বাবুর্চ্চি নহেন, তাহা হইলে সেই অকুল সমুদ্রে শত্রুদল মধ্যে তাঁহার প্রাণরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না। যদিও আমেলিয়া জানিতেন, তাঁহার দূতের হস্তে ব্লেক নিহত হইয়াছেন; কিন্তু সত্য কথা প্রকাশিত হইতে

ত অধিক সময় লাগে না। বিশেষতঃ, আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ যেরূপ নিষ্ঠুর ও নির্য্যাতনপ্রিয় দস্যু, তাহাতে তাঁহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িলে সে তাঁহাকে হত্যা করিতে মুহূর্ত্তকালের জন্যও ইতস্ততঃ করিবে না—ইহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে হইল।

প্রেসিডেন্ট পিয়ারসন বোম্বেটে-জাহাজে নাই, তাহা মিঃ ব্লেক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, নাবিকদের গল্প-গুজবের সময় কথাটা বাহির হইয়া পড়িতে পারে ; কিন্তু তিনি কাহারও নিকট তাঁহার প্রসঙ্গে কোনও কথা শুনিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক দক্ষতার সহিত বাবুর্চ্চির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুইদিন কাজ করিয়াই পরিশ্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তবে তিনি রন্ধন-বিদ্যায় এরূপ ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছিলেন যে, 'খানা' খাইয়া জাহাজের কোনও লোক তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিল না ; বরং কেহ কেহ রহস্য করিয়া বলিল, পূর্ব্ব-রাত্রে ডাক্তার রাইমারের পদাঘাতে বাবুর্চ্চির হাত খুলিয়া গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক এই জাহাজে আসিয়া বাবুর্চ্চিখানায় একটি সহকারী পাইয়াছিলেন, সে একটি অল্পবয়স্ক চীনা যুবক। সে ইংরাজী বুঝিত না ; কেবল অতি কষ্টে 'অল্‌রাইট' কথাটা শিখিয়াছিল ; কেহ তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে উত্তর দিত 'অল্‌রাইট!'—জাহাজের খালাসীরা তাহাকে লইয়া মজা করিত।

মিঃ ব্লেক কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে চীনদেশে গিয়াছিলেন, সে দেশের ভাষায় তিনি খাঁটি চীনাম্যানের মতই কথা কহিতে পারিতেন। মিঃ ব্লেক চীনা ভাষায় তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিবামাত্র সে তাঁহার উচ্চারণ-বৈষম্যে বুঝিতে পারিল, তিনি তাহার উপরওয়ালা

পাচক নহেন।—মিঃ ব্লেক অতঃপর তাহার নিকট আত্মগোপনের চেষ্টা না করিয়া তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন, এবং উপস্থিত বিপদে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন।—ছোট বাবুর্চ্চি সানন্দে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল; এবং অঙ্গীকার করিল, সে কোনও কথা প্রকাশ করিবে না। জাহাজের লোকের নিকট সে কোনও দিন সদ্ব্যবহার পায় নাই; সুতরাং মিঃ ব্লেক তাহার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা করিলেন না।

অতঃপর স্মিথের কি হইল, এখন তাহাই বলি।

রাইমার স্মিথকে ঘাড়ে তুলিয়া একটা কেবিনে লইয়া গিয়াছিল; সে সেখানে তাহাকে দুইদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিল। দুই দিনের মধ্যে কেহ তাহার কোনও সন্ধান লইল না। রাইমার এবং জাহাজের অন্যান্য বোম্বেটেরা মনে করিয়াছিল, ছোকরাটা হয় চোর, না হয় ভিক্ষুক; সে যে মিঃ ব্লেকের সহকারী, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কারণ, তাহারা জানিত—স্মিথ 'ওরিনকো' জাহাজ হইতে আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক দিন পূর্ব্বেই হাঙ্গর কুম্ভীরের উদরে প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজের খানসামা প্রত্যহ দুই বার তাহাকে খাবার দিয়া আসিত; অবশিষ্ট কাল তাহার কামরার দ্বার রুদ্ধ থাকিত। সেই জন্য সে কোথায় কি ভাবে আছে, মিঃ ব্লেক দুই দিনের মধ্যে সে সন্ধান পাইলেন না।

স্মিথ বুঝিয়াছিল, জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবিনের গবাক্ষ-পথে সে সুনীল সমুদ্র-তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইত না। অকূল মহাসমুদ্রে তাহার পলায়নের কোনও উপায় হইবে না বুঝিয়া সে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। দুই দিন পরে স্মিথের কথা রাইমারের মনে পড়িল! সে আমেলিয়াকে তাহার কথা বলিলে

আমেলিয়া তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। একটি সুসজ্জিত আলোকিত প্রকোষ্ঠে আমেলিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাঁহার মাতুল গ্রেভিস্ আর একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল; আর রাইমার চিন্তাকুল চিত্তে সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিল।

একজন প্রহরী স্মিথকে কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া আমেলিয়ার কক্ষদ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল।—স্মিথ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রাইমার তাহার নিকটে সরিয়া আসিল; গ্রেভিস্ চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল।

আমেলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,"আমি বুঝিয়াছিলাম, তুমি এত দিন আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের গর্ভে সমাধি-শয্যায় বিশ্রাম করিতেছ; আমার জাহাজে তোমাকে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত দেখিব, এ সম্ভাবনা একবারও আমার মনে উদিত হয় নাই।"

স্মিথ বুঝিল, আমেলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, অতঃপর তাঁহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা বৃথা!—সে ভয়ে মুহ্যমান না হইয়া অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলিল, "কিন্তু সে অপরাধ আমার নহে; পরমেশ্বর আমার অদৃষ্টে এরূপ মৃত্যু লেখেন নাই বলিয়াই আপনার পাদরী বন্ধুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই; ইহাতে আমার দোষ কি?"

আমেলিয়া স্মিথের কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাঃ, এখানে আসিয়াও তো তোমার বেশ স্ফুর্ত্তি আছে, দেখিতেছি! তুমি কি অমর বর পাইয়াছ যে, সমুদ্রে ডুবিয়াও তোমার মৃত্যু হয় না?"

স্মিথ বলিল, "কাল পূর্ণ না হইলে কে কাহাকে মারিতে পারে?

বোধ হয় আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিব, এই কথা ভাবিয়া স্ফূর্ত্তিহীন বা হতাশ হই নাই। আপনি ও আপনার এই বোম্বেটের দল এই মুহূর্ত্তে আমার মুণ্ডটা উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমার স্ফূর্ত্তি নষ্ট করা আপনাদের অসাধ্য। আপনার কবলে পড়িয়া নানা ভাবে কষ্ট পাইতেছি, ইহার উপর যদি স্ফূর্ত্তিটুকুও না থাকে—তবে আর কি লইয়া বাঁচি ?"

আমেলিয়া বলিলেন, "তুমি ছোকরা বেশ রসিক ত ! যেমন গুরু তেমনই চেলা ! সেই জন্ম বুঝি তোমার মনিব তোমাকে এত ভাল-বাসিতেন। যাহা হউক, তিনি ত বিদেশে ঘাতকের ছুরিতে মারা গিয়াছেন ; এখন বোধ হয় তুমি বেকার ! তোমার সাহস ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমি তোমার উপর বড় খুসী হইয়াছি ; তুমি আমার এই বোম্বেটের দলে যোগদান কর। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমি তোমার প্রাণভিক্ষা দিব, তোমাকে স্বাধীনতা দিব ; অর্থ সম্পদ, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি—যাহা কিছু চাও, সমস্তই তুমি পাইবে।—বল, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত কি না।"

এতক্ষণ পরে গ্রেভিস্ কথা কহিল। সে আমেলিয়াকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ আমেলিয়া, তোমার কোনও কথার প্রতিবাদ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু দেখিতেছি, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত ! শত্রুকে কি কখনও বিশ্বাস করিতে আছে ? শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। এই হতভাগা—জানি না কি কৌশলে—সমুদ্রে ডুবিয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছে ! উহার শিক্ষা হয় নাই, তাই আবার আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল ; কিন্তু এবার আর উহার নিস্তার নাই। তুমি কেন উহাকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছ ? আমার হাতে উহাকে সমর্পণ কর, ঐ শুয়ারের বাচ্চা পুনর্ব্বার যাহাতে সমুদ্র-গর্ভ

হইতে উঠিয়া আসিতে না পারে,—এবার তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।”

আমেলিয়া গ্রেভিস্‌কে ধমক দিয়া বলিলেন, “চুপ করিয়া থাকো মামা! এখন তোমার অনধিকার-চর্চ্চার আবশ্যক নাই। আমার কথার উপর কেন কথা কহিতেছ? তোমার স্মরণ রাখা উচিত, আমিই তোমাদের সকলের কর্ত্রী; আমার প্রত্যেক আদেশ তোমরা নত শিরে পালন করিতে বাধ্য।—আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি,—নরহত্যার আমি পক্ষপাতিনী নহি; আমি কোনও দিন স্বেচ্ছায় কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করি নাই। তোমরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার এই অনুচরের হত্যার আদেশ প্রচার করিয়াছিলে! পূর্ব্বে জানিতে পারিলে আমি এই আদেশ রহিত করিতাম।—নরহত্যায় তোমাদের এই বর্ব্বর-সুলভ অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছি।—শত্রুকে হত্যা করিলে কোনও লাভ আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তথাপি যদি রবার্ট ব্লেককে আমার অভিষ্ট-সিদ্ধির প্রধান বিঘ্ন বিবেচনায় ইহলোক হইতে অপসৃত করা অপরিহার্য্য মনে করিতাম, তাহা হইলে আমিই যথা-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতাম; তোমরা কেন আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গুণ্ডার সাহায্যে কাপুরুষের মত অন্ধকারে তাহার গলায় ছুরি চালাইলে?”

অনন্তর আমেলিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবক, আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার মত কি বল?—তুমি আমাদের দলে যোগদানে সম্মত আছ ত?”

স্মিথ বলিল, “আপনি যাহা বলিতেছেন আমার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার প্রভু মিঃ ব্লেক আপনার শত্রু হইতে পারেন, কিন্তু

এমন উদারচেতা শত্রু আপনি কোথায় পাইবেন? ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সহিত তাঁহার কোনও বিরোধ নাই, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন; তথাপি আমরা গুপ্তভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলাম! সে জন্য আপনার উপর আমার আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই আক্রমণের জন্য আপনি দায়ী নহেন, শুনিয়া আপনার সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি আপনার হৃদয় পাষাণ-কঠিন নহে, আপনি নারী-রূপিনী রাক্ষসী নহেন; নতুবা আপনার প্রশ্নের উত্তরদানেও আমার ঘৃণা হইত। আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন,—আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমাকে আপনার দলভুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া আপনিই আমাদের দলে আসুন, আইন ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করুন; তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে, মনুষ্যসমাজেরও কল্যাণ সাধিত হইবে। ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে আপনার গৌরব বাড়িবে বৈ কমিবে না! মিঃ ব্লেকের নিকট শুনিয়াছি, আপনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী; আপনার এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা কি হীন বোম্বেটে-গিরিতেই পর্য্যবসিত হইবে?"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যুবক, তোমার সাহস অত্যন্ত অধিক, তাই তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন কথা বলিতে পারিলে! তোমার ন্যায় অপোগণ্ড বালকের নিকট আমি আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। দেখিতেছি তুমি আমার দলে যোগদানে অসম্মত; এ অবস্থায় তোমাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আপাততঃ তোমাকে কারাগারে বাস করিতে হইবে। তুমি পলায়নের চেষ্টা করিও না; যদি সে চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি তোমার হস্ত-পদ শৃঙ্খলিত করিবার আদেশ দিব। যাও,

আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিও।—যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, সে কথা আমাকে জানাইবে।"

আমেলিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিবামাত্র ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হইল; একজন প্রহরী তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আমেলিয়া তাঁহার মাতুল ও রাইমারকে অভিবাদন পূর্ব্বক কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

আমেলিয়া প্রস্থান করিলে রাইমার গ্রেভিস্‌কে বলিল, "তুমি আমেলিয়ার ভাব দেখিলে? রবার্ট ব্লেক আমাদের মহাশত্রু, তাহার ভৃত্যের সহিত এই প্রকার ব্যবহার! যাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইলে রাগ যায় না, তাহাকে কি না দলভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব!—আমেলিয়া নিজের ব্যবহারে দিন দিন আমাদের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন; প্রত্যেক কার্য্যে আমাদের মনে হইতেছে—আমরা একজন অদূরদর্শিনী অব্যবস্থিত চিত্ত নারীর ইঙ্গিতে চলিতেছি; আমাদের কিছুমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনের শক্তি নাই।—কি আক্ষেপের বিষয়!"

গ্রেভিস্ বলিল, "তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ, কিন্তু উপায় কি? যদি আমার স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে ছোঁড়াটা কি এত দিন জীবিত থাকে? শত্রুকে হাতে পাইলে কি তাহাকে দয়া দেখাইতে আছে? পুনঃ পুনঃ ঠকিয়াও যে আমেলিয়ার চৈতন্য হইতেছে না। আমার আশঙ্কা হয়, এই প্রকার অনুচিত দয়া দেখাইতে গিয়া আমেলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিবে, আমাদেরও মজাইবে। একদিন-না-একদিন আমরা ফাঁদে পড়িব; তখন আর উদ্ধার লাভের উপায় থাকিবে না।"

রাইমার সোৎসাহে বলিল, "সে ঠিক কথা। কিন্তু এক কাজ

কারলে হয় না? উঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে ক্ষতি কি? আমরা যাহা ভাল বুঝিব, করিব। জাহাজের সমস্ত লোক যদি এক দিকে হই, পরামর্শ করিয়া জোট বাঁধি, কর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করি, তাহা হইলে উনি আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারেন? আমাদের বলেই ত উঁহার বল। আমরা উঁহাকে কর্ত্রী বলিয়া মানি বলিয়াই উনি আমাদের কর্ত্রী। আমি আমাদের বোম্বেটে সমিতির সহকারী সভাপতি; তুমি সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ।—আমাদের স্বার্থ আমরা ভালই বুঝি। স্বার্থ-রক্ষার জন্য যদি আমাদিগকে কর্ত্রীর অবাধ্য হইতে হয়, তাহাতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

গ্রেভিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, এত দূর অগ্রসর হইতে আমার সাহস হয় না! আমেলিয়া বড় সহজ মেয়ে নয়, যদি সে আমাদের মতলব টের পায়,—তাহা হইলে সব ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যাইবে! আমাদিগকে পদচ্যুত ও অবমানিত হইতে হইবে। তুমি বা আমি—আমরা কেহই সে ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিব না। আমেলিয়াকে তুমি ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই বলিয়াই এ কথা মুখে আনিতে সাহস করিতেছ।"

রাইমার বলিল, "তুমি যে ভয়েই মারা যাইতেছ! আমরা একটা কাজ করিয়া বসিলে কর্ত্রী আমাদের কি করিবেন? বড় জোর গোসা করিয়া দুই একদিন আমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না; তাহাতে কি ক্ষতি? এই হতভাগাকে যমের বাড়ী না পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। শত্রু-নিপাতই আমাদের মূলমন্ত্র।"

গ্রেভিস্ বলিল, "এ বিষয়ে আমার অমত নাই, কিন্তু আমেলিয়ার অগোচরে কিরূপে ইহা সম্ভব?"

রাইমার বলিল, "এত সোজা কাজও কিরূপে সম্ভব ঠাহর করিতে

পারিতেছ না? তবে বলি শোন, এ সকল বিষয়ে আমার মাথা খুব ভাল খেলে; কিন্তু কর্ত্রীর হাতে মাথা কাটা যাইবার ভয়ে ভাল রকম মাথা খেলাইতে ভরসা হয় না। কর্ত্রী শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, রাত্রিতে তিনি আর বাহিরে আসিবেন না; তথাপি আমরা আরও আধ ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া দেখি। তাহার পর এই ছোঁড়াটাকে আমরা ডেকের উপর লইয়া যাইব। সে কালের বোম্বেটেরা যে কৌশলে লোককে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিত, আমরাও সেই কৌশলের সাহায্য লইব।—স্মিথের হাত ও চক্ষু বাঁধিয়া উহাকে রেলিংএর পাশে একখানি আল্‌গা তক্তার উপর তুলিয়া দিব, তাহার পর সেই তক্তাখানার একমুড়া উঁচু করিয়া তুলিলেই—ঝপাং!"

গ্রেভিস্ সানন্দে বলিল, "বাঃ বুদ্ধি! সাধে কি তুমি আমাদের এই বোম্বেটে সভার সহকারী সভাপতি হইয়াছ? তোমার বুদ্ধির বলিহারী যাই! এবার 'রাস্কেল'টার হাত ও চোখ মুখ বাঁধা থাকিবে, জলে যেমন পড়িবে, আর অমনিই তলাইয়া যাইবে। তাহার পর লোনা জল খাইয়া পেট্ ফুলিয়া ঢাক হইলে জলে ভাসিয়া উঠিতে পারে বটে; কিন্তু পুনর্জ্জীবন পাইয়া আর গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিবে না।—হতভাগা কুক্ষণে আমাদের পশ্চাতে লাগিয়াছিল!"

রাইমার বলিল, "কাল পূর্ণ হইলে মানুষের এই রকমই দুর্ম্মতি হইয়া থাকে। উহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া পরে আমরা অনুতাপ করিব; এখন চল যোগাড়-যন্ত্র করিতে হইবে।"

অতঃপর উভয় বোম্বেটে জাহাজের ডেক হইতে নামিয়া গেল।

আমেলিয়া কোনও দিন নরহত্যার পক্ষপাতিনী ছিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ মমতারও অভাব ছিল না। তিনি যাহাদের দ্বারা অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ-সাধন তাঁহার

মূলমন্ত্র ছিল। তাহাদের দণ্ডের জন্যই তিনি বোম্বেটের দল গঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণের অভাব ছিল না। এই জন্যই মিঃ ব্লেক তাঁহার মহাশত্রু ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

গ্রেভিস্‌ ও রাইমার লেখা-পড়া-জানা বোম্বেটে ভিন্ন আর কিছুই নহে। উন্নত মনোবৃত্তি তাহাদের মানস-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ পায় নাই; তাহারা অর্থলোভে বোম্বেটে হইয়াছিল। আমেলিয়ার মহত্ব ও উদারতা তাহারা নারী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মনে করিত। কোনও দুষ্কর্ম্মে তাহাদের কুণ্ঠা ছিল না; তথাপি আমেলিয়ার তেজস্বিতা ও প্রতাপের সম্মুখে তাহাদিগকে মস্তক অবনত করিতে হইত। তাহারা মুখে যাহাই বলুক, তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না। তাহারা জানিত, আমেলিয়ার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই তাহাদিগকে পুলিশের কবলে পড়িয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। আমেলিয়া যে কৌশলে প্রতিনিয়ত পুলিশের চক্ষুতে ধূলি দিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের নিরেট মাথায় সে সকল কৌশলের উদ্ভব অসম্ভব। সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া তাহারা বুঝিতে পারিল না—আমেলিয়ার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া তাহারা নিজেদেরই সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিবে।

স্মিথ কারাকক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া আমেলিয়ার কথাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। আমেলিয়ার ব্যবহারে সে তাঁহার একটু পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। নিরাশ্রয় বিপন্ন শত্রুর প্রতি সকলে এমন ব্যবহার করে না—তাহাও সে বুঝিয়াছিল। সে নানা কথা চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ কারা-প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া দুইজন জোয়ান খালাসী তাহাকে টানিয়া ডেকের উপর লইয়া গেল; স্মিথ

চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহার মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। ডেকের উপর লইয়া গিয়া তাহারা তাহার উভয় হস্ত ও চক্ষু বাঁধিল; এবং তাহাকে ডেকের প্রান্ত-সংলগ্ন একখানি আলগা তক্তার উপর টানিয়া লইয়া গেল। স্মিথ বিপদ বুঝিতে পারিয়া মুখের ও চক্ষুর বন্ধন খুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু নিষ্ফল ব্যাকুলতা! তাহার হাত দুইখানি পিঠের দিকে দৃঢ়রূপে বাধা ছিল।—তাহার মনে হইল, অল্প দিন পূর্ব্বে একবার সে বোম্বেটের গুপ্তচর কর্তৃক সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—কিন্তু তাহার চক্ষু ও হস্তদ্বয় খোলা ছিল; এবার সে সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণরক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা করিতে পারিবে না। এবার মৃত্যু নিশ্চয়!—কিন্তু আমেলিয়ার আদেশে যে তাহার এই দণ্ড—ইহা সে বিশ্বাস করিল না। সে বুঝিল, রাইমার ও গ্রেভিস্ আমেলিয়ার অজ্ঞাতসারে তাহাকে ভবপারে প্রেরণ করিতেছে!

চক্ষুর নিমিষে এই সকল কথা তাহার মনে উদিত হইল; পরমুহূর্ত্তে তাহার পদদ্বয় তক্তা হইতে সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদ্র-গর্ভে নিপতিত হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক ও টাইগারের কথা তাহার মনে পড়িল; সে অন্তিম কালে বিপন্নের বন্ধু অনাথের আশ্রয় পরমপিতাকে একবার স্মরণ করিল।—পর মুহূর্ত্তেই তরঙ্গোচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধুর ভৈরব গর্জ্জন তাহার কর্ণমূলে প্রলয়ের ডঙ্কাধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

* * * * *

মিঃ ব্লেক পাকশালায় বসিয়া ডেকের উপর গণ্ডগোল শুনিতে পাইলেন; তিনি বুঝিলেন, নিশ্চয়ই কোনও অসাধারণ কাণ্ড ঘটিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডেকে উঠিয়া জাহাজের রেলিংএর ধারে একধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; লণ্ঠনের আলোকে দেখিতে পাইলেন, বোম্বেটেরা

স্মিথকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া একখানি আল্‌গা তক্তার উপর দাঁড় করাইয়াছে! তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাপার'কি বুঝিতে পারিলেন; উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন; এবং চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে, যেখানে জাহাজের নঙ্গর থাকে—সেই স্থানে কুণ্ডলীকৃত সুদীর্ঘ রজ্জু দেখিতে পাইলেন।

সেই রজ্জুর বোঝা কাঁধে লইয়া মিঃ ব্লেক কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার সহকারী চীনা যুবকের কানে কানে কি বলিলেন। যুবক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বোম্বেটেরা দূরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে পরামর্শ করিতেছিল,—তাহারা অন্ধকারে মিঃ ব্লেক বা তাঁহার অনুচরকে দেখিতে পাইল না।

মিঃ ব্লেক চীনা যুবককে বলিলেন, "চান্, তুমি বেশ ভাল সাঁতার জান ত? দুই পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িবে না?"

চান্ বলিল, "আমি সাঁতার না জানিলে আর কে জানিবে? আমি বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ডুবুরীর কাজ করিয়াছি; সমুদ্রে ডুব দিয়া শুক্তি তুলিতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ ভাল কথা।—আমি নিজেই সমুদ্রে নামিতাম; কিন্তু আমি নামিলে তুমি ত জাহাজের উপর হইতে আমাকে টানিয়া তুলিতে পারিবে না, তোমার সেরূপ শক্তি নাই।—তুমিই নামিয়া পড়, আমি দড়ি ধরিয়া তোমাদের টানিয়া তুলিব।—উহাকে জলের ভিতর খুঁজিয়া বাহির করা চাই; যদি ছোকরাটাকে বাঁচাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে এত টাকা বকশিস্ দিব যে—আর তোমাকে বাবুর্চ্চির কাজ করিয়া খাইতে হইবে না। যদি তুমি কৃতকার্য্য হইতে না পার, ছেলেটা যদি সমুদ্রে ডুবিয়া মরে,

তাহা হইলে এই জাহাজে যতগুলো বোম্বেটে আছে, তাহাদের সকলকে আমি খুন করিব।”

বোম্বেটেরা স্মিথকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র চান্ সেই দড়ি ধরিয়া তাড়াতাড়ী সমুদ্র-বক্ষে নামিয়া পড়িল ; তাহার পর সে ডুবুরীর মত অবলীলাক্রমে সেই অন্ধকারাবৃত তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র-জলে সন্তরণ করিতে করিতে ডুব দিল।

মিঃ ব্লেক জাহাজের রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দড়ি ধরিয়া রহিলেন ; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহার করধৃত রজ্জুতে টান লাগিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেকের ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল, তাঁহার মন নিরাশায় পূর্ণ হইল। জাহাজ তখন পূর্ণ বেগে চলিতেছিল ; সেই অবস্থায় সমুদ্র-গর্ভ হইতে রজ্জুবদ্ধ মজ্জমান ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা বুঝিয়া তাঁহার হৃদয় আশঙ্কা ও উদ্বেগে স্তম্ভিত হইল! আর দুই চারি মিনিট বিলম্ব হইলে জাহাজ বহু দূরে চলিয়া যাইবে, হতভাগ্য স্মিথকে হাঙ্গরে ভক্ষণ করিবে!

কয়েক মিনিট পরে চান্ মাথা তুলিল, এবং রজ্জুর যে প্রান্ত তাহার হাতে ছিল, তাহা সবেগে আন্দোলিত করিল।

তখন মিঃ ব্লেক সেই রজ্জুর অন্য প্রান্ত ধরিয়া তাহা ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিতে লাগিলেন। চান্ স্মিথকে দড়ির মধ্যস্থলে বাঁধিয়া দিয়াছিল ; মিঃ ব্লেক অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাকে জাহাজের উপর টানিয়া তুলিলেন। অত্যন্ত লম্বা দড়ি, তাহার প্রান্তভাগ তখনও জলে পড়িয়াছিল ; চান তাহাই ধরিয়া ভাসিতেছিল।

স্মিথকে নামাইয়া লইয়া মিঃ ব্লেক সেই রজ্জু জাহাজের রেলিংএর

সঙ্গে বাঁধিলেন ; তখন চান্ সেই রজ্জু ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে জাহাজে উঠিয়া পড়িল।

বোম্বেটেরা স্মিথের মুখ রুমাল দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ছিল, ইহাতে তাহার একটু উপকারও হইয়াছিল ; সমুদ্রের জল তাহার উদরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক স্মিথকে জাহাজে তুলিয়া দেখিলেন, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে।—তিনি বহু চেষ্টায় তাহার চেতনা সঞ্চার করিলেন।

স্মিথ চক্ষু খুলিয়া দেখিল, একজন চীনাম্যান তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক নিম্ন স্বরে দুই চারিটি কথা বলিয়া তাহার বিস্ময় দূর করিলেন ; তাহার পর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চান্‌কে আলিঙ্গন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্মিথের চেতনা-সঞ্চার হইলে মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ী তাহাকে তাঁহার পাকশালার কুঠুরীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল, জাহাজের খালাসীরা পাকশালা-সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেই স্মিথকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাঁহার সে আশঙ্কা শীঘ্রই তিরোহিত হইল। জাহাজের খালাসীদের প্রতি আমেলিয়ার আদেশ ছিল,—তাহারা কখনও পাকশালায় প্রবেশ করিয়া বাবুর্চ্চিদের বিরক্ত করিবে না। তাই তাহারা সে দিকে ঘেঁসিত না।—চানের নিকট এ সকল কথা জানিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন।

বোম্বেটে জাহাজ 'ফ্লোর-ডি-লিজ্' কত দূরে যাইবে, পৃথিবী কোন্ বন্দর লক্ষ্য করিয়া সে সমুদ্র-পথে ছুটিয়াছে, মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিলেন না; কাহারও নিকট সে সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাইলেন না।

কয়েক দিন পরে এক দিন রাত্রিকালে জাহাজখানি টরেস্ প্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক নিউ ক্যালিডোনিয়া রাজ্যের সন্নিহিত হইল।—সেই রাত্রে মিঃ ব্লেক কয়েক ঘণ্টা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে বোম্বেটেরা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এ পর্য্যন্তও তিনি তাহার কোন সন্ধান পান নাই। ফ্লোর ডি-লিজ্ সমুদ্র-পথে কোথা হইতে কোথা গিয়াছিল, তিনি মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, জাহাজ-

খানি ভাল্‌পারেশো হইতে ফিজি দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী কোনও বন্দরে কিছু দিন বিলম্ব করিয়াছিল; কারণ ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ সাল্‌ভেরিটা পরিত্যাগের দুই সপ্তাহাধিক কাল পরে মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ফিজি দ্বীপে উপস্থিত হইবার চারি দিনমাত্র পূর্ব্বে ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল! সেই জন্যই তাঁহার অনুমান হইল, পথে প্রায় দশ দিন সে কোথাও বিলম্ব করিয়াছিল;—কিন্তু সে কোথায়, কে বলিবে?

মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল, সেই সময়ে বোম্বেটেরা প্রেসিডেন্ট পিয়ারসনকে ডাকাতির টাকাগুলি সহ সেই অজ্ঞাত স্থলে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনি সন্ধানে ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ তাহার গন্তব্য পথে মেলবোর্ণ, হং-কং ও ব্যাটেভিয়া প্রভৃতি যে কয়েকটি বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল, সেই সকল স্থান হইতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসদ লইয়াছিল। তাহার পর সে ইউ-রোপের দিকে অগ্রসর না হইয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর লক্ষ্য করিয়া চলিতেছিল;—তাহার সম্মুখেই ফিজি দ্বীপ।

কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত পত্রখানি পাইয়াছেন কি না, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; যদি তিনি সেই পত্র না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে মিঃ ব্লেক বোম্বেটে জাহাজ হইতে উদ্ধার লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ডকে তাঁহার সংবাদ প্রেরণের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অধীরতা নিষ্ফল হইল।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর মিঃ ব্লেকের মস্তিষ্কে একটি ফন্দীর উদয় হইল। সেই ফন্দী কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে তিনি উদ্ধার লাভে সমর্থ হইবেন তাহা বুঝিলেন; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত

করা কত দূর কঠিন ও বিপদ-সঙ্কুল, তাহা কল্পনা করিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

গভীর রাত্রে সকল লোক নিদ্রিত হইলে, মিঃ ব্লেক অতি সন্তর্পণে সেই জাহাজের পানীয় জলপূর্ণ চৌবাচ্চার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন; তিনি পম্পের সাহায্যে জলে প্রচুর পরিমাণে সমুদ্র-জল মিশ্রিত করিলেন।—পর দিন প্রভাতে বোম্বেটে জাহাজে বিষম হৈ চৈ উপস্থিত হইল!

সেই সময় কাফি পান করিতে গিয়া একজন নাবিক মুখ বিকৃত করিয়া কাফিটুকু ঢালিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত পরে অন্যান্য নাবিকেরাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। তাহার পর তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাবুর্চ্চির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বাবুর্চ্চি-খানার সম্মুখে সমবেত হইল।

একজন নাবিক কাফির পেয়ালা মিঃ ব্লেকের নাকের কাছে আনিয়া সক্রোধে বলিল, "আজ কি দিয়া কাফি তৈয়ারী করিয়াছিস্, বেটা হলুদে-মুখো! এ কাফি কি মানুষে খাইতে পারে?"

মিঃ ব্লেক দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া হাসিয়া ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন, "বেলি গুড্ কোফি।"—(খুব ভাল কাফি।)

নাবিক রাগ করিয়া বলিল, "খুব ভাল কাফি? বটে! আচ্ছা, এক ঢোক গিলিয়া দেখ্ দেখি কেমন ভাল!"

মিঃ ব্লেক এক চুমুক কাফি মুখে লইয়াই—তাহা ফেলিয়া দিলেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,"বেলি ব্যাড্—(ভারি বদ্); তোমরা সত্য কথাই বলিয়াছ। কাফির স্বাদ এমন হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

তখন মিঃ ব্লেক তাহাদের সম্মুখেই নূতন করিয়া কাফি প্রস্তুত করিলেন, তাহা পুনর্ব্বার পেয়ালায় ঢালিয়া নাবিকগণকে পান করিতে

দেওয়া হইল।—একজন নাবিক তাহা ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়াই 'থু' 'থু' করিয়া ফেলিয়া দিল।—সে কাফিও কেহ পান করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিলেন,"তোমরা দেখিলে, কাফি প্রস্তুত করিতে আমার কোন ত্রুটি হয় নাই।"

একজন নাবিক বলিল, "আচ্ছা, আমাকে এক পেয়ালা জল দাও; আগে মুখটা ধুইয়া ফেলি। আঃ, কি উৎকট বিস্বাদ! আমি কাপ্তেনকে খবরটা দিয়া আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ এক পেয়ালা জল আনিয়া নাবিকের হাতে দিলেন; নাবিক সেই জল মুখে দিয়াই 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' করিয়া উঠিল, এবং জল সমেত পেয়ালাটা দূরে নিক্ষেপ করিল; জলের আস্বাদন ভয়ানক কটু, যেন ক্ষার-গোলা জল! তাহা সমুদ্র-জলের ন্যায় বিস্বাদ।

নাবিক রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বলিল,"এ যে দেখ্‌চি জলেরই দোষ! হতভাগা হল্‌দে-মুখো শুয়ার! জলে কি মিশাইয়াছিস্ বল্।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি? আমি জলে কি মিশাইব! চৌবাচ্চার জল তোমাকে মুখ ধুইতে দিয়াছি; চৌবাচ্চার জল যদি খারাপ হইয়া থাকে—সে দোষ কি আমার?"

নাবিকেরা তখন চৌবাচ্চা পরীক্ষা করিতে গেল। সমুদ্রে পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া চৌবাচ্চা 'মিঠা' জলে পূর্ণ ছিল; নাবিকেরা সেই জল মুখে দিয়া দেখিল, চৌবাচ্চার জলই বিস্বাদ!—তাহা মুখে লইলে বমনের উদ্রেক হয়।

নাবিকেরা জাহাজের কাপ্তেন ভগ্‌হানকে সংবাদ দিল। কাপ্তেন তখন এই বিষম সংবাদ শুনিয়া তাড়াতাড়ী চৌবাচ্চা পরীক্ষা করিতে গেল। কিন্তু পরীক্ষা বৃথা হইল, জল পরিষ্কার; অথচ সে জল মুখে করা যায় না!

কাপ্তেন আমেলিয়াকে এই বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিল, আমেলিয়াও দেখিয়া শুনিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; শেষে তিনি আদেশ দিলেন, "জাহাজ সুভার বন্দরে ভিড়াও; সেখানে চৌবাচ্চা খালি করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হইবে। পানীয় জল ভিন্ন একদিনও যে জাহাজে বাস করা দায় হইবে!"

কাপ্তেন বলিল, "কিন্তু চৌবাচ্চার জল এমন বিস্বাদ হইল কিরূপে? জল মুখে লইলে যে বমনের উদ্রেক হয়! আমার বোধ হয় কোনও দুষ্ট লোক মজা দেখিবার জন্য নষ্টামী করিয়াছে।—এ কাহার কাজ জানিতে পারিলে, চাব্‌কাইয়া তাহার পিঠের মাংস তুলিয়া লইব। পানীয় জল না পাইলে খানা তৈয়ারী করা হইবে না, জাহাজের সমস্ত লোককে উপবাসী থাকিতে হইবে; কি বিপদ!"

জাহাজে পিপা বোঝাই 'রম' ছিল। নাবিকেরা জলের পিপাসা 'রমে' মিটাইল। পেট ভরিয়া 'রম' পান করিয়া অনেকে মাতাল হইয়া পড়িল। কিন্তু বাবুর্চ্চিখানায় বসিয়া মিঃ ব্লেক অন্যের অলক্ষ্যে পেট ভরিয়া হাসিয়া লইলেন; হাসিতে হাসিতে তাঁহার পিপাসার উদ্রেক হইল। তখন তিনি গুপ্ত স্থান হইতে জলপূর্ণ কলসী বাহির করিয়া—সেই জলে পিপাসা নিবৃত্ত করিলেন।

পর দিন জাহাজ সুভার ব[illegible]রে ভিড়িলে—মিঃ ব্লেক কাপ্তেনের অ[illegible] [illegible]য়া বন্দরে চলিলেন।—জাহাজের বাবুর্চ্চিখানার জন্য গোটাকত [illegible]নলের [illegible] ছিল; কাপ্তেন ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেককেই তাহা ক্রয় করিয়া আনিবার আদেশ করিল।

মিঃ ব্লেক জাহাজ হইতে নামিয়া যাইবার সময় স্মিথকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, এবং তাঁহার সহকারী বাবুর্চ্চি চানকে বাবুর্চ্চিখানার পাহারায় রাখিয়া তীরে উঠিলেন।

মিঃ ব্লেক্ সর্ব্ব-প্রথমে সুভায় বৃটীশ রাজদূতের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন; এবং কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ডের নামে একখানি পত্র লিখিয়া বৃটীশ রাজদূতের হস্তে প্রদান করিলেন। কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড যে শীঘ্রই সেই স্থানে উপস্থিত হইবেন, চলৃতি জাহাজের গতিবিধির সংবাদ পাঠেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন; তিনি আরও জানিতে পারিলেন, কর্শেয়ার জাহাজ ব্যাটেভিয়া হইতে ফিজি দ্বীপের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং সুভায় তাহাকে নঙ্গর করিতে হইবে। সেই পত্রে মিঃ ব্লেক কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ডকে সুভায় কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক যদি সেই স্থানেই আমেলিয়া ও তাঁহার অনুচর বোম্বেটেগণকে পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার করাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিত; কিন্তু আমেলিয়াই যে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে সালভেরিটা রাজ্যের বিপুল অর্থসহ চুরী করিয়াছিলেন, মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চিত কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, সালভেরিটা রাজ্যে যাহারা অপরাধ করিয়াছে—বৃটীশ অধিকারে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবারও কোন উপায় ছিল না; সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে সেই অভিপ্রায় ত্যাগ করিতে হইল। তিনি স্থির করিলেন, অগ্রে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সন্ধান লইতে হইবে; তাহার পর বোম্বেটেদলকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।

মিঃ ব্লেক চীনাবাবুর্চ্চির ছদ্মবেশে 'বৃটীশ কন্সলের' আফিস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটি দোকানে প্রবেশ করিলেন। এই দোকানে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় হইত। সেই দোকান হইতে

তিনি এক শিশি সাদা গুঁড়া কিনিলেন ; তাহা দেখিতে চা'খড়ির গুঁড়ার মত, কিন্তু তাহার গুণ অতি চমৎকার !

এই শিশিটা সাবধানে বুকের পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেক অন্যান্য দোকান হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিলেন। তাহার পর তিনি বোম্বেটে জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্মিথ যে জাহাজেই লুকাইয়া আছে—জাহাজের কোনও লোক সে সন্ধান পায় নাই। পানীয় জলের চৌবাচ্চা মিঠা জলে পূর্ণ করিয়া জাহাজখানি বন্দর ত্যাগ করিল।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণকালে পূর্ব্বাকাশে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল ; জাহাজের নাবিকগণ ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কায় একস্থানে সমবেত হইয়া, দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলে কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন ; কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না।

একজন নাবিক বলিল, "এ সময় দ্বীপে আশ্রয় লইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত। দ্বীপে পলাইতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতাম।"

আর একজন নাবিক বলিল, "আমারও সেই কথা। ডাঙ্গায় উঠিতে পারিলে কেবল যে ঝড় বৃষ্টি এড়াইতে পারিতাম এমন নহে ; আহারাদি ভাল রকম হইত, আর একটু বিশ্রামও পাওয়া যাইত। জাহাজে দিবারাত্রি খাটিয়া খাটিয়া বড়ই 'লবেজান' হইয়াছি ; এ সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।"

তৃতীয় নাবিক বলিল, "এত ব্যস্ত হইতেছ কেন ভাই ? আমি কাপ্তেনের কাছে শুনিয়াছি আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের জাহাজ দ্বীপে ভিড়িবে।"

মিঃ ব্লেক আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। জাহাজ রাত্রি

দশটার সময় দ্বীপে নঙ্গর করিবে, এ সংবাদে তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি বাবুর্চ্চিখানার কাজ প্রায় শেষ করিয়া ফেলিলেন; তিনি যে সকল খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শিশির গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া শিশিটা লুকাইয়া রাখিলেন।

জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের আহার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি নাবিকগণকে খাইতে দিলেন না; কারণ, নাবিকগণের উপর ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে বোম্বেটেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারে; ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

এই জন্যই সে দিন নাবিকগণের নৈশ ভোজনে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।—কেহ কেহ ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল; 'খানা পাকাইতে' কেন বিলম্ব হইতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল; কিন্তু রাত্রি দশটার সময় জাহাজ কূলে উপস্থিত হইবে—এই আশায় তাহারা এতই প্রফুল্ল হইয়াছিল যে, বাবুর্চ্চির ত্রুটী তাহারা প্রসন্ন চিত্তে উপেক্ষা করিল।

সন্ধ্যার পর—রাত্রি সাতটার সময় 'সেলুনে' যথানিয়মে 'খানা' প্রেরিত হইল।

সাতটার পর নাবিকগণও একত্র আহারে বসিল।—তাহারা কয়েক গ্রাস খাইয়াই হঠাৎ অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করিল; দুই একজন করিয়া ক্রমে সকলেই হাঁই তুলিতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু ঢুলু ঢুলু,—চক্ষু খুলিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিল!

যাহা হউক, তাহারা কোন-রকমে আহার শেষ করিয়া তাড়াতাড়ী শয়ন করিল। যেমন শয়ন অমনই গভীর নিদ্রা! যাহারা জাহাজের

পাহারায় ছিল, তাহারাও নিদ্রার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া ডেকের উপর শুইয়া পড়িল ; শয়ন মাত্রেই নিদ্রা !

মিঃ ব্লেক তাঁহার গুঁড়ার অমোঘ শক্তির পরিচয় পাইয়া হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার উল্লাস কেহ বুঝিতে পারিল না। জাহাজের খালাসী নাবিক প্রভৃতি তাঁহার গুঁড়ার প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইল বটে ; কিন্তু জাহাজের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ,—বোম্বেটের দল কি করে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে বসিয়া রহিলেন।

যাহা হউক, তাঁহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না ; জাহাজের 'সেলুনে' কর্ত্তৃপক্ষকে খানা পাঠাইবার কয়েক মিনিট পরে সর্দ্দার খানসামা সেলুন হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ করিল ; তাহার ভীতি-বিহ্বল চক্ষু বিস্ফারিত !

সর্দ্দার খানসামা ব্যগ্রভাবে বাবুর্চ্চি-বেশধারী মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি করিয়াছ কি?—কি রকম খানা পাকাইয়াছ? খানা খাইতে খাইতে সাহেবরা যে টেবিলের উপরেই ঢুলিয়া পড়িয়াছেন!"

মিঃ ব্লেক এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া এক লম্ফে সর্দ্দার খানসামাকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া চক্ষুর নিমিষে তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন ; তাহার কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তি রহিল না।

অনন্তর মিঃ ব্লেক স্মিথকে গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে একটি পিস্তল দিয়া বলিলেন, "এই বার আমাদের সুযোগ উপস্থিত, তাড়াতাড়ী সকল কাজ শেষ করিতে হইবে। তুমি এই পিস্তলটি লইয়া অন্যান্য খানসামাদের আক্রমণ কর ; এখনও পাঁচ জন খানসামাকে বন্দী করিতে হইবে। তাহারা এখন পর্য্যন্ত খানা খায়

নাই, সুতরাং তাহাদের নিদ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। খানসামা-গুলা আমাদের কার্য্যে যাহাতে বাধা দিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া জাহাজের মেট্ হেন্‌ড্রিককে বশীভূত করিতে হইবে; তাহারই উপর জাহাজ চালাইবার ভার আছে। যে লোকটা জাহাজের হা'ল ঘুরাইতেছে, তাহাকেও হস্তগত করা চাই। জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার ও তাহার সহকারীর জন্য কোনও চিন্তা নাই; তাহারা নীচে কল-ঘরে আছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা উপরে আসিতেছে না।—আমার কথা বুঝিয়াছ?"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "এ সকল কথা আমি চট্ করিয়া বুঝিতে পারি, আমার কাজের জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না। কিন্তু আপনি খুব সাফাই-হাতে কাজ গুছাইয়াছেন ত! ধন্য আপনার কৌশল! জাহাজের লোকগুলা আমাকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছে, এবার তাদেরই একদিন—কি আমারই একদিন!"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া 'সেলুন' অভিমুখে ধাবিত হইলেন।—'সেলুন' কিছু দূরে, জাহাজের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল।

'সেলুনে' আমেলিয়া ভোজনে বসিয়াছিলেন; খাদ্যদ্রব্য অর্দ্ধভুক্ত, ভোজন-পাত্রে কাঁটা চামচে পড়িয়াছিল; তিনি তখন টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত! আমেলিয়ার অদূরে কাপ্তেন ভগ্‌হান, ডাক্তার রাইমার ও গ্রেভিস্ প্রভৃতি বোম্বেটেরা তদবস্থায় নিদ্রামগ্ন!—ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দুইজন খানসাম তাহাদের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছিল।

ঠিক সেই সময় মিঃ ব্লেক স্মিথের সহিত 'সেলুনে' প্রবেশ করি-লেন; এবং উভয় খানসামার ললাট লক্ষ্য করিয়া জোড়া পিস্তল

উদ্যত করিলেন! খানসামা-দ্বয় ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে বেকুবের মত তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদের নড়িবার সাহস হইল না; তাহাদের মুখে কথাও বাহির হইল না। এই অতর্কিত বিপৎপাতে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; সেই অবস্থাতেই তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে বাঁধা পড়িল।

খানসামা-দ্বয়কে বাঁধিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অন্য তিনজন খানসামার সন্ধানে চলিলেন।

দুইজন খানসামা তখন কেবিনে শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল; সেই অবস্থাতেই তাহারাও বাঁধা পড়িল। আর একজন খানসামা কতকগুলি কাপড় লইয়া সেলুনের দিকে যাইতেছিল; তাহাকেও রজ্জুবদ্ধ করিতে বিলম্ব হইল না।

পরিচারকগণকে বাঁধিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ডেকের উপর দিয়া মেট হেন্‌ড্রিক ও তাহার সহকারীর সন্ধানে চলিলেন। তাহারা এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানিত না, সোৎসাহে তীরের দিকে জাহাজ চালাইতেছিল।

হেন্‌ড্রিক পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল। জাহাজের চীনা-বাবুর্চ্চিকে পিস্তল-হস্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না!—হেন্‌ড্রিককে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়াই মিঃ ব্লেক তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন।

হেন্‌ড্রিক সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল, "ওরে চীনে কুকুর! তোর ত ভারি সাহস দেখিতেছি! তোর মতলব কি?—দূর হ আমার সম্মুখ থেকে!"

মিঃ ব্লেক ধীর স্বরে জর্ম্মাণ ভাষায় বলিলেন, "ধীরে, মিঃ হেন্‌ড্রিক

ধীরে! এত গরম হইয়া লাভ নাই; বিড়ালের বাচ্চা ঝুলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

চীনা-বাবুর্চ্চির মুখে বিশুদ্ধ জর্ম্মাণ ভাষা শুনিয়া হেন্‌ড্রিক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর সে যখন স্মিথকে পিস্তল-হস্তে তাহার সম্মুখে আসিতে দেখিল,—তখন ভয়ে তাহার চক্ষু দু'টি কপালে উঠিল! তাহার বিশ্বাস হইল, স্মিথের প্রেতাত্মা সমুদ্র-গর্ভ হইতে জাহাজে উঠিয়া অত্যাচারের প্রতিফল প্রদানে উদ্যত হইয়াছে!—আশঙ্কায়ও উদ্বেগে হেন্‌ড্রিকের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

মিঃ ব্লেক হেন্‌ড্রিককে বলিলেন, "যদি বাঁচিতে চাও, তবে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিও না; আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করিলেই মরিবে। ভাল মানুষের মত জাহাজ চালাও, তোমাকে আমরা বাঁধিব না; কিন্তু আমার আদেশের অবাধ্য হইলে তোমাকে বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিব।"

হেন্‌ড্রিক বিনা-প্রতিবাদে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিল।

তখন মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "জাহাজের উপর যাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সকলকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেল; কেবল বোম্বেটে-সর্দ্দারণী আমেলিয়াকে বাঁধিও না। তাঁহাকে কাঁধে করিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে লইয়া যাইবে, এবং তাঁহার শয্যায় শয়ন করাইবে; তাহার পর সেই কেবিনের দরজাতে চাবি দিবে।—এই সকল কাজ শেষ হইলে কল-ঘরে যাইবে; সেখানে যাহাকে সম্মুখে দেখিবে তাহাকেই বাঁধিয়া ফেলিবে। আবশ্যক না হইলে কাহাকেও গুলি করিও না। তুমি একা যাইও না, চান্‌কে সঙ্গে লইও। কল-ঘর দখল করা তোমাদের দু'জনের পক্ষে কঠিন হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই

কল-ঘর অধিকার করিব।"—স্মিথের স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল।

স্মিথ প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক হেন্‌ড্রিককে বলিলেন, "মিঃ হেন্‌ড্রিক, তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জাহাজ কোথায় ভিড়াইতে হইবে, তাহা তুমি জান; কোনও রকম বদ্‌মায়েসী না করিয়া তোমার অনুচরকে যথাস্থানে জাহাজ ভিড়াইতে যথাযোগ্য উপদেশ দিবে।—যদি আমার আদেশ লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে কি শাস্তি পাইবে—তাহার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার যে কথা সেই কাজ।"

হেন্‌ড্রিক হতাশ ভাবে বলিল, "আমি এখন তোমার হাতে পড়িয়াছি; যে আদেশ করিবে, তাহাই আমাকে পালন করিতে হইবে। আমি জাহাজখানা নির্ব্বিঘ্নে বন্দরে লইয়া যাইব, অঙ্গীকার করিতেছি। কিন্তু জাহাজের সমস্ত লোককে তুমি কি কৌশলে বন্দী করিলে?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার আগ্রহ পূর্ণ করিতে আমার আপত্তি নাই; আমার রন্ধন-কৌশলেই জাহাজের সমস্ত লোক আহারে বসিয়া হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; সেলুনের আরোহীরাও বাদ নাই! সুতরাং জাহাজের লোকগুলিকে বন্দী করিতে আমার অসুবিধা হয় নাই।—আমার আর গল্প করিবার সময় নাই, হাতে অনেক কাজ আছে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক জাহাজের হা'ল ঘুরাইবার চাকার কাছে গিয়া চক্রধারীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন; কঠোর স্বরে বলিলেন, "যে ভাবে জাহাজ চালাইতেছিলে—সেই ভাবেই চালাইয়া যাও, কোন রকম চালাকি করিলে মরিবে।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে তাহার নিকট রাখিয়া কল-ঘরে উপস্থিত হই-

হইলেন। তাঁহাকে সশস্ত্র দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার অত্যন্ত বিস্মিত হইল; ব্লেকের তাড়া খাইয়া সে ও তাহার সহকারী হাতুড়ি ও শাবল তুলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। মিঃ ব্লেক এক গুলিতে ইঞ্জিনিয়ারের হাত জখম করিলেন; এবং প্রবল মুষ্ট্যাঘাতে ইঞ্জিনিয়ারের সহকারী সটান পড়িয়া গেল। তখন মিঃ ব্লেক উভয়কে বাঁধিয়া ডেকের উপর আনিলেন; সেখানে স্মিথ ও চানের স্ফুর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল।—তিনি যে এত সহজে জাহাজ অধিকার করিতে পারিবেন, পূর্ব্বে তাহা কল্পনা করেন নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অনায়াসে বোম্বেটে-জাহাজ দখল করিয়া যতই সুখী হউন, তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারেন নাই।

জাহাজ অল্পক্ষণ পরে তীর-সন্নিকটে অগ্রসর হইলে, মেট হেন্‌ড্রিক ও তাহার সহকারী জাহাজ-চালককেও রজ্জুবদ্ধ করা হইল। সমুদ্র-তীরে অরণ্য; সেই অরণ্যের অন্তরালস্থিত একটি অট্টালিকার দীপালোক মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি-পথে নিপতিত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকা লক্ষ্য করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "উহাই বোম্বেটেদের গুপ্ত আড্ডা! ঐ আড্ডায় এখন কত লোক আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "বোধ হয় এখন ওখানে বেশী লোক নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশী লোক না থাকাই সম্ভব, কিন্তু ইহা আমাদের অনুমান মাত্র; তবে দ্বীপটি নির্জ্জন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার বিশ্বাস, বোম্বেটেরা প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে চুরী করিয়া এই খানেই লুকাইয়া রাখিয়াছে; সুতরাং পাঁচ ছয়জন লোককে যে তাহারা পাহারায় রাখে নাই, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি? জাহাজ ত কূলে ভিড়িল, কিন্তু একজন লোকও যে উহাদের আড্ডা হইতে সমুদ্র-কূলে আসিল না! তবে জাহাজের উপর আলো নাই, আর জাহাজ 'হুইস্‌ল্‌'ও দেয় নাই; সুতরাং জাহাজ আসিবার সংবাদ আড্ডার লোকের অজ্ঞাত থাকাই সম্ভব।—ব্যাপার কি, তীরে নামিয়া অগ্রে সন্ধান লইতে হইতেছে।"

জাহাজ সমুদ্র-তটের কিছু দূরে থাকিতেই জাহাজের একখানি বোট জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও চান্‌কে লইয়া বোটে উঠিলেন; বোট অন্ধকার ভেদ করিয়া সমুদ্র-তটে ভিড়িল।

তখন তিন জনে বোট হইতে নামিয়া সেই অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন; ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিলেন, সে'টি ভোজনাগার। ভোজনাগারে টেবি-লের নিকট একজন লোক বসিয়াছিলেন; তিনিই যে প্রেসিডেন্ট পিয়ারসন,—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ রহিল না।—তিনি আরও দেখিলেন, একজন লোক টেবিলে খাদ্য দ্রব্য সাজাইয়া দিতেছে, আর একজন লোক বন্দুক-হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে।

স্মিথ ও চান্ দূরে দাঁড়াইয়াছিল; মিঃ ব্লেক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহাদের নিকট গিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, "সদর দরজা দিয়া ভিতরে 'চড়াও' করা যাক্। হঠাৎ আক্রমণ করিলে উহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। উহারা আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিলেও মনে করিবে, আমরা উহাদের জাহাজের লোক। উহারা সাবধান হইবার পূর্ব্বেই আমরা উহাদিগকে বন্দী করিব।"

তখন তিন জনে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন; মিঃ ব্লেক সদর দরজা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।—স্মিথ ও চান্ তাঁহার অনুসরণ করিল।

তিন জনে নির্ব্বিঘ্নে ভোজনাগারের সম্মুখে আসিলেন; পথে তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।—মিঃ ব্লেক ভোজনাগারের দ্বার ঠেলিয়া পিস্তল তুলিলেন, দৃঢ় স্বরে প্রহরীকে বলিলেন, "বন্দুক ফেলিয়া দাও!"

প্রহরী মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধি হইয়া সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিল, তাহার পর বন্দুক তুলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমিষে তাহার বাহুমূলে বন্দুকের 'কুঁদা' দিয়া এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, প্রহরীর হাত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল! স্মিথ তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে তাহার উপর নিপতিত হইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। যে চাকরটা টেবিলে খাদ্য দ্রব্য সাজাইয়া দিতেছিল, এই দৃশ্যে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তাহার হাত হইতে খাদ্য-সামগ্রীপূর্ণ ডিস্ ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল! চান্ তাহাকে পলায়নের অবসর না দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন মিঃ ব্লেক বন্দুক-হস্তে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন যেন ভুত দেখিয়াছেন, এই ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা সরিল না!

মিঃ ব্লেক প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের ভাব দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন, আপনি আমাকে চেনেন না; আমি বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক। আপনার সন্ধানে আমি কোথায় না গিয়াছি? অনেক কষ্টে আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি; কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।—আপনি বলিতে পারেন, এ বাড়ীতে কত লোক আছে?"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন বলিলেন, "হাঁ, পারি। এই দু'জন ভিন্ন এখানে আরও দুইজন প্রহরী আছে। আপনি যে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, এ জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া প্রহরীর বন্দুকটা কুড়াইয়া লইলেন, এবং তাহা প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি এই বন্দুক লইয়া এই লোক দু'টিকে নজরবন্দী করিয়া রাখুন, যেন

ইহারা পলাইতে না পারে। আপনি অন্য যে দুই জনের কথা বলিলেন, আমরা এখনই তাহাদের সন্ধানে যাইব।"

মিঃ ব্লেক অল্প সময়ের মধ্যেই অবশিষ্ট দুই জন লোককে একটি কুঠুরীর মধ্যে গ্রেপ্তার করিলেন, এবং তাহাদিগকে বাঁধিয়া ভোজনাগারে টানিয়া লইয়া চলিলেন। মিঃ ব্লেক'ও স্মিথ দীর্ঘ কাল অনাহারে থাকায় অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের টেবিলে বসিয়া কিছু খাইয়া লইলেন।—চান্ বাবুর্চ্চিখানায় যাহা কিছু পাইল, তাঁহাদের ভোজনের জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর মিঃ ব্লেক অনুচর-দ্বয়ের সহায়তায় বন্দীগণকে জাহাজে তুলিলেন। সালভেরিটার রাজপ্রাসাদ হইতে যে টাকা চুরী গিয়াছিল, তাহা সমস্তই বোম্বেটেদের গুপ্ত ধনাগারে পাওয়া গেল; মিঃ ব্লেক অনুচরদ্বয়ের সাহায্যে মোহরের তোড়াগুলি জাহাজে লইয়া চলিলেন।

অনন্তর মিঃ ব্লেক প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে স্মিথের সঙ্গে জাহাজের কল-ঘরে পাঠাইয়া স্বয়ং জাহাজ চালাইতে লাগিলেন; চান্‌কে জাহাজের বাবুর্চ্চিখানার ভার দেওয়া হইল। পূর্ব্বাকাশে উষার কনক কান্তি ফুটিয়া উঠিলে, জাহাজখানি সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ বহু পশ্চাতে রাখিয়া মুক্ত সমুদ্রে অগ্রসর হইল।

ফ্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজ ফিজি দ্বীপ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। পর দিন মিঃ ব্লেক সেই জাহাজ-সংলগ্ন তারহীন টেলিগ্রাফের সাহায্যে কর্শেয়ার জাহাজের কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ডকে মধ্য-সমুদ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।—তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে কর্শেয়ার জাহাজ ফ্লোর-ডি-লিজের সমীপবর্ত্তী হইল।

কাপ্তেন পেণ্টল্যাণ্ড তাঁহার সহকারী কাপ্তেন ও কয়েক জন সুদক্ষ

নাবিককে ক্লোর-ডি-লিজের পরিচালন-ভার লইতে পাঠাইলেন। বন্দীগণকে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক সালভেরিটায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আমেলিয়ার নিদ্রাভঙ্গের পর মিঃ ব্লেক তাঁহাকে জাহাজের কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। তবে মুক্তিলাভের পূর্ব্বে আমেলিয়াকে অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি মিঃ ব্লেকের কর্তৃত্বে বাধাদান করিবেন না, এবং তাঁহার দলস্থ লোকদিগের বন্ধন মোচন করিবেন না।—মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস ছিল, আমেলিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না। মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ আমেলিয়ার এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন করিতেন কি না সন্দেহ।

আমেলিয়া জাগরিত হইয়া মিঃ ব্লেককে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; মিঃ ব্লেক জীবিত আছেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে 'সশরীরে' ক্লোর-ডি লিজ্ জাহাজে সমাগত দেখিয়া তাঁহার মুখে কথা সরিল না! কিন্তু মিঃ ব্লেককে জীবিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।—মিঃ ব্লেকের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল।

কর্শেয়ার জাহাজ বোম্বেটে জাহাজের সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার সহিত তাঁহার 'সেলুনে' সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে চুরী করিয়া আনিয়াছিলেন, টাকাগুলিও সরাইয়াছিলেন। আপনার এই অপরাধ যতই গুরুতর হউক; আমি জানি, আমার ও আমার সহকারীর হত্যার জন্য আপনার অনুচরেরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল,—সে ষড়যন্ত্র আপনার জ্ঞাতসারে হয় নাই। সুতরাং তাহাদের সেই নিষ্ঠুরাচরণের

জন্য আপনাকে দায়ী করিতে পারি না ; এমন কি, স্মিথ দ্বিতীয় বার ধরা পড়িলে তাহার প্রতি যাহাতে কোনও প্রকার অত্যাচার না হয়, সেজন্য আপনি আপনার কর্ম্মচারীদের সাবধান করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছি। এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে মুক্তিদান করিব ; কিন্তু আপনার দলের বোম্বেটেদের আমি ছাড়িব না, তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।”

আমেলিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি না ; আপনি কি আমাকে এতই ইতর, প্রাণভয়ে এতই কাতর মনে করেন যে, আমি আমার অনুচরগণকে বিপদের মুখে সমর্পণ করিয়া প্রাণ লইয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিব ?—আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। আমার অনুচরেরা আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য—তাহা আমার জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমিই দায়ী। কোনও কারণে আমি এই দায়িত্ব অস্বীকার করিব না।”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “আপনি যে আমাকে এরূপ কথা বলিবেন, তাহা আমি জানিতাম। আপনার সাহস ও ভৃত্যবাৎসল্য প্রশংসনীয় ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা কদাচ সমর্থন-যোগ্য নহে। আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে আপনাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইবে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ?”

আমেলিয়া বলিলেন, “অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এত নির্ব্বোধ মনে করিবেন না ; আমার পক্ষে কি ভাল কি মন্দ, তাহা আমার

বুঝিবার শক্তি আছে। তবে আপনাকে এ কথাও বলি যে, আমার মামা ও আমার প্রধান অনুচর রাইমার আপনার সহকারী স্মিথের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল,—আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদের সেই অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিতাম না। আমি জানিতে পারিয়াছি রাইমারের চক্রান্তেই মামা আমার অবাধ্য হইয়াছিল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, রাইমারকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দেশে নির্ব্বাসিত করিব। কিন্তু এখন তাহারা বিপন্ন, শত্রু হস্তে নিপতিত ; এ অবস্থায় আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভৃত্যগণের অপরাধের বিচার আমিই করিব ; অন্যে আমার অধিকারে হস্তক্ষেপণ করিতে আসিলে আমি কোন ক্রমে তাহার সমর্থন করিব না। আপনি জানিবেন—আপনি যে মুহূর্ত্তে আমাদিগকে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের হস্তে সমর্পণ করিবেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি আমার অনুচরবর্গকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব।—আমার চেষ্টা বৃথা হইবে না। প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সাধ্য নাই, সে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করে।—আমি আমার অনুচরগণকে উদ্ধার করিয়া ডাক্তার রাইমারকে ত্যাগ করিব ; তাহার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক, কপট ও জঘন্যচরিত্র ব্যক্তি আমার আশ্রয় লাভের যোগ্য নহে। সেই হতভাগা আমার প্রণয়ভাজন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল ; তাহার সে স্পর্দ্ধাও মার্জ্জনীয় নহে। প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন কিরূপ নরপিশাচ, তৎসম্বন্ধে আপনার ধারণা নাই ; পরে আপনাকে তাহা বুঝাইয়া দিব। আমি অকারণে তাহার প্রতি অত্যাচার করি নাই।—সিনর মেন্‌ডোজা ও তাঁহার সুন্দরী কন্যা এখন কোথায়, আপনি বলিতে পারেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"হাঁ পারি। তাঁহারা কর্শেয়ার জাহাজে এখানেই আসিতেছেন।"

আমেলিয়া বলিলেন, "উত্তম ;—আপনার নিকট আমি একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, এই জাহাজে আমি একবার মেন্‌ডোজার কন্যার সহিত দেখা করিতে চাহি। আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি ?—অবশ্য, সে সময় আপনাকে ও প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকেও আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার নিকট বিদায় লইয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। পর দিন কর্শেয়ার জাহাজ ফ্লোর-ডি-লিজের সমীপবর্ত্তী হইলে, মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার নিকট স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া মেন্‌ডোজার কন্যা কারমেন্‌কে আমেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করাইতে আনিলেন।

ফ্লোর-ডি-লিজের 'সেলুনে' মিঃ ব্লেক, প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন ও মেন্‌ডোজার কন্যাসহ উপস্থিত হইলে আমেলিয়া মিঃ ব্লেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি এই দুই জনের সহিত এখানে কেন দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম, আপনি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই।—তিনটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম।—প্রথমতঃ, আমি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে কেন চুরি করিয়াছিলাম, তাহার কারণ তাহার সাক্ষাতেই আপনাকে বুঝাইয়া দিব ; দ্বিতীয়তঃ, সিনরিটা মেন্‌ডোজা বুঝিতে পারিবেন প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন কিরূপ চরিত্রের লোক ; তৃতীয়তঃ, জেমস্ পিয়ারসন এত দিনে তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন এই কথা শুনিয়া তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নী সিনরিটা মেনডোজাকে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কারমেন্, তুমি এই বোম্বেটে যুবতীর কথা কদাচ বিশ্বাস করিও না।"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে পিয়ারসনের মুখের দিকে চাহিলেন; আমেলিয়াও তাহার দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি বোম্বেটে তা অস্বীকার করি না; কিন্তু কে আমাকে বোম্বেটে-গিরিতে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছে? কাহার অত্যাচারে আমি এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি?—সিনরিটা, আপনি সকল কথা শুনিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন, আরও বুঝিতে পারিবেন—এই প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন কিরূপ ভদ্রলোক,—কেমন উদার, সদাশয়, ধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি!"

তখন আমেলিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার প্রথম জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন; প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন তাঁহার পিতার স্বর্ণ-খনির অধ্যক্ষ রূপে কিরূপে তাঁহার ও তাঁহার জননীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন, একদল প্রবঞ্চকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পথে বসাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বলিলেন।—এই দুর্ব্বৃত্ত প্রবঞ্চকগণকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্যই যে তিনি বোম্বেটে-গিরি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধনই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ইহাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

আমেলিয়া অবশেষে বলিলেন, "সিনরিটা, আপনার প্রণয়ী প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন কিরূপ ঘৃণিত চরিত্রের লোক, কিরূপ শঠ, প্রবঞ্চক ও ইতর, তাহা শুনিলেন ত? ইহা শুনিয়াও যদি এই শয়তানকে বিবাহ করিতে আপনার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে প্রণয়ের যোগ্যপাত্র মনে করিতে আপনার লজ্জা না হয়, তাহা হইলে আমার আর কোনও

কথা বলিবার নাই।—আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এজন্য হয় ত আপনি আমাকে বড়ই নিষ্ঠুর মনে করিবেন; কিন্তু আশা করি এই নিষ্ঠুরতায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্কণ্টক হইবে, অতঃপর আপনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন। আপনার মঙ্গলের জন্যই আপনাকে এ সকল কথা বলিলাম।"

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "কারমেন্, তুমি এই রাক্ষসীর কথা বিশ্বাস করিও না; ইহার কোনও কথা সত্য নহে, আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যা!"

কারমেন্ স্তম্ভিত ভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন; ক্রোধে ও ঘৃণায় তাঁহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল; বক্ষস্থল স্পন্দিত হইতেছিল; তাঁহার নয়ন সমক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। এতক্ষণ পরে, তিনি ব্যাকুল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি কি বলেন? ইনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, না মিথ্যা কথা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উনি আর যাহাই হউন, মিথ্যাবাদিনী নহেন, ইহা আমি সপথ করিয়া বলিতে পারি।—উঁহার কোনও কথা আমি অবিশ্বাস করি না।"

কারমেন্ সবেগে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি যে একটা নর-পশুকে—শঠ কপট বিশ্বাসঘাতক তস্করকে এত দিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, ইহা জানিতাম না; আজ বুঝিলাম, আমি কি ভুলই করিতে বসিয়াছিলাম! ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। জেমস্ পিয়ারসন! তুমি মানুষ নহ পিশাচ,—তুমি আমার প্রণয়ের যোগ্য নহ। আমি তোমার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিলাম; আমি আর

তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না। তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক বঞ্চক তস্করের প্রতি আমার ঘৃণা বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। ওরে শয়তান! তোর মত নরপ্রেত মেন্‌ডোজা বংশের কন্যাকে বিবাহ করিতে চায়? কি লজ্জা! মিস্ আমেলিয়া, আপনি আমার বড় উপকার করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি চলিলাম, এই পিশাচের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেও আমার ঘৃণা হইতেছে।"

কারমেন্, মিঃ ব্লেক ও আমেলিয়াকে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন; প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের দিকে তিনি আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন ক্রুদ্ধা কারমেনের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া নত মুখে বসিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক আমেলিয়াকে বলিলেন. "আপনার অনুচরগণকে আমার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনি মুক্তিলাভে সম্মত কি না বলুন; আমি অবিলম্বে আপনার নিকট শেষ উত্তর চাই।"

আমেলিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই উত্তর দিয়াছি। অনুচরগণকে ত্যাগ করিয়া আমি মুক্তি-কামনা করি না।"

অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেককে অন্য কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রেসি-ডেণ্ট পিয়ারসন! আমি ও আমার অনুচরবর্গ এখন তোমার বন্দী; তোমার সাধ্য হয় আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখ। আমি স্বীকার করিতেছি, আমরা তোমার কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিব; এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইব, সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়াকে সদলবলে পিয়ারসনের হেফাজাতে রাখিয়া

কর্শেয়ার জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন। সিনর মেনডোজা তাঁহার কন্যার নিকট প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের পূর্ব্ব-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি এতই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হইলেন না।

মিঃ ব্লেক কার্য্য-শেষে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন; প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন অপহৃত অর্থরাশি ও বোম্বেটের দলকে সঙ্গে লইয়া যখন সালভেরিটায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাজ্য মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই মহা সমাদরে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু তাঁহার আনন্দ, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি সমস্তই অদৃশ্য হইয়াছিল। অনেকে তাঁহার এই মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল, কিন্তু কেহ ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না।

সিনর মেনডোজা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই তারযোগে সালভেরিটায় সংবাদ পাঠাইলেন,—তিনি সালভেরিটা রাজ্যের রাজদূতের পদ ত্যাগ করিলেন, এবং প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন! তিনি গবর্মেণ্টকে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের অতীত জীবনের কুকীর্ত্তির কথা জ্ঞাপন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

সিনর মার্টিনা সেই রাত্রেই রাজপ্রাসাদে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনকে সিনর মেনডোজার এই টেলিগ্রামখানি প্রদান করিতে গিয়া প্রেসিডেণ্টের শয়ন-কক্ষে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সেই কক্ষাভিমুখে তাড়াতাড়ী অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একজন লোক বন্দুক হাতে লইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিল!—তিনি লোকটিকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

তিনি প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন, প্রেসিডেণ্ট শোণিত-স্রোতে ভাসিতেছেন, দেহে প্রাণ নাই; আততায়ীর গুলিতে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হইয়াছে!

প্রাসাদের রক্ষী-সৈন্যেরা আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।—সেই লোকটির নাম গামা; সে সৈন্যদলে কাজ করিত। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট পিয়ারসন তাহাকে কোনও কারণে লাঞ্ছিত করায়, সে এই ভাবে অপমানের প্রতিফল প্রদান করিয়াছিল।

যে সকল সৈন্য বোম্বেটে-জাহাজ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, বোম্বেটের দল এই গণ্ডগোলের সময় তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক নিরস্ত্র করিল; এবং তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক জাহাজ লইয়া পলায়ন করিল।—সাল্‌ভেরিটার সৈন্যগণ অতঃপর নৌকা লইয়া বোম্বেটেদের অনুসরণ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই।

* * * * *

এই ঘটনার কিছু দিন পরে ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র বন্দরে এক রাত্রে নঙ্গর করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ রাইমারকে একখানি বোটে তুলিয়া তীরে নামাইয়া দিল। ডাক্তার রাইমার আমেলিয়ার নিকট বিস্তর অনুনয় বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু আমেলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন না; তিনি বলিলেন, "তুমি কখনও আমার অবাধ্য হইবে না—অঙ্গীকার করিয়াছিলে; কিন্তু তুমি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ। আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তুমি মিঃ ব্লেকের অনুচরের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছিলে; তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহার হাত পা বাঁধিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে! আমার নিকট বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নাই। তুমি আমার অধীনে ধনবান হইতে পারিতে, চিরজীবন সুখে থাকিতে পারিতে; কিন্তু তোমার বুদ্ধির দোষেই সব হারাইলে! আমি দয়া করিয়া তোমার প্রাণভিক্ষা